কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্ত

করোনায়িত বাণিজ্য

বিজ্ঞাপনের দিনলিপি

১৮ মার্চ - ১৮ এপ্রিল ২০২০

করোনায়িত বাণিজ্য

বিজ্ঞাপনের দিনলিপি

১৮ মার্চ - ১৮ এপ্রিল ২০২০

কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্ত

পুনশ্চ

করোনার আক্রমণে অন্তরীণ অবস্থায়
১ বৈশাখ ১৪২৭ থেকে ‘হরপ্পা’-র
বৈদ্যুতিন পুস্তিকা প্রকাশের সূচনা।
এই ক্রমে ২৮ মে ২০২১
প্রকাশিত হল
‘করোনায়িত বাণিজ্য: বিজ্ঞাপনের দিনলিপি’।

লিখন
কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্ত

শিল্পনির্দেশনা
সোমনাথ ঘোষ

সম্পাদক
সৈকত

বিশেষ সহযোগিতা
সৌম্যদীপ

http://harappa.co.in/
harappamagazine@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/harappalikhanchitran/

লেখকের কথা

২০২০-র ১৮ মার্চ কলকাতায় প্রথম কোভিড রোগীর খবর বেরয় কাগজে। সেইদিন থেকেই আমার বিজ্ঞাপনের দিনলিপি শুরু। এখনও চলছে। বছর ঘুরে গেল করোনার প্রকোপ কমার কোনো লক্ষণ তো নেইই, বরং নাকি এরপর আবার তৃতীয় ঢেউ আসবে। চারিদিকে কেবল মৃত্যু আর হাহাকার। এরই মধ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও সক্রিয় আছে। সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক পরিস্থিতি।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে দেশের বেকারি রেকর্ড হারে বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন রাজ্যে এখন লকডাউন চলছে। ১৬ মে পর্যন্ত

দেশে বেকারি বেড়েছে ১৪.৫ শতাংশ। এই অতিমারির এক বছরে এটাই সর্বাধিক। গত এপ্রিল মাসেই কাজ হারিয়েছেন ৭৩.৩ লক্ষ শ্রমিক। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি তাদের সমীক্ষা রিপোর্টে এই তথ্য জানিয়েছে। পরিস্থিতি ভয়াবহ। গত বছর ছিল পরিযায়ী শ্রমিকের ঘরে ফেরার মিছিল। এবার দেখছি মৃত্যু মিছিল। কানে আসছে শুধু অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনের শব্দ। অক্সিজেন নেই, ভ্যাকসিন নেই। আছে কেবল ফাঁকা আওয়াজ। অসহনীয় অবস্থা। এই পরিস্থিতির মধ্যেই আমার বিজ্ঞাপনের দিনলিপি চলেছে।

গত বছর এই মে মাসেই সৈকত আমার কাছে দিনলিপির কথা শুনে প্রকাশ করার জন্য চেয়েছিল। নানা কারণে গত বছর তা হয়নি। এবার যখন ও বলল দিনলিপির প্রথম একমাস বার করবে তখন ভালোই লাগল। আমি তো আর গোপন দিনলিপি লিখছি না। এক মাসেই একটা মস্ত ধারণা হবে পাঠকের। তাছাড়া সৈকতের লেআউট-ডিজাইনের উপর আমার অগাধ আস্থা। এই করোনাকালে বিজ্ঞাপনের দিনলিপি আশা করি নতুন কিছুর সন্ধান দিতে পারবে।

এই যে এখন একটা মাথা লিখে দিচ্ছি, এখন দেখছি অনেক জায়গাতেই করোনার পুজো হচ্ছে। কোথাও আবার করোনাবধ যজ্ঞ হচ্ছে। গতবারের দুর্গাপুজোয় আয়োজকদের অনুরোধে পাল মশাইরা করোনাসুর বানিয়েছেন। অনেক অনেক মানুষ গোরুর মূত্র পান করে থালা-ঘটি-বাটি বাজিয়ে চিৎকার করেছেন, "গো করোনা গো"। এবার আবার অনেক অনেক মানুষ গায়ে গোবর মেখে একই বয়ানে চিৎকার করছেন।

রামদেববাবু অ্যালোপেথি চিকিৎসার বিরুদ্ধে বলে চলেছেন। যোগীর রাজ্যে কোভিড-কার্ফু অমান্য করে বাড়ির বাইরে যাওয়ার অপরাধে মহম্মদ ফয়জল নামে ১৭ বছরের এক কিশোরকে পিটিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছে দুই কনস্টেবল ও এক হোমগার্ডের বিরুদ্ধে। ওদিকে প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করতে করতে অশ্রু সংবরণ করতে পারছেন না। আমাদের রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর সিবিআইয়ের কাজকর্ম বৃদ্ধি পেয়েছে। সব মিলিয়ে জমজমাট অবস্থা। এবং এই প্রথম বঙ্গবিধানসভা সিপিএম রহিত। আর একটা কথা এই যে, গতবছর এই রকম সময়, কলকাতার প্রথম করোনা রোগী, রাজ্য প্রশাসনের এক আমলার পুত্রকে নিয়ে সমাজ-গণমাধ্যমে খুব খুব খুব বিচার চলছিল। এবার সেখানে এসএসকেএম-এ শোভন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বৈশাখীদেবীর যাতায়াত নিয়ে তুমুল তরজা চলছে। ভালো। আর প্রতিবেশীর বাগ্মীতাও এখন করোনাজ্ঞানে আকণ্ঠ। আমার বিজ্ঞাপনের দিনলিপির সামান্য অংশের প্রকাশ এই প্রেক্ষাপটেই। তবে একমাসেই বছরভর কেটে যাবে।

গুগুলে সার্চ করলাম হোয়াট ইজ ভাইরাস? দেখাল কম্পিউটার ভাইরাস।

পুরো লাইফটা অনলাইন হয়ে গেল মাইরি!

২৩ মে ২০২১ কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্ত

পূর্বভূমিকা বা কলকাতায় প্রথম

আজ ১৮ মার্চ ২০২০ বুধবার। আজকের 'আনন্দবাজার' কাগজের পয়লা পাতার খবর,

কলকাতায় প্রথম করোনা আক্রান্ত

খবরে প্রকাশ, আক্রান্ত এক তরুণ। সোমবার লন্ডন থেকে কলকাতায় ফেরেন ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ১৮ বছরের ওই তরুণ। কলকাতায় ফেরার আগে লন্ডনে একটি পার্টিতে গিয়েছিলেন তিনি। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, সেই পার্টিতে হাজির ওই তরুণের এক বান্ধবীর সম্প্রতি কোভিড-১৯ ধরা পড়েছিল। পার্টি চলাকালীন নাচের সময় সেই বান্ধবীর

সংস্পর্শে এসেছিলেন এই তরুণ। কলকাতা বিমানবন্দরে নামার সময় তরুণের শরীরে ভাইরাসজনিত উপসর্গ খুব জোরালো ছিল না। তবে, তাঁর যে করোনা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেই খবর স্বাস্থ্য দফতরের কাছে ছিল। ঘটনাচক্রে, ওই তরুণ রাজ্যের এক আমলার ছেলে। তাই স্বাস্থ্য দফতর কোনো ঝুঁকি নিতে চায়নি। তরুণের সঙ্গে কথা বলে, তাঁকে আই ডি'তে ভর্তির জন্য আসতে বলা হয়। লালারসের নমুনাও নাইসেডে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। সেইমতো ওই তরুণ আইডি'তে আসেন। নাইসেডের রিপোর্টও স্বাস্থ্যভবনের কর্তাদের কাছে পৌঁছে যায় এবং রিপোর্ট 'পজিটিভ' হয়েছে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। এখন তরুণের বাবা, মা ও গাড়ির চালকও কোয়ারেন্টিনে থাকবেন। কলকাতায় 'প্রথম' করোনা আক্রান্তের এই খবর প্রকাশের দিনই, 'আনন্দবাজার'-এ, গুরুত্বপূর্ণ এই খবরেরও আগে প্রকাশিত হয়েছে বাংলাবাজারে 'প্রথম' করোনায়িত বাংলা বিজ্ঞাপন! প্রথম পাতার প্রথম খবরের আগেই রয়েছে সেই বিজ্ঞাপন।

পৌঁছাই অতি নিরাপদে

এখন আনন্দবাজার কেবল নয়, অনেক কাগজেরই পয়লা পাতার আগে, দরজার মতো একটা অর্ধেক পাতা থাকে। ১৮ মার্চের আনন্দবাজারেও দেখছি তেমন আছে। একফালি লম্বালম্বি অর্ধেক পাতা। তারই সমুখপানে আছে 'ডমিনোজ্'-এর বিজ্ঞাপন। এই থমথমে বাজারে এটাই হচ্ছে প্রথম করোনামুখর বিজ্ঞাপন। অতীব বৈজ্ঞানিক তার বয়ান। শুরুটা ইংরেজিতে—

INTRODUCING
Domino's

ZERO
CONTACT
DELIVERY

এরপর রয়েছে বাংলায় পুরো বয়ান। হুবহু উদ্ধৃত করছি—

> ডমিনোজ্ নিয়ে এসেছে জীরো কন্ট্যাক্ট ডেলিভারী। এতে আমাদের সেফ ডেলিভারী এক্সপার্টসরা আপনাদের সংস্পর্শে না এসেই গরম আর ফ্রেস ডমিনোজ্ পিৎজা ডেলিভার করবে। এছাড়াও আমাদের সেফ ডেলিভারী এক্সপার্টসরা সবাই কোম্পানী কর্মী, এবং তাদের তাপমাত্রা প্রতিদিন চেক এবং রেকর্ড করা হয়। এছাড়াও আমরা কঠোর স্বাস্থ্যবিধি আর পরিচ্ছন্নতা প্রোটোকল মেনে চলি যা এখন আরও জোরদার করা হয়েছে।

এরপর রয়েছে 'কিভাবে জীরো কন্ট্যাক্ট ডেলিভারী অফার করা যাবে' তার হদিশ। খুবই সহজ সরল কিন্তু চিত্তাকর্ষক পদ্ধতি—

> ডমিনোজ্ অ্যাপের নতুন ভার্সান ব্যবহার করে অর্ডার করুন। অর্ডার প্রেস করার সময়ে জীরো কন্ট্যাক্ট ডেলিভারী অপশনকে বেছে নিন। যে কোনো ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিশোধ করুন। আমাদের সেফ ডেলিভারী এক্সপার্ট পৌঁছে আপনার দরজার সামনে একটি ক্যারি ব্যাগের মধ্যে পিৎজা রেখে যাবে। তারপরে ডেলিভারী এক্সপার্ট পিছিয়ে গিয়ে এক নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি আসছেন। তাই, এগিয়ে আসুন আর ডমিনোজের দুর্দান্ত স্বাদ উপভোগ করুন মনের সম্পূর্ণ শান্তির সাথে। দারুণ স্বাদ। পৌঁছাই অতি নিরাপদে DOMINO'S CARES SAFE AND HYGIENIC

এই হল বাংলা খবরের কাগজে প্রকাশিত 'প্রথম' করোনায়িত বিজ্ঞাপন। আজকের 'আনন্দবাজার'-এর খবর ও বিজ্ঞাপন—সবেতেই প্রথমের জয়যাত্রা। তবে পিৎজার যতই সেফ এবং হাইজেনিক ডেলিভারি হোক-না কেন, মানুষ কিন্তু ততখানি

সচেতন হয়ে ওঠেনি এখনও। ওই লন্ডন ফেরত 'প্রথম' করোনা আক্রান্তের খবরের পেটে বাক্স করে 'আবাপ' বলছে,

উঠল প্রশ্ন

কী সেই প্রশ্ন? পড়ুন—

- আন্তর্জাতিক কিংবা দেশীয়—লন্ডন ফেরত তরুণকে কোনও বিমানবন্দরেই আটকানো হল না কেন?
- বিমানবন্দরের নজরদারি ব্যবস্থাতেই কি তাহলে গলদ?
- তরুণের পরিবার গোড়াতেই কেন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি?

প্রশ্নগুলো সহজ। তবে, উত্তর দেবে কে? সবাই করোনাতঙ্কে থরহরি কম্পমান। আমি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র তিনের পাতায় আছি। এই পাতায় Amul বিজ্ঞাপন দিয়ে বলছে, "Home for breakfast, lunch and dinner?" এরপর একটা ছবি, তারপর "Amul/So are we"। আমুল আরও বলেছে, "করোনা ভাইরাস প্রতিহত করার জন্য বাড়িতে থাকুন।"

করোনা ভাইরাস প্রতিহত করার জন্য বাড়িতে থাকুন!

সবাই করোনা ভাইরাসকে প্রতিহত করার ডাক দিয়েছে। Amul-এর মতোই একটা সরকারি বিজ্ঞাপনও রয়েছে আজকের 'আনন্দবাজার'-এ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহাস্য মুখের ছবি সম্বলিত সেই বিজ্ঞাপনের হেডিংসহ বয়ান দেখুন। তারিখটা মাথায় রাখবেন—১৮ মার্চ ২০২০...

করোনা ভাইরাস কোনও আতঙ্ক নয়

আসুন আমরা সবাই মিলে রোগ প্রতিরোধ করি

জনগণের প্রতি বিনীত অনুরোধ

- করোনা ভাইরাস নিয়ে অকারণ প্যানিক সৃষ্টি করবেন না, বিভ্রান্তি ছড়াবেন না, **FAKE NEWS**-এ কান দেবেন না, গুজব রটাবেন না, সরকার এই ভাইরাস দমনে সদা সচেষ্ট, সহযোগিতা করুন
- স্বাস্থ্য দপ্তর, পুলিশ, রেলওয়ে এবং সিভিল অ্যাভিয়েশন কর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন, বিধিনিষেধ মেনে চলুন
- শিল্পপতিদের অনুরোধ করা হচ্ছে শ্রমিক বন্ধুদের কাজের পরিবেশে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে সহযোগিতা করুন
- বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিং হোম এবং ক্লিনিকগুলিকে অনুরোধ, কেউ চিকিৎসার জন্য এলে ফেরাবেন না
- রোগীর পরীক্ষার প্রয়োজন হলে সরকারি হাসপাতালে রেফার করুন
- মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বার, গির্জা বা অন্যান্য ধর্মস্থানে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে অধিকমাত্রার সমাগম যথাসম্ভব এড়িয়ে চলুন
- পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০০ কোটি টাকার একটি ফান্ড শুধুমাত্র করোনা ভাইরাস প্রতিহত করতে তৈরি করেছে
- ডাক্তার, নার্স ও সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ, মিউনিসিপ্যালিটির সাফাই কর্মী, আশা কর্মী, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বাহিনী, রেলওয়ে ও বিমানকর্মী–সহ ১০ লক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা ও তাঁদের সুস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে মাথাপিছু ৫ লক্ষ টাকা বীমার বন্দোবস্ত করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ICA-647(9)/2020

করোনা ভাইরাসের বিপর্যয় কাটিয়ে
সকলের জীবন মঙ্গলময় হোক এই প্রার্থনা করি

॥ ১৯ মার্চ ২০২০ বৃহস্পতিবার ॥

'আজকাল' পত্রিকার প্রথম পাতায় আছি। কাগজের ঠিক অর্ধেক জুড়ে রয়েছে জামাকাপড় কাচার একটা পাউডারের বিজ্ঞাপন। হালকা নীল রঙের এই বিজ্ঞাপনে আছে ঘন নীল রঙের একটা জামা। চলকে ওঠা জল আর Safed-এর একটা প্যাকেটের ছবি। এই প্যাকেটের বাঁদিকে, ওপরে ঘন নীল এবং ঘন গোলাপি রঙে লেখা আছে যথাক্রমে, ADVANCED এবং POWDER BULLETS এরপর বড়ো করে লেখা Safed ।

বিজ্ঞাপনের হেডিং খুবই বাজারগ্রাহী।

প্রতিদিন Safed থাকুন।

এই লাইনটায় Safe-এই শব্দটা স্পষ্ট আছে। d-অক্ষরটা আবছা। হেডিংয়ের নীচে বিজ্ঞাপনের পুরো বয়ানটা এই রকম—

এই করোনার টাইমে একেই বলে সার্থক ক্যামোফ্লেজড বিজ্ঞাপন। প্রতিদিন পাবলিককে Safe থাকতে বলছে। কিন্তু আবছা d-টাও আছে Safed-এর কথা মনে করিয়ে দিতে। সরাসরি যেন Safed-এর কথা না-বলে Safe(d)-এর কথা বলা হল। খানিক 'সার্ভিস টু দ্য নেশন' আর কী। বিজ্ঞাপনের ফান্দে অতিমারি পইড়া কান্দে!

॥ ২১ মার্চ ২০২০ শনিবার ॥

আবার একজন পজিটিভ শহরে

—'এই সময়'

আবার অভিজাত আবাসনে বিলেত ফেরতের করোনা

—'আজকাল'

আক্রান্ত আরেক লন্ডন ফেরত

—'গণশক্তি'

শহরে আরও এক ইংল্যান্ড ফেরতের দেহে ভাইরাস

—'সংবাদ প্রতিদিন'

কলকাতায় আরও একজন আক্রান্ত

—'আনন্দবাজার পত্রিকা'

সব প্রথম পাতার প্রথম খবর। কলকাতা বলে কথা! কেবল '**আবার আবার**' আর্তনাদ। একেবারে যাকে বলে ১০০% খাঁটি

আদি ও আসল আতঙ্ক! এই আবহেই আজকের 'আনন্দবাজার'-এ প্রকাশিত ক-টা বিজ্ঞাপন দেখব এখন। সবই করোনামুখর—

সাবধানে থাকুন/এলআইসির যেকোনও পলিসি পেমেন্টের জন্য ডিজিটাল পরিষেবা ব্যবহার করুন/ আপনার পলিসি প্রিমিয়াম, পলিসি ঋণ শোধ এবং লোন ইন্টারেস্ট এখন মাউসের একটি ক্লিকে বা স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে করতে পারবেন

যেকোনও এলআইসি ব্রাঞ্চে গিয়ে আপডেট করুন আপনার এনইএফটির বিবরণ আর আমাদের আপনার পেমেন্ট সংক্রান্ত দাবি ডিজিটালভাবে নিষ্পত্তি করতে সহায়তা করুন

বিনামূল্যে/ নিম্নলিখিত যেকোনও ডিজিটাল পেমেন্ট অপশন বেছে নিন আর সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যান অফিসিয়াল রশিদ

এরপর রয়েছে সেইসব 'অপশন'-এর লোগো। শেষে এলআইসির লোগো এবং স্লোগান 'প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে'। অর্থাৎ, কোথাও যেতে হবে না। স্মার্ট ফোনে স্মার্ট হয়ে যান। সবাই সাবধানে থাকুন। জীবনের বীমা করে যারা, তারা তো এটুকু দায়িত্বশীল এবং যত্নবান হবেই।

করোনা ও মুরগির ভূমিকা

- সারাবিশ্বে কোথাও মুরগি ব্যবহার করার সঙ্গে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের কোনও সম্পর্ক নেই।
- অপরদিকে, মুরগি এবং মুরগিজাত উৎপাদনগুলির ব্যবহার বেড়ে গেছে ইউএসএ, চায়না এবং অন্যান্য উন্নত দেশগুলিতে করোনার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার পরে।
- পোল্ট্রি এবং পোল্ট্রিজাত উৎপাদনগুলি মানুষের ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং কেউ যেন সোস্যাল বা সামাজিক মিডিয়ার দ্বারা প্রচারিত জাল সংবাদ এবং বিপথে চালিত করার বার্তাগুলি বিশ্বাস না করেন।
- মহারাষ্ট্রের পুলিশ (সাইবার ক্রাইম সেল) দুজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছেন করোনা ভাইরাস-এর সঙ্গে মুরগি এবং ডিমের ব্যবহার সম্পর্কে মিথ্যা তথ্যগুলি প্রচার করার জন্য।

বিশেষজ্ঞগণ
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভায়রোলজি (NIV)*, পুণে, জে. জে হসপিটাল**- মুম্বাই এবং সেশন হসপিটাল***,পুণের, তাঁরা স্পষ্ট ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যে কোভিড 19 (করোনা ভাইরাস)-এর ছড়ানোর সঙ্গে মুরগির কোনও ভূমিকা নেই।

উৎস: C.O.A.H প্রেস কনফারেন্স এবং মিডিয়া রিপোর্ট

- সারাবিশ্বে কোথাও মুরগি ব্যবহার করার সঙ্গে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের কোনও সম্পর্ক নেই।
- অপরদিকে, মুরগি এবং মুরগিজাত উৎপাদনগুলির ব্যবহার বেড়ে গেছে ইউএসএ, চায়না এবং অন্যান্য উন্নত দেশগুলিতে করোনার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার পরে।
- পোল্ট্রি এবং পোল্ট্রিজাত উৎপাদনগুলি মানুষের ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং কেউ যেন সোস্যাল বা সামাজিক মিডিয়ার দ্বারা প্রচারিত জাল সংবাদ এবং বিপথে চালিত করার বার্তাগুলি বিশ্বাস না করেন।
- মহারাষ্ট্রের পুলিশ (সাইবার ক্রাইম সেল) দুজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছেন করোনা ভাইরাস-এর সঙ্গে মুরগি এবং ডিমের ব্যবহার সম্পর্কে মিথ্যা তথ্যগুলি প্রচার করার জন্য।

*ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভায়রোলজি (এনআইভি) হল ভারতের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ গভর্মেন্ট -এর একটি প্রধান সংস্থা যারা বিভিন্নরোগের ভাইরাস সংক্রান্ত রোগ পর্যালোচনার কাজে নিযুক্ত।
**জে জে হসপিটাল-গভর্মেন্ট হসপিটাল, মুম্বাই।
***সেশন হসপিটাল-গভর্মেন্ট হসপিটাল, পুণে।

জনগণের হিতার্থে প্রকাশ করছে

Vencobb
ALL INDIA POULTRY DEVELOPMENT AND SERVICES PVT LTD

NECC
NATIONAL EGG CO-ORDINATION COMMITTEE

আরও বিশদ জানতে: www.eatchickenstayfit.com

ওপরের কথাগুলো আলাদা করে চারটে লাইনে ভেঙে একটা বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে। বিজ্ঞাপনটা 'জনগণের হিতার্থে প্রকাশ করেছে' অল ইন্ডিয়া পোল্ট্রি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড এবং ন্যাশনাল এগ কো-অর্ডিনেশন কমিটি। আমরা দেখছি ২১ মার্চের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। মুরগির ভূমিকা সংক্রান্ত এই বিজ্ঞাপনের শুরুতে বড়ো-বড়ো হরফে ছাপানো হয়েছে:

> বিশেষজ্ঞগণ/ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভায়রোলজি (NIV)*, পুণে, জে.জে হসপিটাল**—মুম্বাই এবং সেশন হসপিটাল***, পুণের, তাঁরা স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যে কোভিড19 (করোনা ভাইরাস)-এর ছড়ানোর সঙ্গে মুরগির কোনও ভূমিকা নেই।

বড়ো হরফের এই বক্তব্যের নীচে খুবই ছোটো-ছোটো হরফে জানানো হয়েছে:

> *ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভায়রোলজি (এনআইভি) হল ভারতের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ গর্ভমেন্ট-এর একটি প্রধান সংস্থা যারা বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস সংক্রান্ত রোগ পর্যালোচনার কাজে নিযুক্ত।
>
> **জে জে হসপিটাল—গভর্মেন্ট হসপিটাল, মুম্বাই।
>
> ***সেশন হসপিটাল—গর্ভমেন্ট হসপিটাল পুণে।'

অর্থাৎ, 'বিশেষজ্ঞগণ' বলেছেন করোনায় মুরগির কোনো ভূমিকা নেই। অতএব কোনো চাপ নেই। খবরের কাগজ ঘরবন্দি অবস্থায় নানাবিধ মুরগির রান্না শেখাবে। শিখতে থাকুন। তবে, লোক ডেকে, নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে যাবেন না। করোনা কিন্তু খুব শয়তান—

> আপনি কি জানেন যে আপনার কাপড় অসুখ ছড়াতে পারে?

আপনি কি জানেন যে আপনার কাপড় অসুখ ছড়াতে পারে?

আজ ময়লা শুধু সেটা নয় যা দেখতে পাওয়া যায়।
অজান্তে কোনো ভাইরাস আপনার কাপড়ে লেগে
কোনো বড় অসুখের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

আপনার কাপড় রোজ ধোবেন।
অর্থাৎ সুরক্ষিত আর সুস্থ থাকবেন।

ঘড়ী

> আজ ময়লা শুধু সেটা নয় যা দেখতে পাওয়া যায়। অজান্তে কোনো ভাইরাস আপনার কাপড়ে লেগে কোনো বড় অসুখের কারণ হয়ে উঠতে পারে। আপনার কাপড় রোজ ধোবেন। অর্থাৎ সুরক্ষিত আর সুস্থ থাকবেন। ঘড়ী ডিটার্জেন্ট"।

'ঘড়ী ডিটার্জেন্ট'-এই বানানেই হিন্দিতে লেখা আছে এবং ২১ মার্চের 'আনন্দবাজার'-এই আছে। এখন এই করোনাকালে বাঙালি জানতে পারছে যে, জামাকাপড় অসুখ ছড়াতে পারে। অতএব খুব জরুরি জামাকাপড় ধুয়ে রাখা। অর্থাৎ সুরক্ষিত থাকা এবং 'ঘড়ী ডিটার্জেন্ট' দিয়েই সেইমতো জামাকাপড় ধুতে হবে। করোনা যেমন বাঙালিকে ভয় দেখাচ্ছে তেমনি করোনার দোহাই দিয়ে বিজ্ঞাপনদাতারাও ভয় দেখাচ্ছে। সবই ভয়ের কারবার।

করোনা পৃথিবীতে না-এলে যেন বাঙালি জানত না যে, জামাকাপড় ধুতে হয়। অনলাইনে (সাবধানে থাকতে) পলিসি পেমেন্ট করা যায় এলআইসির। 'ঘড়ী' বলছে, 'সুস্থ আর সুরক্ষিত' থাকতে। এলআইসি বলছে 'সাবধানে থাকতে'। তবে ডিম কমিটি ভয় দেখায়নি। বরং ভয় ভাঙিয়েছে। আসলে ভয় দেখাক বা ভয় ভাঙাক, ভয়টা আছেই। এই ভয় করোনার ভয়। এই ভয়কেই পণ্য করে বাঙালির কাছে বেচে দেওয়া হচ্ছে। বাজার বড়ো বিষম বস্তু। করোনা প্রাণনাশের ভয় দেখায়, বিজ্ঞাপনদাতারা করোনার ভয় দেখায়। খবরের কাগজ এই 'ভয়'-এর মাধ্যমে আর বাঙালি সমাজ ক্রেতা—

> লাইফবয়ের তরফ থেকে একটি জনসেবামূলক বার্তা/ করোনা ভাইরাস ছড়িয়া পড়া প্রতিরোধ করুন।/নিয়মিতভাবে সাবান দিয়ে হাত ধোবেন/যখন আপনি বাড়ির বাইরে থাকবেন ব্যবহার করুন অ্যালকোহল-ভিত্তিক হ্যান্ড স্যানিটাইজার সঙ্গে সঙ্গে জীবাণু মেরে

লাইফবয়ের তরফ থেকে একটি জনসেবামূলক বার্তা

করোনা ভাইরাস* ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করুন।

নিয়মিতভাবে সাবান দিয়ে হাত ধোবেন

যখন আপনি বাড়ির বাইরে থাকবেন ব্যবহার করুন অ্যালকোহল-ভিত্তিক হ্যান্ড স্যানিটাইজার সঙ্গে সঙ্গে জীবাণু মেরে ফেলতে

যদি আপনার কাশি, সর্দি, জ্বর বা শ্বাসকষ্ট হয়, তাহলে আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নিন

*সাবান এবং জল দিয়ে হাত ধোয়া বা অ্যালকোহল-ভিত্তিক হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা হল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করার জন্য ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (W.H.O.) - এর প্রস্তাবিত ব্যবস্থা। ^অনুগ্রহ করে হেলথ অর্গানাইজেশন যেমন ডব্লিউ.এইচ.বি. এবং সি.ডি.সি. / লোকাল হেলথ অথারিটিজ দ্বারা সুপারিশ করা অতিরিক্ত নির্দেশাবলিগুলি অনুসরণ করুন।

ফেলতে/ যদি আপনার কাশি, সর্দি, জ্বর বা শ্বাসকষ্ট হয়, তাহলে আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

এই 'জনসেবামূলক বার্তা' নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধুতে বলছে। স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে বলছে। সত্যিই একে কি নিছক বিজ্ঞাপন বলা যায়! তবে, বিজ্ঞাপনের শেষে, জনসেবার্থে লাইফবয় সাবান আর স্যানিটাইজারের ছবি আছে এই যা। সেটা বড়ো কথা নয়, আসল কথা 'করোনা'। বাকি সবই 'জনসেবা'! অর্থাৎ, মুরগির সঙ্গে করোনার কোনো সম্বন্ধ নেই। ডিটার্জেন্ট দিয়ে জামাকাপড় ধুয়ে নিন। স্যানিটাইজার দিয়ে জীবাণু মেরে ফেলুন।—খবরের কাগজে এই মর্মে রঙিন-রঙিন বিজ্ঞাপন দেখছে বাঙালি। খুবই সাধু উদ্যোগ। বাঙালি এখন সতর্ক। আরও একটা বিজ্ঞাপন পড়ুন—

আনন্দবাজার পত্রিকা

এবিপি সংস্থা একটি সমাজসচেতন, দায়িত্ববান প্রতিষ্ঠান। তাই আমাদের সম্পূর্ণ মুদ্রণ প্রক্রিয়াটি হয় স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায়। এমনকি সংবাদপত্র সরবরাহের পুরো প্রক্রিয়াতে আমরা সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করছি যাতে ছাপা থেকে আপনার দোরগোড়ায় পৌঁছনো অবধি সংবাদপত্র থাকে সুরক্ষিত।

কারণ আমাদের কাছে পাঠকই প্রথম

কী বুঝলেন? এই বিজ্ঞাপনটা গোটা পাতা জোড়া। সঙ্গে পাঁচটা ছবি আছে। এই বিজ্ঞাপন এবং ছবি প্রসঙ্গে আসছি। তার আগে ২১ মার্চেরই কাগজে প্রকাশিত 'আবাপ'-র আরও একটা বিজ্ঞাপন দেখা যাক 'আনন্দবাজার পত্রিকা স্কুলে',

সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে পিছিয়ে যাচ্ছে আঁকা প্রতিযোগিতা/ মার্চ মাসের ২১ ও ২৮ এই দু'দিন আলিপুর চিড়িয়াখানায় আঁকা

প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত আপৎকালীন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অবস্থা স্বাভাবিক হলে নতুন তারিখ জানানো হবে। খুদে পাঠকরা সুস্থ থাকো, সতর্ক থাকো।

এই বিজ্ঞাপনে একটা সিংহের মুখ আঁকা আছে। তার মুখে মাস্ক পরানো। আর আছে একটা স্লেট। তা-তে লেখা আছে, ‘পড়ার

ফাঁকে/ আঁকায় সেরা'। অর্থাৎ—এই আঁকা প্রতিযোগিতা হচ্ছে না। পরিস্থিতি সঙ্কটপূর্ণ। খুদে পাঠকদের সুস্থ এবং সতর্ক থাকতে বলছে, আর আগের বিজ্ঞাপনে বড়ো পাঠকদের জন্য ছাপা হয়েছে পাঁচটা ছবি। ছবির সঙ্গে নম্বর দিয়ে ছবি প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে:

১। স্বয়ংক্রিয় প্রিন্টিং প্রেসে ছাপা হয়, যেখানে নিয়মিত স্প্রে করা হয় জীবাণুমুক্ত করার জন্য।
২। স্বয়ংক্রিয় প্যাকেজিং হয়।
৩। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সংবাদপত্র গাড়িতে তোলা হয়।
৪। এখন গাড়ি থেকে কাগজ সংবাদপত্র বিক্রেতাকে দস্তানা পরেই দেওয়া হয়।
৫। এখন প্রত্যেক সংবাদপত্র বিক্রেতাকে দস্তানা প্রদান করা হয়েছে যাতে তিনি সুরক্ষিত ভাবে আপনার বাড়িতে সংবাদপত্র পৌঁছে দিতে পারেন।

'আনন্দবাজার'-এ একটা গোটা পাতাজুড়ে এই করোনায়িত বিজ্ঞাপন আর ইতিপূর্বে দেখা ডমিনোজ্ এবং ডিম কমিটির দু-টো বিজ্ঞাপন—সবই পাঠক জনতার ভয় ভাঙাতে কাগজে আবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু সাবান-স্যানিটাইজার আর ডিটারজেন্টের বিজ্ঞাপন দেখে-দেখে বাঙালি পাঠক তো অলরেডি ভয় পেয়ে বসে আছে। সেই সব ভয়ের উদ্রেককারী বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে খবরের কাগজ মোটা টাকা আয় করছে, এখন সেই ভয় হাজির হয়েছে খোদ কাগজের মনে। ফলে, কাগজ বেচতে 'আনন্দবাজার'-কে এখন ভয় ভাঙাতে হচ্ছে। সবই 'ভয়'-এর ব্যাপার। ভয় দেখানো। ভয় পাওয়া। এবং ভয় বেচা।

আনন্দবাজার পত্রিকা

১

স্বয়ংক্রিয় প্রিন্টিং প্রেসে ছাপা হয়, যেখানে নিয়মিত স্প্রে করা হয় জীবাণুমুক্ত করার জন্য।

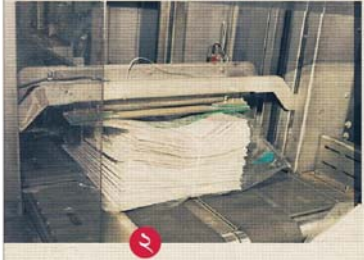

২

স্বয়ংক্রিয় প্যাকেজিং হয়।

৩

স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সংবাদপত্র গাড়িতে তোলা হয়।

৪

এখন গাড়ি থেকে কাগজ সংবাদপত্র বিক্রেতাকে দস্তানা পরেই দেওয়া হয়।

৫

এখন প্রত্যেক সংবাদপত্র বিক্রেতাকে দস্তানা প্রদান করা হয়েছে যাতে তিনি সুরক্ষিত ভাবে আপনার বাড়িতে সংবাদপত্র পৌঁছে দিতে পারেন।

এবিপি সংস্থা একটি সমাজসচেতন, দায়িত্ববান প্রতিষ্ঠান। তাই আমাদের সম্পূর্ণ মুদ্রণ প্রক্রিয়াটি হয় স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায়। এমনকি সংবাদপত্র সরবরাহের পুরো প্রক্রিয়াতে আমরা সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করছি যাতে ছাপা থেকে আপনার দোরগোড়ায় পৌঁছনো অবধি সংবাদপত্র থাকে সুরক্ষিত।

কারণ আমাদের কাছে পাঠকই প্রথম

উত্তরভূমিকা বা কলেরা থেকে করোনা

এই বৃত্তান্তে আমি ১৮ মার্চ ২০২০ বুধবার থেকে, বিজ্ঞাপনের দিনলিপি সাজিয়েছি। কারণ, ওইদিনই কলকাতায় প্রথম করোনা আক্রান্তের খবর ছাপা হয়। সেই ১৮ মার্চ থেকে ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত সময়কালের বিজ্ঞাপনই এখানে জায়গা পেয়েছে। একটা পণ্যের বিজ্ঞাপন একবারই নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞাপনের এই দিনলিপিতে করোনার দিনের বাণিজ্যের চেহারাটা বোঝার চেষ্টা হয়েছে। এবং এই সূত্রে অবধারিতভাবেই সেকালের কিছু বিজ্ঞাপন সামনে এসেছে। যার নিরিখে কলেরা থেকে করোনা পর্যন্ত একটা

বিজ্ঞাপন বিধি নজরে পড়েছে। অর্থাৎ, যেভাবে মাল বেচা হয় তার একটা পূর্বাপর ধারণা স্বচ্ছ করার চেষ্টা করেছি। এবং হ্যাঁ। তা একান্তই নিজের কাছে। সন্তর্পণে আপনাদের দেখাচ্ছি মাত্র।

'জনগণের হিতার্থে' ব্যবসায়ীরা এখন যেসব 'জনসেবামূলক বার্তা' ছড়াচ্ছেন বিজ্ঞাপনের মোড়কে, তা-তে, সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে বলা যেতেই পারে। সবাই যেন আসলে কত মানবপ্রেমী। জনগণতান্ত্রিক। লোক দেখানো হিতৈষণা। এবং লম্বা ধাপ্পাবাজি। কয়েকটা সেকেলে নমুনা দেখাই:

প্রত্যেক পল্লী গ্রামবাসী
ইহা পড়িলে উপকার পাইবেন
কলেরার সাক্ষাৎ যম

কলেরা যখন কোন গ্রামে বা সহরে দেখা দেয় তখন মানুষের প্রাণে যত ভয় হয় এত প্রাণের ভয় আর কোন রোগে হয় না। কারণ এই রোগ যাহাকে ধরে তাহার জীবনের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হয়। চিকিৎসা এই রোগে প্রায়ই হয় না। এমন ঔষধ কলেরার নাই যাহার উপর নির্ভর করা যায়। হোমিপ্যাথি চিকিৎসায় কলেরা রোগে খুব উপকার হয় কিন্তু সে চিকিৎসা অতি কঠিন, বিশিষ্ট লক্ষণের উপর এবং ঔষদের বিশিষ্ট ডাইলিউসনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। খুব বিচক্ষণ চিকিৎসক না হইলে হোমিপ্যাথি চিকিৎসায় কোন ফল হয় না। ক্যাম্ফর, ক্লোরোডাইন প্রভৃতি যেসব এলোপ্যাথি ঔষধ আছে তাহার সর্ব্বদা কার্যকরি হয় না। অতএব কলেরা রোগের অব্যর্থ একটিও ঔষধ আজ পর্যন্ত সৃষ্টি হয় নাই বলিলে বেশি বলা হয় না। আসল কলেরা রোগ হইলে ৩/৪ ঘণ্টার বেশি রোগীর জীবন থাকে না। চিকিৎসক আসিবার অবসর পাওয়া যায় না। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক এই কাল রোগে অকালে

মরিয়া যাইতেছে, কত বড় বড় গ্রাম সহর একেবারে শ্মশানে পরিণত হইতেছে তাহা অনেকেই দেখিতেছেন৷ এ দৃশ্য প্রতি বৎসর চোখের সুমুখে দেখা যায়৷

আমরা যে ঔষধ আজ কলেরা রোগের একমাত্র অমোঘ মহৌষধ বলিয়া প্রচার করিতেছি তাহা আমাদের নিজেদের প্রয়াত বিলাতি বা দেশী ২/৪টি ঔষধ মিশ্রিত করিয়া পেটেন্ট ঔষধ নহে৷ ইহা ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের সাধনা লব্ধ যুগ যুগান্তরের কোটি কোটি মানবের পরীক্ষিত নির্দ্দোষ মহৌষধ৷ যাঁহারা ভারতের ঋষিদের প্রস্তুত শাস্ত্রীয় ঔষধ বিশ্বাস করেন তাঁহারা একবার মাত্র একটি খুব কঠিন রোগীতে পরীক্ষা করিয়া ঔষধের আশ্চর্য্য গুণ ও ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করুন৷ কলেরা রোগের সব অবস্থায় এ ঔষধ সমান কার্য্যকারি হয়৷ রোগীর ঔষধ গিলিবার ক্ষমতা থাকিলে যে রোগী কলেরা রোগে মরিবে না ইহা নিশ্চয়৷ পেটে যাওয়া মাত্র মন্ত্রশক্তির মত কাজ করিবে৷ রোগীর যা কিছু রোগের যন্ত্রণা বা উপদ্রব এই এক ঔষধে উপশম হইবে৷ নাড়ী যদি একেবারে লুপ্ত হইয়া থাকে এই ঔষধ খাওয়াইবার ঠিক ২০ মিনিট পরে স্বাভাবিক গতি নাড়ীর হইবে৷ এই ঔষধে কোন বিষাক্ত জিনিষ নাই এক শিশি ঔষধ একেবারে খাইয়া ফেলিলেও কোন খারাপ লক্ষণ হইবে না৷ বহুদিনের পুরাতন হইলে ঐ ঔষধ খারাপ হইবে না৷ পুরাতন হইলে ইহার গুণ বৃদ্ধি ছাড়া কমিবে না৷ এক শিশি ঔষধ ঘরে রাখিবেন৷ এক শিশি ঔষধ দেড় টাকা মাত্র৷ ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র, কলেরা চিকিৎসার পুস্তক বিনামূল্যে দেওয়া হয়৷

করোনার ঔষধ এখনও বেরোয়নি। এবং সময়টাও এখন অনেকখানি এগিয়ে গেছে। নইলে দেখতেন ওপরের এই বিজ্ঞাপনে কলেরার জায়গায় করোনা বসিয়ে পড়লে একইরকম শুনতে লাগত। যেমন এই ডিম কমিটি (NECC)-র ওই

বিজ্ঞাপনটা। সবই 'জনগণের হিতার্থে পল্লী গ্রামবাসী'-র জন্য প্রচারিত। কলেরার এই ঔষধ পাওয়া যেত '৭৭ নং হরিঘোষের স্ট্রীট- কলিকাতা ৬' ঠিকানায়। নির্মাতা: অগস্ত্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন। কলেরার পর আরেকটা জনহিতকর বিজ্ঞাপন দেখা যাক:

ভারতের অকাল মৃত্যু

দিনে দিনে দারিদ্র্যের কষাঘাতে লক্ষ লক্ষ বঙ্গবাসীর
যেরূপ অবস্থা হইতেছে তাহার একমাত্র কারণ স্বাস্থ্যভঙ্গ
নিরাশ দেশবাসী হতাশ হইবেন না।
আদ্যাশক্তির শক্তি-সঞ্চারিণী
ত্রৈলক্য-সুধা
সেবন করুন।
নূতন, পুরাতন, আগন্তুক, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, পর্য্যায় জ্বর,
পালাজ্বর, প্লীহা, যকৃৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। সকল অবস্থায়
জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা যায়। অধিকন্তু ইহা বল, ক্লান্তি, ক্ষুধা
ও রক্তবর্ধক। গুণের তুলনায় মূল্য অতি কম।
৮ আ: শিশি মূল্য ৸৵ আনা মাত্র
প্রাপ্তিস্থান
কে, সি, শর্ম্মা এন্ড কোং;
৩৮ নং মসজিদ্ বাটী স্ট্রীট্, কলিকাতা।
পত্র লিখিলে সচিত্র ক্যাটালগ পাঠান হয়।
ক্যাটালগের জন্য লিখুন।

'দিনে দিনে দারিদ্র্যের কশাঘাতে লক্ষ লক্ষ বXঙ্গবাসীর' যাবতীয় 'জ্বর-বিজ্বর' সারিয়ে, 'বল-ক্লান্তি-ক্ষুধা ও রক্ত' বাড়িয়ে 'ভারতের অকাল মৃত্যু' রোধ করতে বাজারে হাজির 'ত্রৈলক্য-সুধা'। আদ্যশক্তির কৃপায় এ যেন নিরাশ দেশবাসীর হতাশা দূরীকরণ

কর্মসূচি। একে কি নিছক বিজ্ঞাপন বলা যাবে? একেবারে এই সময়ের 'লাইফবয়'-এর মতো'। 'একটি জনসেবামূলক বার্তা'।

প্রচুর এইরকম উদাহরণ আছে। প্রসঙ্গত, কলেরার বিজ্ঞাপন পি এম বাকচির ১৯৩১-৩২ -এর এবং জ্বরের ঔষধের ওপরের বিজ্ঞাপনটি ১৯২৮-২৯-এর পঞ্জিকায় ছাপা হয়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে 'স্বদেশী' খুবই জনপ্রিয় একটা শব্দ-স্লোগান এবং কর্মসূচি। এই 'স্বদেশী'কেও কলেরা-ম্যালেরিয়ার মতো পণ্য করে বাজারে বিক্রি করা হয়েছিল। এমন একটা বিজ্ঞাপন দেখুন:

১৷৷০ টাকায় ১২ শিশি এসেন্স৷
সুন্দর সৌগন্ধযুক্ত এসেন্স৷ জাপান হইতে নূতন আমদর্শন করিয়াছি অর্দ্ধমূল্য ২০ টাকা মূল্যে ১৷৷০ টাকা, এই এসেন্স প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, হিসাবে বার রকম ১২ শিশি ৩০ টাকা, কিন্তু ১২ শিশি একত্রে লইলে ৩০ টাকা স্থলে ১৷৷০ টাকায় দিব।
আবার কিরূপ উপহার।
৩ খানি সুন্দর পকেট রুমাল উপহার পাইবেন।
ডাঃ মাঃ ৷৷০ আনা।

এই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে একটা কাচের শিশির ছবি আছে। তার গায়ে লেবেল সাঁটা 'স্বদেশী এসেন্স'। এই বিজ্ঞাপন ১৯০৫-০৬ সালের পি এম বাকচির পঞ্জিকায় আছে। বিজ্ঞাপনদাতা: 'কে, এল, দত্ত। ৭৫ নং আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা'। এবার বিজ্ঞাপনের বয়ানটা খেয়াল করুন, 'জাপান হইতে নূতন আমদানি করিয়াছি'—এবার খেয়াল করুন বিজ্ঞাপনের সালটা—১৯০৫-০৬—বঙ্গভঙ্গের সময়। উত্তাল বাংলা। চারদিকে 'স্বদেশী'! অমনি জাপান থেকে আমদানি করা 'এসেন্স' শিশির গায়ে

‘স্বদেশী’ সাঁটিয়ে দেশসেবক হয়ে গেল! সেই রথ দেখা আর কলা বেচার কাহিনি।

এই করোনার সময়েও এমন উদাহরণ ভুড় ভুড় করে গেঁজিয়ে উঠছে। চোখ মেলে দেখছি কেবল।

॥ ২২ মার্চ ২০২০ রবিবার ॥

আজ রবিবার। আজ জনতা কার্ফু। আজকের ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র খবর, ‘আজ কার্ফুর সাফল্য দেখেই পরের ধাপ’। খবরে বলা হয়েছে, “করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দেশবাসীর কাছে সময় চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রথম পর্যায়ে ১৪ ঘণ্টা। গত বৃহস্পতিবার করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রুখে দিতে জানতার কাছে স্বেচ্ছায় ঘরবন্দি থাকার আবেদন জানিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী”। প্রথম পাতার এই খবরের পর পাঁচের আরেকটা খবরে বলা হয়েছে, “করোনা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘জনতা কার্ফু’ কর্মসূচিতে রাজ্য সরকার কোনওরকম ‘জোর’ করবে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার বলেন, ‘এটা একটা সাধারণ স্বাস্থ্য-সুরক্ষা বিধি। এ নিয়ে আতঙ্কিত হব না। তবে সতর্ক অবশ্যই থাকব। আমরা সামাজিক। তাই জোর করে কিছু চাপিয়ে দেব না’।”

এদিনের ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় ‘জনতা কার্ফু’-র সমর্থনে বিজ্ঞাপন দিয়েছে ‘জালিম লোশন’ এবং ‘প্রাণসুধা’। দেবনাগরী-বাংলা-ইংরেজি—তিন লিপিতে সমৃদ্ধ এই বিজ্ঞাপন—

॥सर्व भवन्तु सुरिजनः सर्व सन्तु निरामयाः॥

জনতা কার্ফু

কেবল নিজের জন্য নয়, আমাদের দেশের ১৩০ কোটি জনগণের নিরাপত্তার জন্য জালিম লোশন গ্রুপ সকল নাগরিককে ২২ মার্চ ২০২০ তারিখে সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বাড়িতে থাকতে অনুরোধ জানাচ্ছে। এই মহামারি রোধে দেশের সেবায় প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে নিয়োজিত সকল সাহায্যকারীকে সমাদর করতেও অনুরোধ জানাচ্ছে। আসুন বিকেল ৫টায় আমাদের বাড়ি থেকে করতালি দিয়ে তাদের প্রয়াসকে আরও উৎসাহিত করি।

এ-ও জনসেবামূলক বিজ্ঞাপন। দেশপ্রেমের ধুম লেগেছে এখন। আসুন! জনস্বার্থে হাততালি দিই। জালিম লোশন জনতা কার্ফু সফল করার ডাক দিয়েছে। সবই করোনায়িত লীলা! এই

‘সফল করার ডাক’-এ সামিল হয়েছে কায়ম চূর্ণ-ও। আজকের ‘আনন্দবাজার’-এ এই বিজ্ঞাপনও রয়েছে—

AYURVEDIC
KAYAM®
CHURNA
BE ALONE ONE DAY
FOR HAPPIER FUTURE
Sunday 22nd March 2020 7 am to 9 pm
weSupporttJanataCurfew

এ তো গেল ‘জনতা কার্ফু’র সমর্থনে, ‘জনগণের হিতার্থে’ প্রকাশিত বিজ্ঞাপন। এরই পাশাপাশি যথাযথভাবেই রাজ্য সরকারের সমর্থনেও বিজ্ঞাপন আছে। দেখুন—

দেশের ও দশের স্বার্থে এইসব বিজ্ঞাপনের পাশেই ‘পূর্ব রেলওয়ে’-র একটা বিজ্ঞাপন দেখছি এখন। ‘আনন্দবাজার

পত্রিকা'তেই আছি। করোনা ঠেকাতে রেলের ভূমিকা এই বিজ্ঞাপনে হাজির হয়েছে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ভূমিকা। বিজ্ঞাপনের পুরো বয়ান পড়ছি:

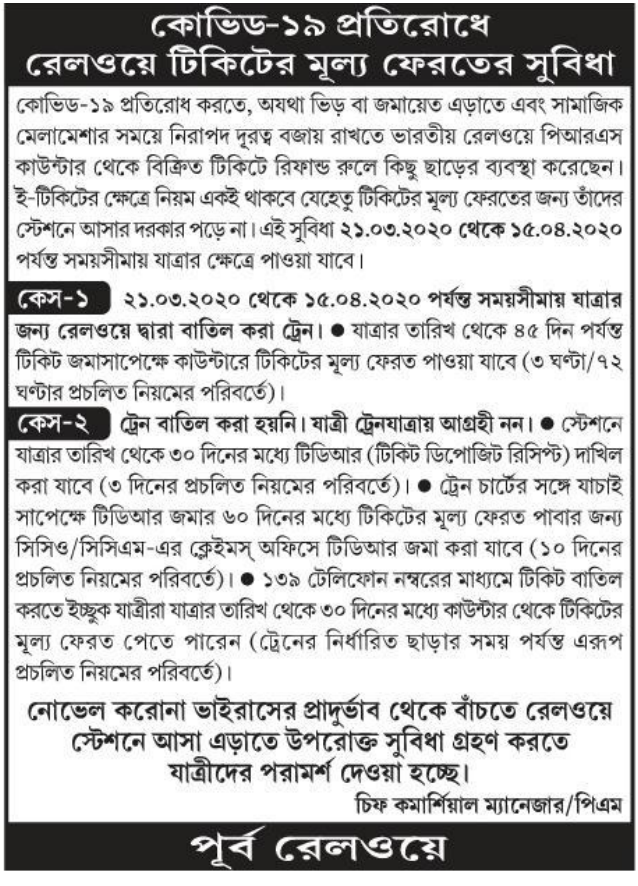

কোভিড-১৯ প্রতিরোধে রেলওয়ে টিকিটের মূল্য ফেরতের সুবিধা

কোভিড-১৯ প্রতিরোধ করতে, অযথা ভিড় বা জমায়েত এড়াতে এবং সামাজিক মেলামেশার সময়ে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে ভারতীয় রেলওয়ে পিআরএস কাউন্টার থেকে বিক্রিত টিকিটে রিফান্ড রুলে কিছু ছাড়ের ব্যবস্থা করেছেন। ই-টিকিটের ক্ষেত্রে নিয়ম একই থাকবে যেহেতু টিকিটের মূল্য ফেরতের জন্য তাঁদের স্টেশনে আসার দরকার পড়ে না। এই সুবিধা **২১.০৩.২০২০ থেকে ১৫.০৪.২০২০** পর্যন্ত সময়সীমায় যাত্রার ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে।

কেস-১ **২১.০৩.২০২০ থেকে ১৫.০৪.২০২০ পর্যন্ত সময়সীমায় যাত্রার জন্য রেলওয়ে দ্বারা বাতিল করা ট্রেন।** ● যাত্রার তারিখ থেকে ৪৫ দিন পর্যন্ত টিকিট জমাসাপেক্ষে কাউন্টারে টিকিটের মূল্য ফেরত পাওয়া যাবে (৩ ঘণ্টা/৭২ ঘণ্টার প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তে)।

কেস-২ **ট্রেন বাতিল করা হয়নি। যাত্রী ট্রেনযাত্রায় আগ্রহী নন।** ● স্টেশনে যাত্রার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে টিডিআর (টিকিট ডিপোজিট রিসিপ্ট) দাখিল করা যাবে (৩ দিনের প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তে)। ● ট্রেন চার্টের সঙ্গে যাচাই সাপেক্ষে টিডিআর জমার ৬০ দিনের মধ্যে টিকিটের মূল্য ফেরত পাবার জন্য সিসিও/সিসিএম-এর ক্লেইমস্ অফিসে টিডিআর জমা করা যাবে (১০ দিনের প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তে)। ● ১৩৯ টেলিফোন নম্বরের মাধ্যমে টিকিট বাতিল করতে ইচ্ছুক যাত্রীরা যাত্রার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে কাউন্টার থেকে টিকিটের মূল্য ফেরত পেতে পারেন (ট্রেনের নির্ধারিত ছাড়ার সময় পর্যন্ত এরূপ প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তে)।

নোভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব থেকে বাঁচতে রেলওয়ে স্টেশনে আসা এড়াতে উপরোক্ত সুবিধা গ্রহণ করতে যাত্রীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার/পিএম

পূর্ব রেলওয়ে

কোভিড-১৯ প্রতিরোধে রেল টিকিটের মূল্য কীভাবে ফেরত দেবে তারই বিশদ বিবরণ। করোনা সতর্কতা হিসেবে সরাসরি ট্রেন সফর থেকে যাত্রীদের দূরে রাখতে এই ব্যবস্থা। রেল নিজেই

আর্জি জানাচ্ছে, ট্রেনে চড়বেন না। এমন ঘটনারও সাক্ষী থাকলাম আমরা। সবই করোনার কৃপা! এই বিজ্ঞাপন করোনাকালের একটা দলিল হয়ে রইল। এসবই ইতিহাসের উপাদান।

'আনন্দবাজার'-এর পর এবার, ২২ মার্চের 'গণশক্তি' দেখছি। এই পত্রিকায় আজ 'প্রগতিশীল পাত্র' চেয়ে দুটো বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। এই থমথমে করোনার টাইমে এমন বিজ্ঞাপন একটু কমিক রিলিফের কাজ করছে। দেখি বিজ্ঞাপন দুটো —

পাত্র চাই

ব্রাহ্মণ ২৭, ৫' ফরসা এমএবিএড (ইং), পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব ৩২ প্রগতিশীল উপযুক্ত পাত্র কাম্য।

: যোগাযোগ :

9433314121/9614615863

পাত্র চাই

জেনারেল, ২৯, ৫'-২½", সুশ্রী, বি এস সি (পদার্থবিদ্যা), লেডি ব্র্যাবর্ন, কলকাতা, এল ডি এ পঃবঃ সরকার সেক্রেটারিয়েট বিভাগ কলকাতায় কর্মরতা প্রগতিশীল পাত্রীর জন্য উদার, প্রগতিশীল শিক্ষানুরাগী উপযুক্ত (৩১-৩৪) বয়স্ক পাত্র চাই।

যোগাযোগ

9475709311/9474673315

এখন এই করোনার টাইমে 'সোশ্যাল ডিস্টেসিং' শব্দটার খুব চল হয়েছে। কেন্দ্রের সরকার বিজ্ঞাপন দিয়ে বলেছে, ২ গজ দূরে-দূরে থাকতে। এখন কথা হল, আমাদের দেশে কি এইরকম দূরে দূরে থাকা কেবল এই কঠিন করোনাকালেই হাজির হল? ব্রাহ্মণের ছায়া মাড়ানো শূদ্রের পক্ষে 'পাপ'। এতে তাকে মেরেও ফেলা যায়। তো, ছায়া না মাড়িয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলে, ন্যূনতম ২ গজ দূরত্ব মেপে চলতেই হবে। ফলে, এহেন ডিস্টেন্সিং প্রথা তো বরাবরের মতোই কায়েম আছে। এখন না হয় করোনার ভয়ে বিজ্ঞানের বিধির কথা বলছি আমরা। কিন্তু দেশীয় শাস্ত্রীয় বিধি তো বহুকালের। বহু যুগের। আর তা যে আমাদের মগজে-ঘিলুতে-হৃদয়ে-বচনে কী পরিমাণ আজও সক্রিয়, তা আবার একবার প্রমাণ পাওয়া গেল 'প্রগতিশীল পাত্র' চাই-এর বিজ্ঞাপনে।

বামপন্থী রাজনৈতিক দলের মুখপত্র একটা কাগজে, 'ব্রাহ্মণ-ফরসা-সুশ্রী'—এইরকম পাত্রীর জন্য 'প্রগতিশীল' পাত্র চাওয়া হয়েছে, বিজ্ঞাপনে। এখন কথা হল, পাত্রীদ্বয়ের এই যে 'যোগ্যতা', যার বলে বলীয়ান হয়ে 'প্রগতিশীল' পাত্রের খোঁজ চলছে—মধ্যে একটা বৈপরীত্য খেয়াল করা যাচ্ছে না? ব্রাহ্মণ-ফরসা বা সুশ্রী—এই তিনের কোনোটা কি ওই পাত্রীদের সামাজিকভাবে অর্জন করতে হয়েছে? প্রগতিশীলতা তো রীতিমতো খাটাখাটনি করে, পরিশ্রম করে, কঠিন চেষ্টার ফলে আয়ত্ত করতে হয়। সেখানে এইরকম জাত-ধর্ম, গায়ের রং, চেহারা-সৌন্দর্য—একই সঙ্গে, একাসনে ঠাঁই পায়? এও একটা বামপন্থী সংবাদপত্রে? বড়ো বিচিত্র ব্যাপার! এখানেও তো সেই 'সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং'-ই

দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ, অ-ব্রাহ্মণ, অ-সুশ্রী, অ-ফরসা-র সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করা। শাস্ত্রীয় বিধি মেনেই আমাদের দিনযাপন। এবং একথা ভুললে চলবে না আসলে আমাদের 'বামপন্থী' প্রগতিশীলতাও 'মনুবাদী'! ফলে অদ্ভুত এই খিচুড়িশীলতার আগমন, আর একেই বলে ধার্মিক জানসচেতন প্রগতিশীলতা। আমরা যা-ই বলি না কেন, আমাদের মাথার ওপর যেন সব সময়েই একটা মনু মেঘের বিস্তার থাকে। একে অস্বীকার করার শক্তি নেই আমাদের। *স্মৃতি-সংহিতা*-র সেই অমোঘ বিধানেই আমাদের 'ভারতীয়ত্ব' ঘুরপাক খায়। এখন না হয় দিনকাল পালটে খানিক নানাবিধ 'প্রগতিশীল' মুখেরোচক সমাজে ভেসে বেড়াচ্ছে, তবুও জাতপাতের দিকটা আমাদের একবার দেখে নিতেই হয় আড়চোখে। বিয়ের সময় বিজ্ঞাপন দিতেই হয়। মেয়েকে কার 'হাতে' তুলে দিচ্ছি বাবার 'ঘরের' মেয়েকে নিয়ে আসছি, তা একটু খতিয়ে না দেখলে কি হয়?

অনুলোম-প্রতিলোম বিয়ে তো দূরের বিষয়, ব্রাহ্মণের মেয়ে কি শূদ্রের ঘরে যেতে পারে? ফলে এটা ঢাক পিটিয়ে জানান দিতেই হয়—ব্রাহ্মণ! এখন অবশ্য আধুনিক দিনে প্রকাশ্যে জাতপাতের কথা বলতে নেই, বা সে মনে-মনে যাই থাক-না কেন। তবে পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন দেওয়ার সময় টুক করে করে এসব কথা একটু বলে ফেলায় দোষ নেই।

আগের দিনে ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়েও তো কত নাক সিঁটকানো ছিল। ছায়া বাঁচিয়ে চলাফেরা তো ছিল শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যাপার। নেই নাকি এখন? সবই আছে। জাতধর্মের জাঁতাকলে মানুষে মানুষে দূরত্ব সেই প্রাচীনকাল থেকেই আছে। করোনা এসেছে একে

বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দেওয়ার জন্য। দূরে-দূরে থাকাটাই এখনকার রীতি। উষ্ণ আলিঙ্গন কিংবা বলিউডি 'জাদু কি ঝাপ্পি' আর চলবে না। পশ্চিমি করমর্দনও চলবে না। ভারতীয় সংস্কৃতি মেনে, কাউকে কেউ না-ছুঁয়ে দূর থেকেই 'নমস্কার' করতে হবে এখন। সেই আগের মতো। নো ছোঁয়াছুঁয়ি। নো কমিউনিটি স্প্রেড। একদম কাছাকাছি আসবে না কেউ। এটাই হল বিজ্ঞানভিত্তিক প্রগতিশীলতা।

আসুন। আরও একটা বিজ্ঞাপন দেখি।

'গণশক্তি'-তে, আজ DR. B. C. ROY ENGINEERING COLLEGE, 2020-21 নতুন শিক্ষাবর্ষের যে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, তার মাথাটা করোনায়িত। দেখা যাক—হাত জোড় করে নমস্কার জানানোর ভারতীয় রীতি এই করোনাকালে ফের একবার জগৎসভায় বেশ উঁচু আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। ভালোই হয়েছে। করোনার সঙ্গে লড়াই করতে এ-ও এক কৌশল। পরস্পর পরস্পরকে নমস্কার করছেন। খুব ভালো। 'গণশক্তি'তে এই বিজ্ঞাপনের সঙ্গেই আরও একটা বিজ্ঞাপন আছে। দেখি। করোনার জন্য 'শো' বাতিল হল। কিছুই করার নেই।

২২ মার্চের দিনলিপি এখানেই শেষ হল।

॥ ২৩ মার্চ ২০২০ সোমবার ॥

আমি বিজ্ঞাপনের দিনলিপি লিখছি। কিন্তু আজকের কাগজের 'সুপারলিড' হেডিংগুলো একবার না-দেখিয়ে পারছি না, দেখুন—

লকডাউন

— 'আজকাল'

বাংলায় লকডাউন

—'সংবাদ প্রতিদিন'

আজ থেকে লকডাউন

—'বর্তমান'

প্রায় গোটা দেশ লকডাউনে

—'এই সময়'

ঘরবন্দি থাকার লড়াই

—'আনন্দবাজার পত্রিকা'

পাঁচদিন তালাবন্দি

—'গণশক্তি'

আজ সোমবার। কাল ছিল রবিবার। কাল প্রধানমন্ত্রী 'জনতা কার্ফু' ডেকেছিলেন। পরের দিনই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 'লকডাউন' ঘোষণা করেছেন। বাংলাবাজারে এ এক নতুন জিনিস। আজকালের খবর, 'কলকাতায় আক্রান্ত আরও ৩, সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭'—কলকাতা এখন হইহই করে করোনামুখর। বাংলা খবরের কাগজগুলোও নাওয়া-খাওয়া ভুলে কেবল করোনা-করোনা করছে। আমারও জীবদ্দশায় দেখা এ এক নতুন জিনিস! লকডাউন! প্রসঙ্গত, গতকালের জনতা কার্ফু সুপারহিট। থালা-বালি-কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে বঙ্গীয় পাবলিকও কার্ফুকে ১০০ শতাংশ সফল করেছে। আজকের 'এই সময়' লিখেছে—

এই কলকাতা দেখেননি বিশিষ্টরা
বিশ্বযুদ্ধ-মন্বন্তরের স্মৃতিও করোনার
কাছে ম্লান, মত বিদ্বজ্জনদের

'বিশিষ্টরা' মত দেবার বিষয় পেয়েছেন। 'বিদ্বজ্জনদের' আবার দেখা গিয়েছে। ভালোই। সবই করোনাশ্রিত মায়ার খেলা! যাক সে কথা। আজ সোমবার বিকেল ৫টা থেকে আগামী ২৭ মার্চ, শুক্রবার, রাত ১২টা পর্যন্ত লকডাউন জারি থাকবে—এই হল মোদ্দা কথা। কাগজে লিখেছে, 'পরে পরিস্থিতি সাপেক্ষে এর মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে।' সে তো দেখাই যাবে। এখন দিনিলিপির কাজ শুরু করা যাক। সবই বিজ্ঞপ্তি—

Public Service Commission, West Bengal
161A, S. P. Mukherjee Road, Kolkata-700 026

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

In view of the compelling situation arising out of COVID-19 Pandemic and the inadequate availability of public transport, the Public Service Commission West Bengal has decided to postpone all Interviews/Personality Tests scheduled between 23-31 March, 2020 for the time being. Modified schedule will be announced in due course. Candidates are requested to follow the website **https://wbpsc.gov.in** for further updates.

By order of the Commission
Sd/-
Secretary

ICA-687(14)/2020

জরুরি ঘোষণা

করোনা পরিস্থিতির জেরে ট্রেন ও গণপরিবহণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আজ সোমবার থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর বিকেলের সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই সময়ের মধ্যে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে বিকেলের সংস্করণ চালু হবে। ('সংবাদ প্রতিদিন')

অনিবার্য কারণবশত ন্যাশনাল বুক এজেন্সি-এর সমস্ত বিক্রয় কেন্দ্র ও অফিস সোমবার ২৩ মার্চ থেকে শনিবার ২৮ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। ('গণশক্তি')

দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে শহরের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহ এবং আর্ট গ্যালারি তাদের যাবতীয় অনুষ্ঠান বা প্রদর্শনী অনির্দিষ্ট কালের জন্য পিছিয়ে দিয়েছে বা বাতিল করেছে। সেই কারণে 'আজ' বিভাগটি আপাতত কিছু দিন প্রকাশিত হবে না। ('আনন্দবাজার পত্রিকা')

আজ এ পর্যন্তই। আবার দেখা হবে আগামীকাল। সঙ্গে থাকুন। সুস্থ থাকুন। সতর্ক থাকুন।

॥ ২৯ মার্চ ২০২০ রবিবার ॥

পাঠকের আশা করি মনে আছে যে, ২১ মার্চ পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন দিয়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, তাদের কাগজ 'জীবাণুমুক্ত' হয়ে খুবই 'সুরক্ষিত ভাবে' বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়। কিন্তু, দেখা গেল তা-তে চিঁড়ে ভেজেনি। করোনাভীতি দারুণ ব্যাপার। কী জানি কী হয়! ফলে, সংবাদপত্র যাঁরা বাড়িতে দিয়ে যান, সেই হকাররা জানিয়ে দেন, তাঁরা কাগজ নেবেন না। সুতরাং ২৪ মার্চ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত আমি বাড়িতে কাগজ পাইনি। অর্থাৎ এই ক-দিনের দিনলিপি আমি লিখতে পারিনি। যাঁদের খুব আগ্রহ তাঁরা ই-পেপার পড়ে নিতে পারেন। আমি আসলে নিউজপ্রিন্টের খসখসানি আঙুলে ঘষে-ঘষে যে সুখ পাই তা ওই ই-পেপারে হয় না। তাই দেখি না। অতএব, আজ ২৯ মার্চ বাড়িতে যে দুটো কাগজ পেয়েছি—'আনন্দবাজার' এবং 'বর্তমান'—তাদের নিয়েই বিজ্ঞাপনের দিনলিপি লিখছি। বলে

রাখি, আজ বর্তমান ৮ পাতা। 'রবিবার' নেই। এবং সারা দেশ জুড়েই এখন লকডাউন চলছে। অবস্থা খুব খারাপ। এ রাজ্যে করোনায় একজনের মৃত্যুও হয়েছে। আক্রান্ত ১৮ জন।

'বর্তমান' কাগজে একটাই মাত্র করোনায়িত বিজ্ঞাপন রয়েছে—

জীবাণু মোকাবিলায় সেরা হাতিয়ার পরিচ্ছন্নতা
রোজ বোরোলীন-এর সুথল মাখুন
নিজেরে পরিচ্ছন্ন রাখুন
অ্যান্টিসেপ্টিক লিকুইড, স্প্রে-জেল

বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে বলিউড তারকা অক্ষয়কুমার ডানহাতে একটা সুথলের শিশি আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। বলার কথা এই যে, এই করোনার টাইমে সুথল-এর বয়ান পালটে গেছে। নইলে, এতদিন কাগজে দেখেছি —

রোজ সুথল মাখলে
না চুলকানি•না র‍্যাশ•না ঘামাচি

এইখানেও অক্ষয়কুমার একইভাবে আবির্ভূত। কিন্তু করোনাকালে এই বিজ্ঞাপনেই জুড়ে গেল, 'জীবাণু মোকাবিলা'র কথা। সবই করোনার ইচ্ছা। আমি কেবল দেখছি। ব্যাস্। 'বর্তমান'-এ আর কোনও করোনামাখা বিজ্ঞাপন নেই।

এখন দেখছি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। 'আনন্দবাজার' আজ ২২ পাতার। 'রবিবাসরীয়'ও আছে। কাগজের প্রথম পাতার ওপরের ডানদিকে দেখছি 'বিরুস্কা'-র ছবি। পাশে লেখা, 'বিরাটের চুল ছাঁটলেন অনুস্কা'। খেলার পাতায় আছে এই খবর, 'গৃহবন্দি বিরুস্কা'। এখন 'গৃহবন্দি' থাকার সময়। 'আনন্দবাজার'-

এর প্রথম পাতার খবর বলছে, ‘সড়কে চলেছে শ্রমিক মিছিল’। তবে, সবাই যেহেতু এই বঙ্গদেশে ‘শ্রমিক’ নন, তাই তাঁদের জন্য করোনাময় একটা অর্ধেক পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন আছে, ‘রবিবাসরীয়’-র তিনের পাতায়। বিজ্ঞাপনদাতা ZEE বাংলা সিনেমা।

সারাদিন সপরিবারে
সিনেমা চলুক ঘরে ঘরে

বহুবর্ণশোভিত এই বিজ্ঞাপনে রয়েছে লম্বালম্বি পাঁচটা ভাগ। পাঁচ ভাগের হেডিং হল যথাক্রমে, ‘কলকাতা CLASSICS, টাটকা BLOCKBUSTERS, ম্যাটিনি মজা, জমজমাট সন্ধে, CINE DINNER’—এই হেডিংয়ের তলায় রয়েছে একেক ভাগের সময়, যথাক্রমে—‘প্রতিদিন সকাল ৯টা, প্রতিদিন দুপুর ১২টা, প্রতিদিন বিকেল ৩টে, প্রতিদিন সন্ধে ৬টা, প্রতিদিন রাত

৯টা। অর্থাৎ, সকাল ৯টা থেকে শুরু করে রাত ৯টায় আবার শুরু। ঠাসা মনোরঞ্জন। খাসা ব্যবস্থা। কী কী সিনেমা রয়েছে দিনভর? দেখা যাক—সাড়ে "৭৪", চারুলতা, বসন্ত বিলাপ, PANTHAR, অসুর, KIDNAP, পরিণীতা, দান প্রতিদান, গুরুদক্ষিণা, অভিমন্যু, সাথীহারা, বিয়ের ফুল, আক্রোশ, পূজা, বউরাণী, মৌচাক, দেয়ানেয়া, বিসর্জন, দেখ কেমন লাগে।

সত্যিই জমজমাট আসর! ঘরবন্দি অবস্থায় মোটেও খারাপ লাগবে না। শুধু সিনেমা আর সিনেমা। ঘরে ঘরে সিনেমা। সিনেমা মানেই বিজ্ঞাপন। আয়ের ভালো রাস্তা। এমন দিনভর সিনেমা এমনি-এমনি রোজ-রোজ কি সম্ভব? এখন লকডাউন বলেই ব্যবস্থা অন্যরকম। সবই করোনার কৃপা!

॥ ৩০ মার্চ ২০২০ সোমবার ॥

আজকের দুটো বাদে বাকি চারটে কাগজ পেয়েছি। 'আনন্দবাজার', 'এই সময়', 'প্রতিদিন, 'বর্তমান'—পেয়েছি। 'আজকাল' এবং 'গণশক্তি' পাইনি। মানে হকার দেননি। তবে কাগজের ঝামেলা মিটেছে মনে হচ্ছে। এবার থেকে বোধহয় সবকটাই পাব। আজকের 'এই সময়' কাগজের প্রথম পাতায় এর ইঙ্গিত আছে। কাগজে খবর শুরুর আগে,'World Health Organization' এবং 'এইসময় সুরক্ষা বলয়'—এই দুই লোগো দিয়ে একটা বড়ো বিজ্ঞপ্তি আছে। তার বয়ান এইরকম—

মিটেছে সংবাদপত্র সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্যা
আমরা কৃতজ্ঞ পাঠক ও হকারদের কাছে

প্রিয় পাঠক, সংবাদপত্র সরকবরাহ সংক্রান্ত সমস্যা প্রায় সব জায়গাতেই মিটে গিয়েছে। এখন কাগজ পাচ্ছেন আপনারা

অনেকেই। এ জন্য যাবতীয় কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য আপনাদের এবং হকারভাইদের।

হু এবং সিভিসি জানিয়েছে, খবরের কাগজ থেকে বিশ্বে কোথাও ভাইরাস ছড়ায়নি। ইতালি বা চিনের মতো দেশেও কাগজ প্রকাশ বন্ধ হয়নি। বরং প্রচারসংখ্যা বেড়েছে। কেননা কাগজের মাধ্যমেই জানা যায় বিস্তারিত আসল খবর। ভোর হয়ে ওঠে অন্যরকম। আপনারা তা উপলব্ধি করেছেন সবাই। এ জন্য আমরা প্রিয় পাঠকের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

আপনারা 'এই সময়'-এর ফেসবুক পেজে চোখ রাখুন। যেখানে ফেসবুক লাইভে আপনাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। 'করোনাকে ভয় কোরো না' শীর্ষক আলোচনার যে নির্যাস দাঁড়াচ্ছে—এই লকডাউন কত দ্রুত শেষ হবে, তা কিন্তু নির্ভর করছে আপনাদের সচেতনতা ও সহযোগিতার উপরেই। যদি আপনাদের প্রিয় 'এই সময়' সংবাদপত্র হাতে না পান, তাহলে স্থানীয় হকারদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। গোটা বিশ্বের এই চূড়ান্ত দুঃসময়ে গুজবের শিকার না হয়ে চোখ রাখুন কাগজের আসল খবরে। ঘরে থাকুন। সুস্থ থাকুন।

ঘরে থাকুন। সুস্থ থাকুন। কাগজের আসল খবর পড়ুন। তা যদি না পারেন, তবে আরও একটা ব্যবস্থা আছে। এবং আজকের 'এই সময়'-এর প্রথম পাতাতেই আছে—

চোখ রাখুন অনলাইন ও ই-পেপারেও

সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্যার জন্য 'এই সময় সংবাদপত্র' সব জায়গায় পৌঁছানো যাচ্ছিল না গত কয়েক দিন। অনেকটাই মিটেছে সেই সমস্যা। চোখ রাখুন 'এই সময়'-এর অনলাইন, অ্যাপ এবং ই-পেপারে। দিনভর সব খবর নিয়ে হাজির থাকছে 'এই সময়'।

নজর থাকুক: www.epaper.eisamay.com এবং www.eisamay.com-এ

আগেই বলেছি আমার www-র প্রতি ভাব-ভালোবাসা নাই। তাই আমি আছি খসখসে নিউজপ্রিন্টে। আজ বেশ খুশি মনেই আছি এই জন্যে। দেখছি কাগজের করোনায়িত বিজ্ঞাপন। দেখছি ডিম কমিটির সঙ্গে কাগজআলার মিল। ভাবছেন, কী রকম? সেই ২১ মার্চ দেখেছিলাম সেই বিজ্ঞাপন—করোনা ভাইরাস ছড়ানোর সঙ্গে মুরগির কোনো সম্বন্ধ নেই। তারপর আবার কাগজআলার দেওয়া এই বিজ্ঞপ্তিতে এখনি দেখলাম—খবরের কাগজ থেকে বিশ্বে কোথাও ভাইরাস ছড়ায়নি। একেই বলে ঠেলার নাম বাবাজি। গাড্ডায় পড়লে খবরের কাগজ আর মুরগি একই। দুটোই বেচতে হবে। তা হোক। আসুন বিজ্ঞাপন দেখি।

বিবেকানন্দ ছাত্রাবাস

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে এখন দরকার বাড়তি সতর্কতা

- সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন।
- চোখ, নাক ও মুখে হাত দেবেন না।
- সর্দি, কাশি আড়াল করুন টিস্যু পেপার দিয়ে এবং সেটা নষ্ট করুন।
- আপনার হাত সাবান ও স্যানিটাইজার দিয়ে পরিস্কার রাখুন।

সুরক্ষিত থাকার জন্য সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলুন।

আপনার সুরক্ষা আমাদের একান্ত কাম্য

করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের প্রাণান্তকর চিকিৎসায় নিযুক্ত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, সেবাকর্মী ও অন্যান্য কর্মী এবং পুলিস বাহিনীকে বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই বিজ্ঞাপন রয়েছে আজকের 'সংবাদ প্রতিদিন' পত্রিকার প্রথম পাতায়। এবং এই ছাত্রাবাস রয়েছে বারাকপুর আর মোহনপুর-এ।

বিজ্ঞাপনের সঙ্গে কোট-টাই-পরা এক ভদ্রলোকের ছবি রয়েছে। ইনি বোধহয় এই দুই ছাত্রাবাসের মালিক। করোনাকালে এই ছাত্রাবাসের 'বাড়তি সতর্কতা'র কথা মনে করিয়ে দিয়ে জনতার সুরক্ষা নিয়ে চিন্তা প্রকাশ করেছে। আবার চিকিৎসক, বিভিন্ন কর্মী এবং পুলিশকে অভিনন্দন জানিয়েছে। করোনা না-এলে বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসের কপালে এ সুযোগ ঘটত! করোনামিশ্রিত বিজ্ঞাপনের এ এক সার্থক উদাহরণ।

আজকের কাগজে বিজ্ঞাপন খুবই কম। নেই বললেই চলে। 'বর্তমান' দৈনিক পত্রিকায় করোনা রোগের বিজ্ঞাপন নেই। এবার দেখছি 'আনন্দবাজার'। করোনার কারণে কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞাপন। হিসেব করে দেখলাম মোট শূন্যপদ ৪৪টা। অর্থাৎ, করোনা শুধু প্রাণ কাড়ে না। কাজও দেয়। খুবই ভালো। বিজ্ঞাপন দেখছি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়। সাধারণ বিজ্ঞাপন নয়। করোনা মুখর বিজ্ঞাপন। আরও একটা আছে। দেখতে থাকুন—

কন্ট্র্যাকচুয়াল মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার এবং প্যারা মেডিক্যাল কর্মী নিয়োগের জন্য ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ

করোনা মহামারীর প্রেক্ষিতে, পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনের অর্থোপেডিক হাসপাতাল চুক্তির ভিত্তিতে মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার, প্যারা মেডিক্যাল কর্মী নিয়োগ করবেন। প্রয়োজনীয় যোগ্যতাবলী পূরণকারী এবং নির্ধারিত বয়সসীমার ইচ্ছুক মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার, প্যারা মেডিক্যাল কর্মীদের **ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ**য়ের জন্য সমস্ত শংসাপত্র সহ রিপোর্ট করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এরূপ নিয়োগের জন্য অবসরপ্রাপ্ত এবং নতুন উভয় ক্ষেত্রের মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার, প্যারা মেডিক্যাল কর্মীরা আবেদনের যোগ্য। ● **স্থান ঃ** চিফ মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর অফিস, অর্থোপেডিক হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ২২২, বিপ্লবী হরেন ঘোষ সরণী, হাওড়া-৭১১১০১। ● **ইন্টারভিউয়ের তারিখ ঃ** ৩১.০৩.২০২০। ● **রিপোর্টিংয়ের সময় ঃ** বেলা ১১টা। ইন্টারভিউতে হাজির হবার সময়, ২টি পাসপোর্ট মাপের ফটোগ্রাফ সমেত বয়স, যোগ্যতা, মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সমর্থনে প্রাসঙ্গিক নথিপত্রের মূল কপি তথা স্ব-প্রত্যয়িত কপি নিয়ে হাজির হতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ক্রঃ	পদের নাম	শূন্যপদের সংখ্যা
১.	মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার	১০
২.	স্টাফ নার্স	১০
৩.	ফার্মাসিস্ট	০৪
৪.	ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট	০৬
৫.	হসপিটাল হাউসকিপিং অ্যাসিস্ট্যান্ট	১৪

● **নিয়ম ও শর্তাবলী ঃ ১. নিয়োগের ধরন ঃ** এক মাসের জন্য পুরোপুরি চুক্তির ভিত্তিতে, যা প্রয়োজনমাফিক সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। **২. (ক)** ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত অবসরপ্রাপ্ত আইআরএমএস অফিসার/রাজ্য সরকারি বা কেন্দ্রীয় সরকারি মেডিক্যাল অফিসার অথবা সদ্য পাশ করা মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার। **(খ)** ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত রেলওয়ে হাসপাতাল/রাজ্য সরকারি হাসপাতাল/কেন্দ্রীয় সরকারি হাসপাতাল-এর অবসরপ্রাপ্ত প্যারা মেডিক্যাল কর্মী অথবা প্রয়োজনীয় যোগ্যতাবলী পূরণকারী নতুন প্যারা মেডিক্যাল কর্মী। ● **পারিশ্রমিক ঃ ১.** জিডিএমও-র জন্য প্রতি মাসে ৭৫,০০০ টাকা, স্পেশালিস্টদের জন্য প্রতি মাসে ৯৫,০০০ টাকা, সুপার স্পেশালিস্টদের জন্য প্রতি মাসে ১,১৫,০০০ টাকা। ২. প্যারা মেডিক্যাল কর্মীদের পারিশ্রমিক নিয়মিত প্যারা মেডিক্যাল কর্মীদের মতো একই হবে।

চিফ মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট
অর্থোপেডিক হাসপাতাল, হাওড়া
পূর্ব রেলওয়ে

অনলাইনে আসুন। লাইনে দাঁড়াবেন না। ঝুঁকি নেবেন না। এখন ভাইরাস আতঙ্কের সময় চলছে। স্কুলের ভর্তি এখন চলছে। অতএব সাবধান! বিভিন্ন স্কুলে ভর্তির জন্য অনলাইনেই আসুন। খুবই চমৎকার উদ্যোগ। এবং এটা হল, 'একটি ABP উদ্যোগ'। এবার একটা অন্যরকম বিজ্ঞপ্তি দেখুন—

সবিনয় নিবেদন

সুধী,

গত ২০শে মার্চ, ২০২০ (৬ই চৈত্র, ১৪২৬) আমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেব প্রদীপকুমার ব্যানার্জী আপনাদের P. K. Banerjee সজ্ঞানে তাঁর সাধনোচিত ধাম রামকৃষ্ণলোকে গমন করেছেন। আজ ৩০শে মার্চ, ২০২০ শাস্ত্রীয় রীতি মেনে মধ্যাহ্নে মদীয় বাসভবনে তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন হবে। বর্তমান শতাব্দীতে মানব সভ্যতা এক ভয়াবহ সংকটের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, এমতাবস্থায় আমরা পরিবারের সদস্যগণ মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যতদিন পর্যন্ত না আমরা এই বিপর্যয় কাটিয়ে মুক্ত হচ্ছি, আমরা আমাদের পিতৃতর্পণ থেকে বিরত থাকব।

আমাদের পিতৃবিয়োগে আপনারা এক সমষ্টিগতভাবে সমাজের যে সকল সুহৃদ আমাদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের সকলকে পরিবারের পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধ চিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাই।

ভাগ্যহীনা
পলা ব্যানার্জী
পূর্ণা ব্যানার্জী (পিঙ্কি)

ভাগ্যহীন
প্রসূন ব্যানার্জী
সাগ্নিগ চক্রবর্তী

আজ যে চারটে কাগজ নিয়ে বসেছি, তার মধ্যে ‘বর্তমান’ আর ‘সংবাদ প্রতিদিন’—এই দুই কাগজে রয়েছে এই বিজ্ঞপ্তি। পি কে ব্যানার্জি আর নেই। চুনী গোস্বামীও ক-দিন আগে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁদের জন্য নিজেকে বাঙালি ভাবতে গর্ব হয়, তেমনি ছিলেন এঁরা। ওঁ শান্তি!

দিনলিপি আজকের মতো এখানেই শেষ করব। তবে যেতে যেতে একটা অতি আশ্চর্য সুন্দর বিজ্ঞাপন আপনাদের দেখাব। এবং একে আমি বিজ্ঞাপনই বলব। দেখুন। ভাবুন। আবার কাল আসব।

৩১ মার্চ ২০২০ মঙ্গলবার

আজকে 'আজকাল' আর 'গণশক্তি'ও পেয়েছি। অর্থাৎ আজ ৬টা কাগজ। বিজ্ঞাপনের দিনলিপি শুরু করলাম। শুরু তো করলাম, কিন্তু বিজ্ঞাপন কোথায়? কাগজে কেউ এখন বিজ্ঞাপন দিতে চাইছে না দেখি। আমি তো আর অকারণে অ-করোনা বিজ্ঞাপন নেব না। তাই খুঁজেই চলেছি। এই সময় আর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় আজ কানাড়া ব্যাঙ্ক এবং সিন্ডিকেট ব্যাঙ্কের মিশে যাওয়ার একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। তার শুরুটা এমন—

সংযুক্তভাবে আরও শক্তিশালী
গ্রাহকদের এবং দেশের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
কানাড়া ব্যাঙ্কের সাথে সিন্ডিকেট ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকরণ
(১লা এপ্রিল, ২০২০ হইতে কার্যকর হইবে)

এই বিজ্ঞাপনের মধ্যে একটা করোনাময় লাইন আছে ইংরেজিতে। সেটুকু আপনাদের দেখাই। 'Please note : Our call centre is working with limited resources due to the lockdown.'

আর কিছু নেই।

‘বর্তমান’-এ সুথলের বিজ্ঞাপন আছে, যা আগেই দেখেছি আমরা। ‘আজকাল’-এ কোনো বিজ্ঞাপন নেই। কেবল একটা বিজ্ঞপ্তি আছে কেন্দ্র সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের। এই বিজ্ঞপ্তি করোনায়িত। করোনার টাইমে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আজকের ‘গণশক্তি’র প্রথম পাতায়-এ একটা লম্বা বিজ্ঞপ্তি আছে। দেখুন ‘**মুদ্রণে-অনলাইনে**’।

পাঁচটা কাগজ দেখা শেষ। হাতে আছে ‘সংবাদ প্রতিদিন’। প্রথম পাতার বিজ্ঞাপন মন ভালো করে দিয়েছে। সেই ১৮ মার্চ থেকে দিনলিপি শুরু করেছি, এতদিনে পেলাম। আমার মনের শান্তি। প্রাণের আরাম। কী যে ভালো লাগে এই রকম বিজ্ঞাপন!

যতরকম বিজ্ঞাপন আছে বাংলা ভাষায়, জ্যোতিষের বিজ্ঞাপন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মনোরঞ্জন উপাদান। খারাপ সময়, প্রতিকূল

মুদ্রণে-অনলাইনে
গণশক্তি

সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্যার কারণে গত কয়েকদিন গণশক্তির মুদ্রিত সংস্করণ পাঠকদের বিপুল অংশের কাছেই পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। তিন সংস্করণেই মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হলেও যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও সব পাঠকের কাছে এখনই তা পৌঁছানো সম্ভব না হতে পারে। গণশক্তির ই-পেপার পাওয়া যাবে আগের মতই। বিনামূল্যেই। সেইসঙ্গে দিনভর অনলাইনে ওয়েব, পোর্টাল অ্যাপও চালু থাকবে।

ই-পেপার
bangla.ganashakti.co.in
অনলাইন পোর্টাল
ganashakti.com/bengali
গুগল প্লে স্টোর থেকে গণশক্তি অ্যাপ ডাউনলোড করুন
Ganashakti–Bengali Newspaper

কঠিন পরিস্থিতিতেও সংবাদ পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সমস্ত প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। আপাতত শনিবার ও রবিবারের অতিরিক্ত পাতা ছাপা হবে না। গণশক্তির পাশে থাকার জন্য পাঠক, বিক্রেতা, শুভার্থীদের অভিনন্দন।

পরিস্থিতি—সব সময় পাশে আছেন তেনারা। করোনা সংক্রমণ তো শুনছি নাকি গ্রহের ফের। বহু খ্যাতকীর্তি লোকও এমন ভাবেন। সাধারণ মানুষের আর দোষ কী? ফলে, সঠিক দিশা দেখাতে 'জ্যোতিষমণ্ডলী' হাজির। বিজ্ঞাপনেই বলা হয়েছে 'সেই পথ ধরেই জীবনের আঁধার কেটে যাবে'। ভালো। খুবই ভালো। সবাই চেষ্টা চরিত্র করছেন, কিছুই তো করে উঠতে পারছেন না 'অভিজ্ঞ' তেনারা যদি করোনার অন্ধকার কাটিয়ে দিতে পারেন তবে তো খুবই ভালো। এই আশাতেই আছি।

॥ ১ এপ্রিল ২০২০ বুধবার ॥

৬টা কাগজ নিয়েই বসেছি। গণশক্তিতে কোনো বিজ্ঞাপন নেই। বাকি কাগজগুলোতেও তেমন কিছু বিজ্ঞাপন নেই। তবে, বেশ কয়েকটা বিজ্ঞপ্তি আছে। দেখা যাক—

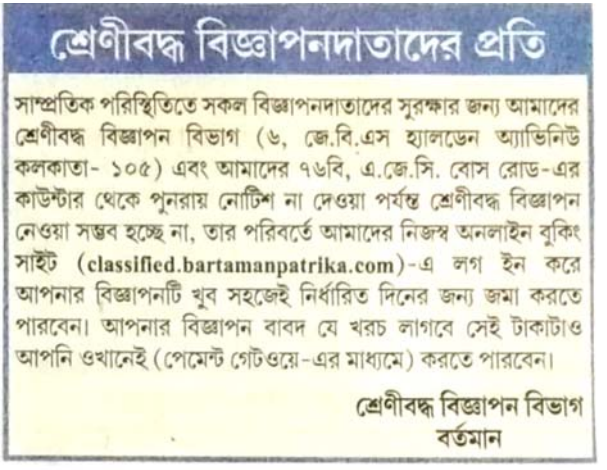

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে সকল বিজ্ঞাপনদাতাদের সুরক্ষার জন্য আমাদের শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন বিভাগ (৬, জে.বি.এস হ্যালডেন অ্যাভিনিউ কলকাতা- ১০৫) এবং আমাদের ৭৬বি, এ.জে.সি. বোস রোড-এর কাউন্টার থেকে পুনরায় নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তার পরিবর্তে আমাদের নিজস্ব অনলাইন বুকিং সাইট (classified.bartamanpatrika.com)-এ লগ ইন করে আপনার বিজ্ঞাপনটি খুব সহজেই নির্ধারিত দিনের জন্য জমা করতে পারবেন। আপনার বিজ্ঞাপন বাবদ যে খরচ লাগবে সেই টাকাটাও আপনি ওখানেই (পেমেন্ট গেটওয়ে-এর মাধ্যমে) করতে পারবেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন বিভাগ
বর্তমান

ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে সাময়িক ভিত্তিতে কন্ট্র্যাক্ট

মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার পদের জন্য

বিশ্বব্যাপী মহামারী কোভিড-১৯ সম্পর্কিত জরুরিকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে **এক মাস** সময়সীমার জন্য সাময়িক ভিত্তিতে 'কন্ট্র্যাক্ট মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার (সিএমপি)' হিসেবে ৬৫ বছরের নিচে অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তারদের নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শূন্যপদের মোট সংখ্যা : ২০ (কুড়ি)। পারিশ্রমিক : মাসিক পারিশ্রমিক ৭৫,০০০ টাকা (এইচআরএ এবং ট্রান্সপোর্ট অ্যালাওয়েন্স সহ)।

ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউয়ের স্থান	ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউয়ের তারিখ ও সময়
চিফ মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর অফিস, আলিপুরদুয়ার ডিভিশন, এন.এফ. রেলওয়ে	০৪-০৪-২০২০ তারিখে সকাল ১০টা

বিশদ বিজ্ঞপ্তি এখানে পাওয়া যাবে **www.nfr.indianrailways.gov.in**

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (পার্সোনেল), আলিপুরদুয়ার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

নিজে সুরক্ষিত থাকুন অন্যকেও সুরক্ষিত রাখুন

বর্তমান

রেলের এই বিজ্ঞপ্তি প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা বলা দরকার। আজকের 'বর্তমান' পত্রিকার তিনের পাতায় এ বিষয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে। নয়াদিল্লি ডেটলাইনে সেই খবরের হেডিং, 'অর্ধেকের বেশি হাসপাতালকে আইসোলেশন ওয়ার্ড করছে রেল'। খবরের খানিকটা পড়ছি —

> করোনা মোকাবিলায় সারা দেশে অর্ধেকের বেশি রেল হাসপাতালকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে পরিণত করতে চলেছে মন্ত্রক। যার ফলে শুধুমাত্র করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য প্রায় সাড়ে ছ'হাজার হাসপাতাল বেড তৈরি হবে। এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেলবোর্ড। পাশাপাশি সমস্ত জোনাল রেলওয়েকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এর জন্য কত চিকিৎসক এবং প্যারামেডিক্যাল কর্মী প্রয়োজন, তার আনুমানিক সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। তা খতিয়ে দেখার পর দরকারে শুধুমাত্র করোনা মোকাবিলার জন্য বাইরে থেকে চিকিৎসক বা প্যারামেডিক্যাল কর্মীকে রেলের হাসপাতালে কাজে লাগতে পারে কোনগুলি। এমনকী চাইলে রেলের হাসপাতালের অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসকদেরও এই পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে নিয়োগ করতে পারে বিভিন্ন জোনাল রেলওয়ে।

আমি লকডাউনের দিনগুলোতে ঘরবন্দি অবস্থায় কাগজ দেখতে দেখতে, পুরানো অভ্যাসবশেই করোনাকালীন এই বিজ্ঞাপনের দিনলিপি লিখছিলাম। কিন্তু আজকের 'বর্তমান'-এ ওপরের খবরটা আর বিভিন্ন কাগজে রেলের বেশ কিছু বিজ্ঞপ্তি দেখে মনে হল, এ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের উপাদান।

করোনা গোটা পৃথিবী জুড়ে ঘাঁটি গেড়েছে। ভারতে সে অতি সক্রিয়। এসব ঘটনা রোজকার ঘটনা। এই অবস্থা এবং তার গতিপ্রকৃতি ভবিষ্যতের পৃথিবীর ইতিহাসেই পাকাপোক্ত জায়গা করে নেবে। সেসময় নির্দিষ্টভাবেই অনেক প্রশ্ন উঠে আসবে।

ভারতীয় রেল করোনা মোকাবিলায় কী ভূমিকা নিয়েছিল তা খুবই আগ্রহের বিষয় হবে। আমাদের এই বাংলায় তার প্রভাবে কী-কী হয়েছিল, তাও জানতে চাইবেন অনেকে। এখন যে বিজ্ঞপ্তিগুলো দেখাব আপনাদের, সেগুলো একেকটা দলিল হয়ে থাকবে—এই ভাবনা থেকেই, যাঁরা করোনার দিনগুলো নিয়ে চর্চা করবেন, তাঁদের জন্য দিনলিপিতে বিজ্ঞপ্তিগুলো সাজিয়ে দিলাম।

খবরটার সঙ্গে মিলিয়ে বিজ্ঞপ্তিটা দেখলে বিষয়টা বোঝা যাবে, কেন আমি এই বিজ্ঞপ্তিগুলোকে একেকটা দলিল হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইছি। খেয়াল করুন, ‘অবসরপ্রাপ্ত রেল-ওয়ে ডাক্তার, নার্স, স্টাফ-দের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে’। করোনার কালে আবার কাজ পাইবে কেউ-কেউ।

কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে হাসপাতালে কন্ট্র্যাকচুয়াল মেডিকেল প্র্যাক্টিশনার এবং প্যারা-মেডিকেল স্টাফের নিয়োগ

করোনা মহামারীর প্রেক্ষিতে রেলওয়ে বোর্ড-এর অর্ডার নম্বর- ২০২০/ই(জিআর)II/কোভিড-১৯/ডব্লুএফএইচ/১, তারিখ ২৮.৩.২০২০ ও ৩১.০৩.২০২০, নম্বর- ই(এনজি)II/২০০৫/আরসি-৪/এসসি/২, তারিখ ২৮.৩.২০২০ ও ৩১.০৩.২০২০ অনুযায়ী কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে হাসপাতালে কন্ট্র্যাকচুয়াল মেডিকেল প্র্যাক্টিশনার এবং প্যারা-মেডিকেল স্টাফ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের জন্য আগামী ০৩.০৪.২০২০ তারিখ সকাল ১১.০০ টায় চিফ মেডিকেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়ার অফিসে একটি ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রার্থীদের যোগদান নিম্নলিখিত নিয়ম এবং শর্তের উপর হবে। জীবনপঞ্জি ও দু-কপি পাসপোর্ট মাপের ছবি (স্ব প্রত্যয়িত) সহ নির্দিষ্ট বয়ান (ইন্টারভিউ-এর দিন উক্ত অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে) অনুযায়ী আবেদন করতে হবে। সমস্ত **মূল নথিপত্র** অর্থাৎ মার্কশীট সহ শিক্ষাগত শংসাপত্র, ইন্টার্নশিপ শংসাপত্র, প্রফেশনাল ডিগ্রী, কমিউনিটি শংসাপত্র, জন্ম শংসাপত্র/মাধ্যমিক শংসাপত্র অথবা এডমিট কার্ড (জন্ম তারিখের প্রমাণ স্বরূপ) অভিজ্ঞতা, এমসিআই রেজিস্ট্রেশন শংসাপত্র (ডাক্তারদের ক্ষেত্রে) এবং নার্সদের জন্য এনসিআই রেজিস্ট্রেশন শংসাপত্র (রাজ্য/কেন্দ্রীয়) এবং এক সেট ফটোকপি সহ আবেদন জমা করতে হবে। **ক্রমিক সংখ্যা; ডিসিপ্লিন; যোগ্যতা/প্রয়োজনীয়তা এবং পদসংখ্যা হল এইরূপ :** (১) **কন্ট্র্যাকচুয়াল মেডিকেল প্র্যাক্টিশনার**, (ক) সিএমপি-দের জন্য এমবিবিএস (নন-স্পেশালিস্ট), (খ) স্পেশালিস্ট ফিজিসিয়ানদের জন্য এমডি/ডিএনবি (জেনারেল মেডিসিন), (গ) ক্রিটিক্যাল কেয়ারের জন্য এমডি/ডিএনবি (অ্যানেস্থিওলজি), (ঘ) কমপালসরি রোটেটরি ইন্টার্নশিপ সম্পূর্ণ করে থাকতে হবে (এমসিআই দ্বারা স্বীকৃত অথবা এমসিআই সমতুল্য দ্বারা স্বীকৃত), (ঙ) এমসিআই অথবা সমতুল্য দ্বারা অবশ্যই রেজিস্ট্রিকৃত হতে হবে; পদের সংখ্যা ৮ (আট) যার মধ্যে ০১ ক্রিটিক্যাল কেয়ার স্পেশালিস্ট/অ্যানেস্থিওলজিস্ট + ০১ স্পেশালিস্ট ফিজিসিয়ান। (২) **নার্সিং স্টাফ**; প্রার্থীদের জিএনএম শংসাপত্র থাকতে হবে এবং নার্সিং **স্কুল** অথবা ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল দ্বারা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে রেজিস্টার্ড হতে হবে অথবা যে কোনো রাজ্যের নার্সিং কাউন্সিল স্বীকৃত বি.এসসি (নার্সিং)। ১০ + ২ সায়েন্স গ্রুপ সহ পাশ; ১৫ (পনেরো)। (৩) **হসপিটাল অ্যাটেন্ডেন্ট**, মাধ্যমিক; ১০ (দশ)। (৪) **হাউস কিপিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (মহিলা)**; মাধ্যমিক; ১০ (দশ)। (৫) **ড্রেসার**; মাধ্যমিক; ১০ (দশ)। **বয়সের সর্বোচ্চ সীমা :** ৬৫ বছর (প্রত্যেকের জন্য)। **চুক্তিভিত্তিক পরিষেবার সময়কাল:** তিন (০৩) মাস (প্রত্যেকের জন্য)। চুক্তি শুরুর দিন থেকে তিন মাস পর্যন্ত যা পরিস্থিতি এবং রেলওয়ে বোর্ডের পরবর্তী গাইড লাইন-এর উপর নির্ভর করে বর্ধিত হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। এই চুক্তি রেলওয়ে দ্বারা যে কোন মুহূর্তে কোন রকম কারণ না দেখিয়ে ১৫ দিনের নোটিস দিয়ে বাতিল করা হতে পারে। যদি দেখা যায় প্রার্থী মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে কাজের ক্ষেত্রে অক্ষম তাহলে এই চুক্তি বাতিল করা হতে পারে। অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে ডাক্তার/নার্স/স্টাফদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। **স্থান/তারিখ/সময় :** চিফ মেডিকেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, রেলওয়ে হাসপাতাল, কাঁচরাপাড়া-র অফিস, ০৩.০৪.২০২০ তারিখ ফিজিসিয়ানদের জন্য সকাল ১১.০০ টা এবং প্যারা-মেডিকেল স্টাফদের জন্য দুপুর ১২.০০ টা। ইন্টারভিউ এবং জয়েনিং-এর জন্য কোন টিএ/ডিএ দেওয়া হবে না। **পারিশ্রমিক :** (ক) জিডিএমও-দের জন্য প্রতি মাস ৭৫,০০০ টাকা, স্পেশালিস্টদের জন্য ৯৫,০০০ টাকা, সুপার স্পেশালিস্টদের জন্য ১,১৫,০০০ টাকা। (খ) প্যারা-মেডিকেল স্টাফদের পারিশ্রমিক বর্তমান রেলওয়ে প্যারা মেডিকেল স্টাফদের সমান হবে। কোনো রকম তথ্য গোপন করা হলে প্রার্থীর নিয়োগ তৎক্ষণাৎ বাতিল করা হবে।

এমএস/আইসি, রেলওয়ে হাসপাতাল, কাঁচরাপাড়া

পূর্ব রেলওয়ে

বর্তমান

এবার আসুন আমরা রেলের পরের বিজ্ঞপ্তিগুলো দেখি। রেল দপ্তর সবাইকেই বিজ্ঞাপন দেয়। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেয় আর কী। এই যেমন দেখছি,

কন্ট্র্যাক্ট মেডিকেল প্র্যাক্টিশনার নিয়োগের জন্য ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ

করোনা মহামারীর প্রেক্ষিতে, পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিসন অস্থায়ী ভিত্তিতে পূর্ণ সময়ের চুক্তির ভিত্তিতে তিন মাসের জন্য মালদা ডিভিসনের রেলওয়ে হসপিটাল/হেলথ ইউনিটে তিন (৩) জন **"কন্ট্র্যাক্ট মেডিকেল প্র্যাক্টিশনার"** (ডিভিএমও) নিয়োগ করবেন। ইচ্ছুক ডাক্তারগণ যাঁদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও বয়স আছে তাঁদের চিফ মেডিকেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, ঝলঝলিয়া, মালদা-৭৩২১০২-এর অফিসে ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ-এর জন্য সমস্ত রকম মূল শংসাপত্র ও নথিপত্র সহ অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ইন্টারভিউ-এর **তারিখ ০৪.০৪.২০২০**। রিপোর্টিং-এর সময় **সকাল ১০.০০টা থেকে ১১.০০টা**। যদি ইন্টারভিউ-এর নির্ধারিত দিনে ছুটি/বনধ্ ঘোষণা হয় তাহলে পরবর্তী কাজের দিনে ইন্টারভিউ অনুষ্ঠিত হবে। প্রার্থীদের অনুরোধ করা হচ্ছে সমস্তরকম সংশ্লিষ্ট শংসাপত্র অর্থাৎ বয়স, যোগ্যতা, মেডিকেল রেজিস্ট্রেশন, অভিজ্ঞতা, কাস্ট ইত্যাদির সমর্থনে তার মূল কপি এবং প্রতিটির স্ব-প্রত্যয়িত কপি, দুটি পাসপোর্ট মাপের ছবি যার একটি বয়ান অনুযায়ী পূরণ করা আবেদন পত্রে আটকানো থাকবে তা সহিত ইন্টারভিউ-এর দিন উপস্থিত হতে হবে। **নিয়ম ও শর্তাবলী :** (১) **পদের নাম :** পূর্ণ সময়ের কন্ট্র্যাক্ট মেডিকেল প্র্যাক্টিশনার (সিএমপি)। (২) **নিয়োগের প্রকৃতি :** তিন মাস সময়কালের জন্য পুরোপুরি চুক্তিভিত্তিক যা প্রয়োজনানুযায়ী বর্ধিত হতে পারে। যদিও সিএমপি-এর পরিষেবা তিন মাস পূরণের আগেই কোনো রকম কারণ না দেখিয়ে বাতিল করা হতে পারে। (৩) অবসরপ্রাপ্ত আইআরএমএস অফিসারগণ/রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তারগণ ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত সিএমপি রূপে নিয়োগের জন্য যোগ্য। (৪) **পারিশ্রমিক :** (ক) প্রত্যেক জেনারেল ডিউটি সিএমপি-এর জন্য প্রতি মাসে ৭৫,০০০ টাকা স্থির। (খ) অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে/রাজ্য/কেন্দ্রীয় সরকারের ডাক্তারগণ প্রতি মাসে ৭৫,০০০ টাকা পাবেন তবে পারিশ্রমিক ও পেনশন মিলিয়ে শেষ বেতনের থেকে বেশী হবে না। (৫) **বয়স :** ০১.০১.২০২০ তারিখে ৫৩ বছরের অধিক নয়। বিশদ বিজ্ঞপ্তি, নিয়ম ও শর্তাবলী এবং আবেদনের বয়ানের জন্য অনুগ্রহ করে লগ অন করুন **www.er.indianrailways.gov.in** (go to division>>Malda>> recruitment page)। আবেদনের বয়ান ইন্টারভিউ-এর দিন উক্ত অফিস থেকেও পাওয়া যাবে।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

বর্তমান

বি. আর. সিং হাসপাতাল, শিয়ালদহতে কন্ট্র্যাকচুয়াল মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার এবং প্যারামেডিক্যাল কর্মী নিয়োগের জন্য ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ

করোনা মহামারীর প্রেক্ষিতে, বি. আর. সিং হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ চুক্তির ভিত্তিতে মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার, প্যারামেডিক্যাল কর্মী নিয়োগ করবেন। প্রয়োজনীয় যোগ্যতাবলী পূরণকারী এবং নির্ধারিত বয়সসীমার ইচ্ছুক মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার, প্যারামেডিক্যাল কর্মীদের **ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ**য়ের জন্য সমস্ত শংসাপত্র সহ রিপোর্ট করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এরূপ নিয়োগের জন্য অবসরপ্রাপ্ত এবং নতুন উভয় ক্ষেত্রের মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার, প্যারামেডিক্যাল কর্মীরা আবেদনের যোগ্য। • **স্থান :** বি. আর. সিং হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪। • **ইন্টারভিউয়ের তারিখ :** ০৩.০৪.২০২০। • **রিপোর্টিংয়ের সময় :** বেলা ১১টা। ইন্টারভিউতে হাজির হবার সময়, ২টি পাসপোর্ট মাপের ফটোগ্রাফ সহ বয়স, যোগ্যতা, মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সমর্থনে প্রাসঙ্গিক নথিপত্রের মূল কপি তথা স্ব-প্রত্যয়িত কপি নিয়ে হাজির হতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ক্রঃ	পদের নাম	শূন্যপদের সংখ্যা
১.	মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার	১২
২.	স্টাফ নার্স	১৪
৩.	ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট/হসপিটাল অ্যাটেন্ড্যান্ট	১৪
৪.	হসপিটাল হাউসকিপিং অ্যাসিস্ট্যান্ট	১৪

• **নিয়ম ও শর্তাবলী : ১. নিয়োগের ধরন :** তিন মাসের জন্য পুরোপুরি চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। ২. ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত অবসরপ্রাপ্ত আইআরএমএস অফিসার/রাজ্য সরকারি, কেন্দ্রীয় সরকারি মেডিক্যাল অফিসার অথবা সদ্য পাশ করা মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার। ৩. ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত রেলওয়ে হাসপাতালের অবসরপ্রাপ্ত প্যারামেডিক্যাল কর্মী অথবা প্রয়োজনীয় যোগ্যতা পূরণকারী নতুন প্যারামেডিক্যাল কর্মী। • **পারিশ্রমিক :** ১. জিডিএমও-র জন্য প্রতি মাসে ৭৫,০০০ টাকা, স্পেশালিস্টদের জন্য প্রতি মাসে ৯৫,০০০ টাকা, সুপার স্পেশালিস্টদের জন্য প্রতি মাসে ১,১৫,০০০ টাকা। ২. প্যারামেডিক্যাল কর্মীদের পারিশ্রমিক নিয়মিত প্যারামেডিক্যাল কর্মীদের মতো একই হবে।

মেডিক্যাল ডিরেক্টর
বি. আর. সিং হাসপাতাল, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪

পূর্ব রেলওয়ে

বর্তমান

পূর্ব রেলওয়ে হাসপাতাল, লিলুয়াতে অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মীদের পুনর্নিয়োগের এবং নতুন প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নম্বর : পিএ/কন/করোনা/২০২০ **তারিখ :** ৩১.০৩.২০২০
করোনা মহামারীর প্রতিরোধে, রেলওয়ে বোর্ডের অর্ডার নম্বর ২০২০/ ই(জিআর)২/কোভিড-১৯/অনুকম্পাভিত্তি/১ তারিখ ২৮.০৩.২০২০ এবং নম্বর ই(এনজি)২/২০০৫/ আরসি-৪/এসপি/২ তারিখ ২৮.০৩.২০২০ অনুসারে, **তিন মাসের জন্য চুক্তির ভিত্তিতে ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মীর পুনর্নিয়োগ** অথবা **প্রয়োজনীয় যোগ্যতাবলী ও বয়সসীমার নতুন প্রার্থীদের নিয়োগের মাধ্যমে** বিভিন্ন ক্যাটাগরির নিম্নলিখিত শূন্যপদ পূরণ করা হবে। ০৭.০৪.২০২০ **তারিখে (মঙ্গলবার) বেলা ১১টায় পূর্ব রেলওয়ে হাসপাতাল, লিলুয়াতে** "ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ" অনুষ্ঠিত হবে। নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন এবং বয়সসীমা আছে এরূপ আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত দিনে ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউয়ের জন্য মূল শংসাপত্র এবং দুটি পাসপোর্ট মাপের ফটোগ্রাফ নিয়ে হাজির হতে পারেন। **ক্রমিক নম্বর ১। ক্যাডার :** স্টাফ নার্স। **পদের সংখ্যা :** [illegible]। **পে ম্যাট্রিক্স লেভেল :** ০৭। ০১.০১.২০২০ **তারিখে বয়স (সংরক্ষিত/ অসংরক্ষিত এবং অন্যান্য শ্রেণিভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নিয়মমাফিক বয়সে ছাড়) :** ২০ থেকে ৪০ বছর। **যোগ্যতা :** স্কুল অফ নার্সিং বা ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল দ্বারা স্বীকৃত অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারিতে ৩ বছরের কোর্স পাশ করা অথবা বি.এসসি. (নার্সিং) পাশ করা রেজিস্টার্ড নার্স অ্যান্ড মিডওয়াইফ হিসেবে শংসাপত্র। **ক্রমিক নম্বর ২। ক্যাডার :** ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড-২। **শূন্যপদ সংখ্যা :** ১। **পে ম্যাট্রিক্স লেভেল :** ০৩। ০১.০১.২০২০ **তারিখে বয়স (সংরক্ষিত/ অসংরক্ষিত এবং অন্যান্য শ্রেণিভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নিয়মমাফিক বয়সে ছাড়) :** ১৮ থেকে ৩৩ বছর। **যোগ্যতা :** বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ এবং স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে মেডিক্যাল ল্যাব টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা (ডিএমএলটি)। **ক্রমিক নম্বর ৩। ক্যাডার :** হাউসকিপিং অ্যাসিস্ট্যান্ট। **পদের সংখ্যা :** [illegible]। **পে ম্যাট্রিক্স লেভেল :** ০১। ০১.০১.২০২০ **তারিখে বয়স (সংরক্ষিত/ অসংরক্ষিত এবং অন্যান্য শ্রেণিভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নিয়মমাফিক বয়সে ছাড়) :** ১৮ থেকে ৩৩ বছর। **যোগ্যতা :** মাধ্যমিক (১০ম মান) পাশ। **নিয়ম ও শর্তাবলী :** ১. পুরোপুরি চুক্তির ভিত্তিতে এই নিয়োগ করা হবে। ২. এরূপ চুক্তিবদ্ধ নিয়োগের জন্য ভবিষ্যতে নিয়মিত চাকরির কোনও অধিকার দাবি করা যাবে না। ৩. ১৪ দিনের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে যে কোনও সময়ে চুক্তিবদ্ধ নিয়োগের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। ৪. নির্দিষ্ট ক্যাটাগরির পদের সংখ্যা অনিবার্য কারণবশত পরিবর্তন হতে পারে। ৫. মনোনীত প্রার্থীদের নির্দিষ্ট অধিক্ষেত্রে (অর্থাৎ, রেলওয়ে ডিভিশনাল/ইউনিটের অধিক্ষেত্র) পোস্টিং মেনে নিতে হবে যেখানে তিনি ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউয়ের জন্য হাজির হয়েছেন এবং কোনও অবস্থাতেই পোস্টিং পরিবর্তনের অনুরোধ গ্রাহ্য হবে না। ৬. তফসিলী জাতি/উপজাতি ভুক্ত প্রার্থীরা ৫ বছর এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত প্রার্থীরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। ৭. চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মী প্রশাসনিক কারণ ছাড়া রেলওয়ে পাস/ পিটিও-র জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না। ৮. উপরোক্ত পারিশ্রমিক ক্যাটাগরির প্রেক্ষিতে উল্লিখিত পারিশ্রমিক এই শর্তে দেওয়া হবে যে কোনও সরকারি আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে না। "নো ওয়ার্ক নো পে" নীতিতে, কর্মস্থলে অনুপস্থিতির জন্য মাসিক পারিশ্রমিক থেকে দৈনিক হারে টাকা কেটে নেওয়া হবে। ৯. প্রার্থীদের ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউয়ের দিনে অর্থাৎ সার্টিফিকেট (যদি থাকে) সমেত সকল শংসাপত্র/মার্কশিট/ প্রশংসাপত্র ইত্যাদির মূল কপি তথা গেজেটেড অফিসার দ্বারা প্রত্যায়িত এক সেট ফটোকপি অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে। ১০. কোনও ভুল উপস্থাপনা/ভুল তথ্য ঘোষণা/জাল শংসাপত্র/জাল প্রশংসাপত্র ইত্যাদি দাখিল করা হলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর প্রার্থীপদ বাতিল করা হবে, পাশাপাশি সময়ে তাদের সরকারের প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ১১. পদের দিন পর্যন্ত ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ চলবে সেক্ষেত্রে প্রার্থীদের থাকার জন্য নিজেদের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই দিনে নতুন করে আবেদন নেওয়া হবে না। ১২. ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত রেলওয়ে হাসপাতালের অবসরপ্রাপ্ত প্যারামেডিক্যাল কর্মীরা এবং উপরিলিখিত মতো প্রয়োজনীয় যোগ্যতার এবং বয়সসীমার নতুন প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন।

চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, লিলুয়া

পূর্ব রেলওয়ে

এই সময়

'বর্তমান'-এর মতো 'এই সময়'-কেও তিনটে বিজ্ঞাপনই দিয়েছে। কেবল 'বর্তমান'-এর কাঁচরাপাড়ার জায়গায় 'এই সময়'-এ আছে লিলুয়ার বিজ্ঞপ্তি। বাকি দুটো একই। এখনকার মতো এই কঠিন সময়ে রেলওয়ের অনেক কথা জানানোর আছে, খবরের কাগজেরও তা-তে দুটো প্রাপ্তি হয়। হয়তো সময় এখন খুবই খারাপ। 'গণশক্তি'তে আজ কোনো বিজ্ঞাপন নেই আগেই বলেছি। বাকি রইল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। এখানে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের যে বিজ্ঞপ্তি আছে, তা 'বর্তমান' থেকে শুরুতেই উদ্ধৃত করেছি। রেলের একটা করোনায়িত বিজ্ঞাপন দেখাই। 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর পাতায় রয়েছে এই বিজ্ঞাপন। বিষয়: অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সহজ লভ্যতা বজায় রাখার জন্য পার্সেল ট্রেন। আর একটি করোনায়িত বিজ্ঞাপনও

অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সহজ লভ্যতা বজায় রাখার জন্য পার্সেল এক্সপ্রেস ট্রেন

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহজ লভ্যতা বজায় রাখার জন্য এক্সপ্রেস ট্রেনের নিম্নলিখিত রুট ও সময়সূচী অনুযায়ী পার্সেল এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচল করবে :-

নিউ দিল্লী-হাওড়া এবং ফিরে আসা (পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায়-ধানবাদ হয়ে) (নিউ দিল্লী থেকে বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ০২.০৪.২০, ০৯.০৪.২০ ও ১৬.০৪.২০ এবং হাওড়া থেকে শনিবার অর্থাৎ ০৪.০৪.২০, ১১.০৪.২০ ও ১৮.০৪.২০)

নিউ দিল্লী-হাওড়া		স্টেশন	হাওড়া-নিউ দিল্লী	
পৌঁছাবে	ছাড়বে		পৌঁছাবে	ছাড়বে
-	০৭.০০	নিউ দিল্লী	১৭.২০	-
১৩.৩০	১৩.৪০	কানপুর গুডস্ মার্শালিং ইয়ার্ড	১০.২২	১০.৩২
১৬.৩০	১৬.৪০	প্রয়াগরাজ জং	০৭.৫০	০৭.৫৫
১৯.২৩	১৯.৩৮	পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায়	০৫.০৫	০৫.১৫
০১.৪০	০২.০০	ধানবাদ	২২.৩৫	২২.৫৫
০৬.২৫	-	হাওড়া	-	১৮.৩৫

নিউ দিল্লী-হাওড়া এবং ফিরে আসা (পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায়-পাটনা-ঝাঝা-আসানসোল হয়ে) (নিউ দিল্লী থেকে সোমবার অর্থাৎ ০৬.০৪.২০ ও ১৩.০৪.২০ এবং হাওড়া থেকে বুধবার অর্থাৎ ০৮.০৪.২০ ও ১৫.০৪.২০)

নিউ দিল্লী-হাওড়া		স্টেশন	হাওড়া-নিউ দিল্লী	
পৌঁছাবে	ছাড়বে		পৌঁছাবে	ছাড়বে
-	০৭.০০	নিউ দিল্লী	১৭.২০	-
১৩.৩০	১৩.৪০	কানপুর গুডস্ মার্শালিং ইয়ার্ড	১০.২২	১০.৩২
১৬.৩০	১৬.৪০	প্রয়াগরাজ জং	০৭.৫০	০৭.৫৫
১৯.২৩	১৯.৩৮	পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায়	০৫.০০	০৫.১৫
২৩.০০	২৩.১৫	পাটনা	০১.০৫	০১.২০
০২.৪৫	০২.৫০	ঝাঝা	২২.০০	২২.০৫
০৫.৩০	০৫.৪০	আসানসোল	১৯.১০	১৯.২০
০৮.৪০	-	হাওড়া	-	১৬.০০

যশবন্তপুর-চেন্নাই-হাওড়া এবং ফিরে আসা (যশবন্তপুর থেকে বুধবার এবং শনিবার অর্থাৎ ১/০৪, ৪/০৪, ৮/০৪, ১১/০৪, ১৫/০৪, ১৮/০৪/২০২০ এবং হাওড়া থেকে শুক্রবার এবং সোমবার অর্থাৎ ৩/০৪, ৭/০৪, ১০/০৪, ১৩/০৪, ১৭/০৪, ২০/০৪/২০২০)

যশবন্তপুর-হাওড়া	স্টেশন	হাওড়া-যশবন্তপুর
১১.০০	যশবন্তপুর	১৩.০০
১৪.০০	জোলারপেট্টাই	১০.০০
১৭.৫০/১৮.০০	চেন্নাই সেন্ট্রাল	০৬.০০/০৭.০০
২১.০০	গুন্টুর জং	০৩.৩০
০৬.৩০	দুভাডা	১৮.৩০
১৬.৩০	ভদ্রক	০৯.৩০
২০.০০	হাওড়া	০৬.০০

সেকেন্দ্রাবাদ-হাওড়া এবং ফিরে আসা (সেকেন্দ্রাবাদ থেকে বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ০২.০৪.২০ ও ০৯.০৪.২০ এবং হাওড়া থেকে শনিবার অর্থাৎ ০৪.০৪.২০ ও ১১.০৪.২০)

সেকেন্দ্রাবাদ-হাওড়া		স্টেশন	হাওড়া-সেকেন্দ্রাবাদ	
পৌঁছাবে	ছাড়বে		পৌঁছাবে	ছাড়বে
-	২২.২০	সেকেন্দ্রাবাদ	১৮.০০	-
০০.০৫	০০.১৫	কাজীপেট	১৫.২০	১৫.৩০
০৪.৪৫	০৫.৩০	বিজয়ওয়াড়া	১১.৩০	১২.০০
০৬.১৫	০৬.২৫	ইলুরু	১০.৪০	১০.৫০
০৮.০৫	০৮.১৫	রাজামুন্দ্রি	০৯.০০	০৯.১০
১১.৩০	১১.৪০	আনাকাপল্লী	০৬.২০	০৬.৩০
১৩.০০	১৩.০৫	সিমাচলম নর্থ	০৫.১০	০৫.১৫
২০.৫৫	২১.০০	ভুবনেশ্বর	২২.৫০	২২.৫৫
২৩.২০	২৩.২৫	ভদ্রক	২০.২০	২০.২৫
০৪.০০	-	হাওড়া	-	১৬.০৫

সাঁকরাইল-কামাখ্যা এবং ফিরে আসা (সাঁকরাইল থেকে শনিবার অর্থাৎ ০৪.০৪.২০ এবং কামাখ্যা থেকে সোমবার অর্থাৎ ০৬.০৪.২০)

সাঁকরাইল-কামাখ্যা		স্টেশন	কামাখ্যা-সাঁকরাইল	
পৌঁছাবে	ছাড়বে		পৌঁছাবে	ছাড়বে
-	১৮.৩০	সাঁকরাইল গুডস্ টার্মিনাল ইয়ার্ড	০০.১৫	-
২০.১০	২০.২০	ডানকুনি	২২.৪০	২২.৫০
২১.৩০	২১.৪০	বর্ধমান	২১.০০	২১.৩০
২২.১৫	২২.২৫	বোলপুর শান্তিনিকেতন	২০.০০	২০.১০
২৩.৫৫	০০.০৫	রামপুরহাট	১৮.০০	১৮.৩০
০৫.০০	০৫.৩০	মালদা টাউন	১২.৩০	১৩.০০
০৯.৫০	১০.২০	নিউ জলপাইগুড়ি	০৭.৪০	০৮.১০
১২.৫০	১৩.২০	নিউ কোচবিহার	০৫.০০	০৫.১০
১৫.৩৫	১৬.০৫	নিউ বঙ্গাইগাঁও	০২.৪০	০২.৫০
১৯.৩০	-	কামাখ্যা	-	২৩.৩০

উক্ত পরিষেবার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য : (১) প্রদত্ত পরিমাণ নির্বিশেষে ট্রাফিক গ্রহণ করা হবে। (২) পার্সেল এক্সপ্রেসের মধ্যবর্তী স্টপেজের জন্য পণ্য বুকিং করা যেতে পারে। (৩) পার্সেল এক্সপ্রেসে কোনো যাত্রীকে অনুমতি দেওয়া হবে না। আগ্রহী ব্যক্তিদের চিফ পার্সেল অ্যান্ড লাগেজ ইন্সপেক্টর, হাওড়া (ফোন নম্বর ৯০০২০২২৯৭৫) অথবা সংশ্লিষ্ট চিফ পার্সেল সুপারভাইজার-এর সাথে এই রুটে তাঁদের পণ্য সরবরাহের বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আরো বিশদ অনুসন্ধান-এর জন্য অনুগ্রহ করে নিঃসঙ্কোচে ৯০০২০২২৯৬০ (হাওড়া), ৯০০২০২১৯৬৪ (শিয়ালদহ/কলকাতা), ৯০০২০২৩৯৬২ (আসানসোল) এবং ৯০০২০২০৯৭১ (হেড কোয়ার্টার)-এর নম্বরে যোগাযোগ করুন।

কোভিড-১৯ এর সাথে লড়াই করার জন্য আসুন একত্রিত হই।

চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (এফএম)

পূর্ব রেলওয়ে

সংবাদ প্রতিদিন

রয়েছে প্রথম পাতায়—

সংবাদ প্রতিদিন

পয়লা এপ্রিলের বিজ্ঞাপন পরিক্রমা শেষ করলাম। যেতে যেতে 'আজকাল'-এর প্রথম পাতায় 'জনস্বার্থে প্রচারিত' একটা বিজ্ঞাপন দেখাই—

আজকাল

মুখ্যমন্ত্রী সজাগ

সঙ্গে থাকুন
ভরসা রাখুন

জনস্বার্থে প্রচারিত

॥ ২ এপ্রিল ২০২০ বৃহস্পতিবার ॥

একটা বিজ্ঞপ্তি দিয়েই আজকের দিনলিপি শুরু করলাম। তারপর ‘লাইনে নয়, [...] অনলাইনে’। যাই হোক কী আর করা? তবে, একটা ব্যাপার দেখছি যে, বিজ্ঞাপন দিন-দিন কমে আসছে কাগজে। আজকেই যেমন প্রায় ফাঁকা ফাঁকা দেখাচ্ছে আপনাদের। পরপর দু-একটা যা আছে হাজির করছি বিনা মন্তব্যে। দিন খুব খারাপ।

সংবাদ প্রতিদিন

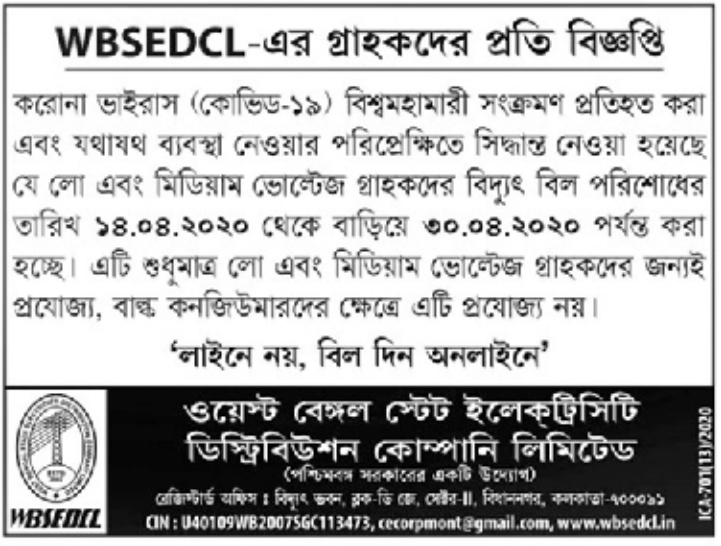

সংবাদ প্রতিদিন

॥ ৩ এপ্রিল ২০২০ শুক্রবার ॥

করোনামুখর বিজ্ঞাপনের আকাল চলছে কাগজে-কাগজে। অ-করোনারও অবস্থা তথৈবচ। বরং কেউ-কেউ তবু করোনার দোহাই দিয়ে দু-একটা বিজ্ঞপ্তি বা বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। তার থেকেই যে-ছবিটা হাজির হচ্ছে, তার বিচারে বলা যায়, অবস্থা খুবই খারাপ। এই করোনা এসে সব লন্ডভন্ড করে দিয়েছে।

যে ৬টা কাগজ আমি দেখি, সব মিলিয়ে তার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৪ আজ। এই মোট ৫৪ পাতায় তিনটে ছোটো বিজ্ঞপ্তি আর তিনটে বিজ্ঞাপন আজ খুঁজে পেয়েছি বলার মতো। এর মধ্যে রেলের একটা 'বাতিল' বিজ্ঞপ্তি আজও আছে। একটা 'সংশোধনী'ও আছে। আর তিনটে বিজ্ঞাপন আছে। তবেই একটা 'খুকুমনি'। নিয়ে এসেছে সতর্কবার্তা—

বর্তমান

আনন্দলোক

ডিকে-৭/৩, সল্টলেক, কোলকাতা-৯১

করনা মহামারী ও আনন্দলোক এর বিশেষ সহায়তা

করনা মহামারী সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে। দিন মজুর ও ছোট দোকানদারদের আয় এত কমে গেছে যে তারা বিদ্যুৎ-এর বিল, ছেলেমেয়েদের স্কুলের মাইনা দিতে পারছেন না। রেশন তোলার পয়সাও অনেকের নেই।

মহামারীর এই অন্ধকার দিনগুলিতে আনন্দলোক এই সব মানুষকে সাহায্য করার শপথ নিয়েছে।

আপনারা যারা উপরের সমস্যাগুলিতে ভুগছেন, তাদের আমরা অনুরোধ করছি তারা যেন অবিলম্বে আনন্দলোকের কর্নধার শ্রী দেব কুমার সরাফ অথবা তার সহকারী ডলি রায় কে নিচের নম্বার-এ ফোন করেন ✆ ৮৩৩৫০৫৫৪৩৭

দেব কুমার সরাফ

আনন্দবাজার

আপনারাও সুস্থ থাকুন আমরাও অক্ষয় হই—এই হল বলার কথা। আলতা-সিঁদুর ও করোনা এভাবেই একে অপরকে জড়িয়ে আছে। সবাই মানুষের কথা ভাবছেন এখন। সবই জনস্বার্থে প্রচারিত। সমাজে এখন একটা উদার বাতাস বইছে (‘করনা মহামারী ও আনন্দলোক এর বিশেষ সহায়তা’)।

খুবই সাধু উদ্যোগ।

মানুষের বিপন্নতায় মানুষই যদি পাশে না দাঁড়ায় তবে কীসের মনুষ্যত্ব! বিজ্ঞাপনের বয়ানেও বেশ একটা সক্রিয় আন্তরিকতা আছে। এই করোনাকালেও কেউ কেউ যে এমন সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তা খুবই আনন্দের কথা। বলার মতো কাথাও বটে।

মানুষকে বাঁচাতে, দেশকে বাঁচাতে, মানবতাকে সুরক্ষিত রাখতে অনেকেই এখন সক্রিয় হয়েছেন।

এবার আসুন একটা বিজ্ঞপ্তি দেখি আজকের আজকের ‘আনন্দবাজার’-এ, সাময়িক চুক্তিভিত্তিক চিকিৎসক নিয়োগের—

সাময়িক ভিত্তিতে চুক্তিভিত্তিক চিকিৎসক নিযুক্তির সাক্ষাৎকারের জন্য সংশোধনী

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে সিএমপি হিসেবে ৬৫ বছর বয়সের কম অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের নিযুক্তির জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নং. ই/ ২২৭/ আরইসিটিটি. সিএমপি/ এপি-১৮, তারিখ ৩০.০৩.২০২০-এর মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তন করা হয়েছে:

১. প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের পরিবর্তে, ০৮-০৪-২০২০ তারিখের সকাল ১১.৩০ টায় হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও মাধ্যমে অনলাইন সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা হবে।

অনলাইন সাক্ষাৎকারের বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

২. সিএমপি-এর নিযুক্তির সময়সীমা নিযুক্তির তারিখ থেকে এক মাসের পরিবর্তে তিন মাস হবে।

আরও অধিক বিবরণ ও আপডেটের জন্য অনুগ্রহ করে www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিআরএম (পি), আলিপুরদুয়ার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আনন্দবাজার

মানবতার উদাহরণ গত কয়েকদিন ধরেই 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর প্রথম পাতায় দেখছি। আজও আছে। সবই করোনার খেলা। দেখুন—খুব ভালো। খুবই ভালো। এটা দেখে দিনলিপি শেষ করছি। সবাই সচেতন থাকবেন। সজাগ থাকবেন। ভালো থাকবেন।

সংবাদ প্রতিদিন

॥ ৪ এপ্রিল ২০২০ শনিবার॥

কোথাও কোনো বিজ্ঞাপন নাই। দিকে দিকে শুধু নাই। নাই। নাই। প্রখর দারুণ অতি করোনাদগ্ধ দিন। আশার আলো দুটো বিজ্ঞপ্তি আর একটা 'জনস্বার্থে প্রচারিত' বিজ্ঞাপন। পরপর দেখে নিন। ভালো থাকবেন।

WEST BENGAL MUNICIPAL SERVICE COMMISSION
149, A.J.C Bose Road, Kolkata-700014
Website : www.mscwb.org

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

In view of Lock Down imposed by the Government due to COVID-19 the ongoing Advertisement Nos.1 of 2020 and from 5 to 12 of 2020 of Different Category of posts under Kolkata Municipal Corporation, Advertisement No.-2 of 2020 Gazoldoba Development Authority, Advertisement No.-3 of 2020 Furfura Sharif Development Authority and Advertisement No.-4 of 2020 Patharchapuri Development Authority, the last Date for Registration for On-Line Application which were scheduled to 07.04.2020 & 15.04.2020 respectively is hereby extended up to 15.05.2020. The candidates subsequently called for Interview / Personality Test for different category of posts under K.M.C. (Advertisement Nos. from 1 of 2020 and from 5 to 12 of 2020) will be required to submit a Bond (₹50/- Non-Judicial Stamp Paper) at the time of Personality Test / Interview to the effect that they will arrange for temporary lodging /shelter in Kolkata for doing Emergency duty as and when may be required by the K.M.C Authorities. The other Terms and Conditions of the said Advertisements will remain unchanged.

For detailed information All concerned are requested to follow the above website.

Secretary

এই সময়

রেলের মতো কলকাতা পুরসভাও চাকরির বিজ্ঞাপন এবং সাক্ষাৎকার ও নিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েছে due to COVID - 19।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট শাখা, ৪, এন সি দত্ত সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০১

গাড়ি নিলামের সম্প্রসারিত তারিখ

২১.০৩.২০২০ তারিখে এই সংবাদপত্রে গাড়ির নিলাম ০৫-০৪-২০২০ তারিখে নির্ধারিত এই মর্মে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর প্রাদুর্ভাব এবং দেশজোড়া লকডাউনের পরিস্থিতির জন্য উপরিউক্ত নিলাম ১৭-০৪-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

তারিখ: ০৪.০৪.২০২০
স্থান: কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সংবাদ প্রতিদিন

ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে গাড়ি কিনে ঠিক মতো ইএমআই জমা দিতে না-পারলে, সেইসব গাড়ি নাকি ব্যাঙ্ক নিলামে চরায়। আবার এদেশের কিছু ব্যবসায়ী এত টাকা ঋণ নিয়ে বিদেশে পালিয়ে যায় যে, সেই ব্যাঙ্কগুলোই দেউলিয়া হয়ে পড়ে। খুবই ভালো। একে বলে চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া। থাক গে। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খোঁজে সময় নষ্ট না-করাই ভালো।

'আজকাল'-এর জনস্বার্থে প্রচার দেখুন—

আজকাল

॥ ৫ এপ্রিল ২০২০ রবিবার ॥

“আজ রাত ৯টায় গোটা দেশকে ৯ মিনিটের জন্য ঘরের আলো নিভিয়ে রেখে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে মহাশক্তি’কে জাগ্রত করতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।”

‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র প্রথম পাতার খবর এটা। ‘আনন্দবাজার’-এর তিনের পাতায়, পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন রয়েছে এভারেডির। একটা লাল রঙের টর্চ উপরের দিকে মুখ করে জ্বলছে। অন্ধকার কালো ঘন ব্যাকগ্রাউন্ড। আলোর রশ্মিতে জ্বলছে একটা বয়ান, ‘জ্বলে উঠুক আশার আলো নিভে যাক ভয়’। লাল রঙের টর্চের ঠিক নীচে রয়েছে, ‘আজ রাত ৯টা। ৯ মিনিট’। আর বিজ্ঞাপনের মাথায়,‘EVEREADY / GIVE ME RED’।

আজ ‘আনন্দবাজার’-এর খবরে নরেন্দ্র মোদী। বিজ্ঞাপনে এভারেডি। দুইয়েরই মুল কথা আলো। ঘরের আলো না-জ্বালিয়ে টর্চ জ্বালো জ্বালো।

যে ৬টা কাগজ নিয়ে রোজ বসি, তাদের নিয়েই বসেছি। আজ ‘সংবাদ প্রতিদিন’, ‘আজকাল’ আর ‘গণশক্তি’তে রবিবারের পাতা নেই। ‘বর্তমান’, ‘এই সময়’, ‘আনন্দবাজার’-এ আছে। তবে, ‘বর্তমান’ ‘আনন্দবাজার’-এর সেই পাতার বহর কম। এবং আজকেও বিজ্ঞাপন নেই কিছুই। মাত্র ক-টা। একটার কথা তো বললাম। ‘আনন্দবাজার’-এ ‘ইত্যাদি’-তে ‘বই’-এর যে বিজ্ঞাপন

থাকে সেখানে একটা মজার বিজ্ঞাপন আছে। ‘বই প্রকাশ করুন’। দেখুন।

এ একেবারে কাব্যে মোড়া করোনা যেন। তবে, এই বিজ্ঞাপনের দৌলতে

জানা গেল বর্ষবরণ আসছে। চৈত্র সেল তো এবার জলে গেছে। কত লোকের মাথায় হাত। তবু এই বিজ্ঞাপনের সূত্রেই পয়লা বৈশাখের কথা মনে পড়ল এবং অবধারিতভাবেই হাজির হল একটা বিজ্ঞাপন, যা ওপরের বিজ্ঞাপনের সঙ্গেই 'ইত্যাদি'র পাতায় আছে।

চতুর্দিকের এই থমথমে আতঙ্কের মধ্যে যেন একটু প্রাণসঞ্চার হল। একটা নতুনের খবর এল পঞ্জিকার এই বিজ্ঞাপন

মারফত। বাংলা নববর্ষ আর নতুন পঞ্জিকা— এ তো বাঙালির সেরা যুগলবন্দি। হ্যাঁ, বলে রাখি আজ হল ২২ চৈত্র। ১৪২৬ সন। এ সময় কাগজের পাতায়-পাতায় কেবল চৈত্র সেলের বিজ্ঞাপন থাকে। কত রকমের পণ্য। কত রকমের বিজ্ঞাপন। সব এখন করোনার গ্রাসে অনুপস্থিত। এখন যেটুকু যা বিজ্ঞাপন, সবই করোনাময়। চৈত্র সেলের বদলে এখন চলছে করোনা সেল। একটা বিজ্ঞাপন এবং একটা বিজ্ঞপ্তি দেখুন। নতুন দিনের নতুন 'সেল' দেখুন—

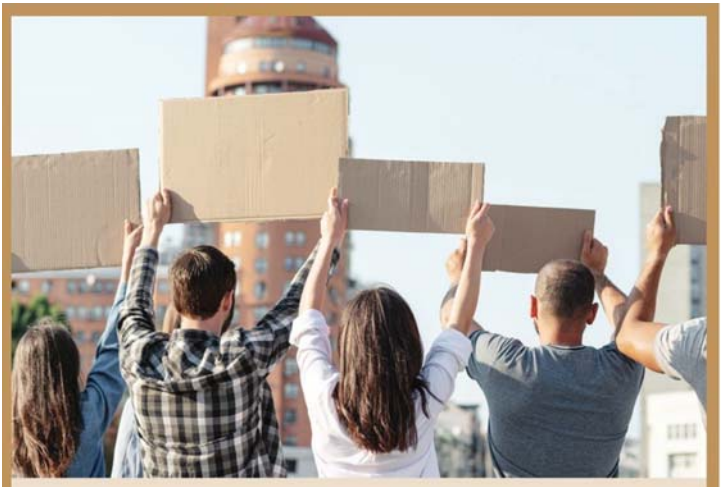

আলোর পথযাত্রী

'আমরা শক্তি, আমরা বল, আমরা ছাত্রদল।'

সারা দুনিয়ায় যে কোনও দুর্যোগ বা বিপর্যয়ে সবার আগে এগিয়ে আসে ছাত্ররাই। সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে, বুক চিতিয়ে লড়াই করে এই তরুণ তুর্কিরাই। আতঙ্কের অন্ধকার পার করে, আলোর পথ দেখাতে শেখায় ছাত্রছাত্রীরাই। দেশকে এঁরাই চিনিয়ে দেয় অগ্রগতির দিশা। তাই তো বর্তমান সময়ের 'ভাইরাস' নভেলকরোনা মোকাবিলায় এই ছাত্রদলই পারবে দেশ ও দেশবাসীকে বিপন্মুক্ত করতে। কোভিড-১৯ এর আক্রমণে হওয়া মৃত্যুমিছিল রুখে দিয়ে, মানুষের মুখে ফের হাসির ঝলক ফুটিয়ে তুলতে আমরা আজ ঐক্যবদ্ধ। লকডাউনের স্তব্ধতাকে 'গুডবাই' জানিয়ে আবারও দেশকে গতিময় রাস্তা দেখানোর ক্ষমতা রয়েছে শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই। সোশ্যাল ডিসট্যান্সিংয়ের মাধ্যমে সমাজকে সচেতন করার সঠিক নকশার খোঁজ দিয়ে জয়ের গান শোনাতে পারে একমাত্র ছাত্র-ছাত্রীরাই।

এই কঠিন সময়ে দেশবাসীর কাছে এই ছাত্রসমাজেরই আবেদন

- ঘরের মধ্যেই থাকুন
- বাইরে বের হলে হাত, মুখ ঢেকে রাখুন।
- জমায়েত এড়িয়ে চলুন
- এক মিটার দূর থেকে কারও সঙ্গে কথা বলুন।
- স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার রাখতে হবে।
- জ্বর, সর্দিকাশি হলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

অযথা আতঙ্কিত হবেন না। করোনা মানে মৃত্যু নয়।

ঘরে বসে পড়া, সঙ্গে করোনার বিরুদ্ধে লড়া আজ আমাদের শপথ। আমরা জিতবই।

JIS

-এর ছাত্রছাত্রীরা

সংবাদ প্রতিদিন

#MaskIndia

মাস্ক পরলে করোনা-সংক্রমণ ঠেকানো যায়, বিশ্বজুড়ে বাড়তে থাকা এই বিশ্বাসের মধ্যেই 'মাস্ক ইন্ডিয়া' প্রচার শুরু করছে এই সময়-টাইমস অফ ইন্ডিয়া। ভারতে অনেক জায়গাতেই মাস্কের অমিল। তাই নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাড়িতেই মাস্ক বানাতে আহ্বান জানানো হচ্ছে পাঠকদের। আপনাদের বাড়িতে বানানো মাস্কের ছবি হ্যাশট্যাগ #MaskIndia সহ পাঠান আমাদের। maskindia.com-এর পাশাপাশি এই সব ছবি নিয়মিত প্রকাশ করবে 'এই সময় সংবাদপত্র'।

এই সময়

আবার কাল। আজ ছুটি।

॥ ৬ এপ্রিল ২০২০ সোমবার ॥

গতকাল রাত ৯টায় ৯ মিনিট ধরে কী হয়েছে একবার দেখে নিন:

বাজি ফাটিয়ে ধৃত ৯৮

ফাটল বাজি, উড়ল ফানুস।

কেউ মোবাইলের টর্চ জ্বেলে উঠে গেলেন আবাসনের ছাদে, কেউ প্রদীপ জ্বালালেন বারান্দায়। পরিবেশ বিধি জলাঞ্জলি দিয়ে কোথাও সার দিয়ে জ্বালানো হল টায়ার। রাস্তায় মিছিল করে দেওয়া হল 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিও। তবে আলো নিভিয়ে প্রদীপ জ্বালানোর আহ্বানে সাড়াও দেননি রাজ্যের অনেকে।

দু'সপ্তাহ আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ডাকে 'জনতা-কার্ফু'র বিকেলে শারীরিক দূরত্ব-বিধির তোয়াক্কা না-করে ঢাকঢোল নিয়ে 'হুজুগে' মেতে রাস্তায় নেমেছিলেন অনেকে। আর রবিবার রাত পৌনে ন'টা থেকেই কলকাতার নানা জায়গা থেকে শব্দবাজি ফাটার অভিযোগ আসতে শুরু করে। সঙ্গে পরিবেশ বিধি উড়িয়ে ফানুস ওড়ানো। জনতা-কার্ফুর দিনের মতোই এর সঙ্গে যুক্ত হয় কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে রাস্তায় ঘোরা। অনেককেই মাঝরাস্তায় বাজি ফাটাতে দেখা যায়। বেশ কয়েকটি বহুতলের ছাদের রং বদলে যায় ধোঁয়া আর আলোয়।

দূরত্ব বজায় রেখে ছোঁয়াচ বাঁচানোর চেষ্টার বদলে দল বেঁধে ছাদে উঠে শব্দবাজি ফাটানো দেখে অনেকেরই প্রশ্ন, এই কি মারণ রোগের সঙ্গে লড়াই? ওই সময়ে লকডাউন ভাঙার অভিযোগে কলকাতা পুলিশ ৪৫ জনকে গ্রেফতার করেছে বলে খবর। আর নিয়ম ভেঙে বাজি ফাটানোর অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে ৯৮ জনকে। ঘড়ি ধরে রাত ৯টায় যে কর্মসূচি শুরুর কথা ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যের অনেক জায়গায় সেই সময়ের আগেই শুরু হয়ে যায় দীপ জ্বালানো। নির্ধারিত সময় পেরিয়েও

তা চলতে থাকে অনেক ক্ষণ। ঝাড়গ্রামে জরুরি পরিষেবার যে দোকানগুলি খোলা ছিল, তার কয়েকটিও আলো নিভিয়ে দেয়। 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিয়ে মিছিল হয় খড়্গপুরে। একই ধ্বনি শোনা গিয়েছে কলকাতার কাছে বালি-বেলুড়ে। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে বাজি পুড়েছে। বিভিন্ন গ্রামে ট্রান্সফর্মারের 'সুইচ' নামিয়ে দিয়ে গ্রাম জুড়ে অন্ধকার নামিয়ে আনার খবর মিলেছে। একই অভিযোগ এসেছে নদিয়া থেকেও। রামপুরহাটেও বহু পথবাতির সংযোগ কেটে আঁধার নামানোর অভিযোগ উঠেছে। বাসিন্দাদের একাংশের ক্ষোভ, এর ফলে অনেক বাড়িতে কেবল টিভির সংযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

বোলপুরের নানা জায়গায় মুহুর্মুহু শব্দবাজি ফেটেছে। অনেক জায়গায় রাস্তায় সার দিয়ে টায়ারও জ্বালানো হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরে বাজির আওয়াজে কান পাতা ছিল দায়। হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান হোক বা পুরুলিয়া-বাঁকুড়া— ছবি কমবেশি একই রকম— অকাল দীপাবলির! ('আনন্দবাজার', পৃ ১)

প্রধানমন্ত্রীর ডাকে জনতা কত কিছু করলেন। কাগজে-কাগজে প্রথম পাতায় খবরে খবরে ছয়লাপ। 'এই সময়' লিখেছে—

মোদীর দীপাবলি

'সংবাদ প্রতিদিন'-এর হেডিং—

ঘরে ঘরে জ্বলল একতার আলো

'আজকাল' লিখেছে—

রাত ৯টায় অকাল দীপাবলির উৎসব!

'বর্তমান' লিখেছে—

দীপ জ্বালার উৎসবে দেদার শব্দবাজি

আর ‘গণশক্তি’র খবর,

আলোয় বাজিতে ব্যালকনির দেশপ্রেম

খবরে লিখেছে—

> এদিনই সরকারী হিসাবে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৩। কোভিড-ট্র্যাকার অনুযায়ী ১১৮। এই মৃতদের প্রতি কোনো সম্মান প্রদর্শনের ধার ধারেননি অনেকেই। নীরবে মোমবাতি নিয়ে দাঁড়াননি। বরং খোশমেজাজে, বসন্তের ফুরফুরে বাতাসে বাড়িতে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বাসের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বহুতলে থাকা উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্তদের একাংশ সেলফি তুলে ভরিয়ে দিয়েছেন। ব্যালকনিতে দাঁড়াতে বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের ৮০ ভাগ মানুষের বারান্দাই নেই তো ব্যালকনি! শেষ পর্যন্ত ব্যালকনির দেশপ্রেমে পরিণত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর এই সর্বশেষ চমকটি।

এই রকম ঘটনা দেশে আগে ঘটেনি। এ সব একেবারেই নতুন ব্যাপার। তাই ‘আনন্দবাজার’ আরেকটা খবরে লিখেছে, ‘করোনা? হুল্লোড়ে বোঝা দায়’। খবরের খানিকটা পড়ছি,

> ‘হ্যাপি দিওয়ালি!’ করোনার চোখরাঙানির সামনে স্তব্ধ দেশ যে ভাবে হঠাৎ আলো-বাজি-পটকায় মেতে উঠল, তাতে সত্যিই ধাঁধা লেগে যাবার জোগাড়। গত ২২ মার্চ জনতা কার্ফুর দিনে বাড়ির বারান্দা থেকে হাততালি দিতে বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অনেক জায়গায় কাঁসর-ঘণ্টা-থালা নিয়ে মিছিল পর্যন্ত বার করে ফেলেছিল অতি উৎসাহী জনতা। আর আজ রাত ন’টায় ন’ মিনিটের জন্য ঘরের আলো নিভিয়ে প্রদীপ, মোমবাতি জ্বালানোর ডাকে সঝড়া দিতে গিয়ে তাঁরা ফাটালেন দেদার পটকা, আতসবাজি। যে দেশ করোনার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে গত দুসপ্তাহ বাড়িবন্দি তার প্রতি ঘরে একঘেয়েমি বাসা বাঁধা স্বাভাবিক। তা কাটাতে সামান্য সুযোগে হুল্লোড়ও হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু

প্রতিদিন করোনা যে বাসা বাঁধছে কয়েকশো মানুষের শরীরে, কত দিনে দেশ স্বাভাবিক হবে বা অর্থনীতির হাল কী হবে, তা যে অজানা — রাত ন'টায় অন্তত তার আঁচ মিলল না।

খুবই হতাশাজনক এবং উদ্বেগজনক। যাক, যা হবার হচ্ছে। দেখছি। এবার বিজ্ঞাপন দেখা যাক—বিজ্ঞাপনের পর দেখুন আরও একটা বিজ্ঞাপন—

সংবাদ প্রতিদিন

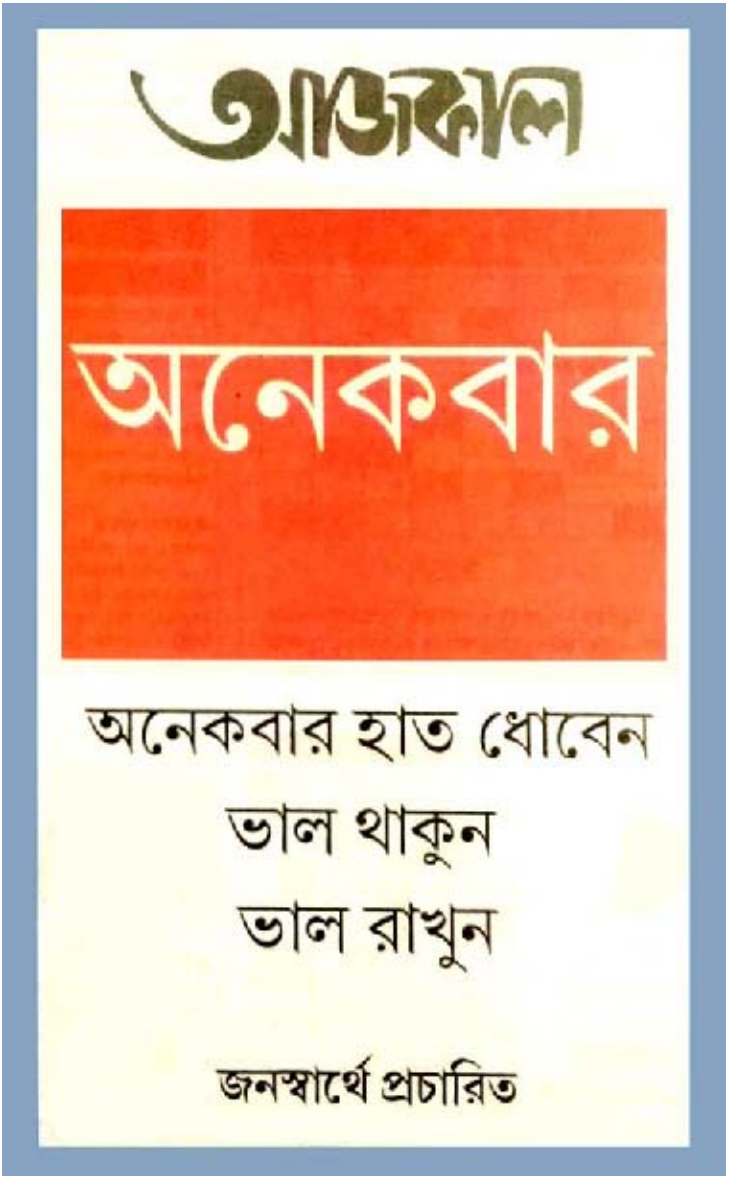

আজকাল

॥ ৭ এপ্রিল ২০২০ মঙ্গলবার ॥

সত্যি বলছি করোনা না-এলে জানতেই পারতাম না এতজনের জনস্বার্থে এত কথা বলার বা প্রচার করার আছে বা থাকে। করোনা যেন মনোজ মিত্রের ওই নাটকটার নামের মতো --- 'চোখে আঙুল দাদা' ! চারিদিকে জনস্বার্থের বান ডেকেছে। বেশ একটা মানবতাবাদী আবহাওয়া। দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদী ঝড়ের সম্ভাবনা আছে। একটা বিজ্ঞাপন—

সংবাদ প্রতিদিন

‘সংবাদ প্রতিদিন’ পত্রিকার প্রথম পাতায় ডানদিকের একেবারে নীচে করোনাময় এই বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। এবং এই ধরনের বিজ্ঞাপন প্রতিদিনই প্রায় থাকছে। সেই দেখেছিলাম বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসের বিজ্ঞাপন মনে আছে। করোনার আগমন এবং জনস্বার্থমাখা সেই বিজ্ঞাপনের স্পেস-এই প্রতিদিন একটা করে ‘Public awarness intiative’ দেখতে পাচ্ছি। চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। প্রাণে আরাম হচ্ছে। কত জ্ঞান বৃদ্ধিও হচ্ছে। এই যেমন এখানেই একটু আগে হল, ‘যাঁদের হার্টের পাম্পিং খারাপ বা হার্টের কার্যক্ষমতা দুর্বল, উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, অতিরিক্ত ওজন ইত্যাদি রিস্ক ফ্যাক্টর রয়েছে তাঁরা খুব সাবধানে থাকুন’।

আমার এখন সত্যজিৎ রায়ের ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ মনে পড়ে গেল। সেই যে শর্মিলা ঠাকুরদের বাড়িটার সামনে যখন সৌমিত্ররা ‘ঘুরঘুর’ করছিল, তখন সেই বাড়ির বাচ্চাটা জিজ্ঞেস করেছিল, “তোমরা কারা?” তার প্রশ্নের উত্তরে রবি ঘোষ বলেছিল, “আমরা তো মানুষ”। পাশ থেকে শুভেন্দুর সেই মন্তব্য, “ভাগ্যিস বললি!” আমার একথাটাই মনে হল। সাবধানে থাকতে বলেছে কিনা তাই! যেন করোনা না-এলে এসব ক্ষেত্রে ‘Public’ অসাবধানে থাকে। বিজ্ঞাপন দেওয়ার কত রকমের অজুহাত। আমার লেখার মতো। যাক গে। পরের ‘জনস্বার্থ দেখুন এবার, প্রথমে মাস্ক বানানোর কৌশল এবং পরে বিজ্ঞাপন (‘এই সময়’)—

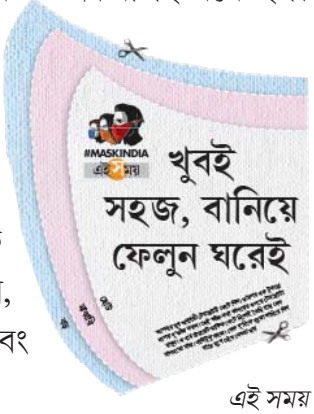

এই সময়

এইসময়

নিজেই বানান নিজের মাস্ক।

বানান আশা দিয়ে।
বানান বিশ্বাস দিয়ে।
বানান বাড়িতে যা আছে তাই দিয়েই।
শাড়ি, দুপাট্টা, রুমাল, গামছা।
যা পাওয়া যায় হাতের সামনে।
শুধু পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন।
যে কোনও রং সবুজ, গোলাপি
কালো বা হলদে।
বানান নতুন কিছু। সৃজনশীল।
যা ফুটিয়ে তুলবে আপনাকে।
দেখিয়ে দেবে এই যুদ্ধে আপনি ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে।
বানান লড়ার জন্য।
বানান বাঁচার জন্য।
বাঁচানোর জন্য।
বানিয়ে ফেলুন। করে দেখান।
বানান কারণ আপনারও যায় আসে।
বানান কারণ পরিস্থিতিটা বদলানো দরকার।
বানান আজই।
বানান দেশের জন্য।

#MASKINDIA

আপনার হাতে তৈরি মাস্ক পরে ছবি শেয়ার করুন সোশ্যাল মিডিয়ায়। হ্যাশ ট্যাগ দিন #MaskIndia

সেরা ছবি প্রকাশিত হবে এই সময় এবং maskindia.com-এ

eisamay.com

আজকের মতো বিদায়। মাস্ক বানিয়ে ফেলুন। পরে ছবি তুলুন। দেশের জন্য কিছু করুন। সুস্থ থাকুন।

॥ ৮ এপ্রিল ২০২০ বুধবার ॥

একটা খবর দিয়ে আজকের বিজ্ঞাপনের দিনলিপি শুরু করছি। 'এই সময়' কাগজে ৯-এর পাতায় এই খবর ছেপেছে। তার শুরুর খানিকটা বেশ প্রাসঙ্গিক হবে—

বিজ্ঞাপন বন্ধের সুপারিশ সনিয়ার

প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি কংগ্রেস সভানেত্রীর

নয়াদিল্লি: রবিবার ফোন করে বিরোধীদের কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবার চিঠি লিখে তাঁকে করোনা এবং করোনা-পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় পাঁচ দফা প্রস্তাব দিলেন সনিয়া গান্ধী। যার মূল নির্যাস অবশ্যই কৃচ্ছ্রসাধনে জোর দেওয়া। যদিও, বিতর্ক তৈরি হয়েছে কংগ্রেস সভানেত্রীর প্রথম প্রস্তাব ঘিরে।

নরেন্দ্র মোদীকে লেখা চিঠিতে সনিয়ার প্রথম পরামর্শ, 'বছরে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিতে ১২৫০ কোটি টাকা খরচ করে কেন্দ্রীয় সরকার, আপাতত তা বন্ধ রাখা হোক। শুধুমাত্র ছাড় দেওয়া হোক কোভিড-১৯ এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনকে।' এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে নিউজ ব্রডকাস্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (এনবিএ)। তাদের বক্তব্য, 'সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা যখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁদের কর্তব্য পালন করছেন, স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের সমস্ত খবর মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন, তখন কংগ্রেস সভানেত্রীর এ ধরনের মন্তব্য তাঁদের মনোবল ভেঙে দিতে পারে।' সাম্প্রতিককালে দেশে মিডিয়াকে কী ধরনের সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে তার প্রসঙ্গ টেনে এনবিএ-র বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, 'মন্দার জেরে আগে থেকেই ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন থেকে হওয়া আয় কমেছে, তার উপর লকডাউনে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় আরও বড় আর্থিক ধাক্কার মুখে এই শিল্প। এমন অবস্থায় খবরের চ্যানেলগুলিকে তাদের সাংবাদিক এবং কর্মীদের সুরক্ষার জন্য বিপুল খরচ করতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিজ্ঞাপন পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার এমন পরামর্শ শুধুমাত্র সময়ের অনুপযোগীই নয়, খামখেয়ালিও বটে।' কংগ্রেস সভানেত্রীকে তাঁর এই পরামর্শ ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করেছে এনবিএ।

খুবই সঙ্কটজনক পরিস্থিতি। আর্থিক মন্দা তো ছিলই এখন জুটেছে করোনা এবং তজ্জনিত লকডাউন। যাকে বলে একদম ল্যাজে-গোবরে অবস্থা। কেউ ছাড় পাচ্ছে না। কেউ বাদ নেই। ঘরে বন্দি হয়ে কেবল খবরের কাগজ দেখে যাচ্ছি—সত্যি বিজ্ঞাপন অতি অল্প। তার ওপর কাগজের বিক্রি এত কম। ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না। সব মিলিয়ে এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতি।

'আনন্দবাজার' আজ নিজেদের একটা বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে যেন এই সত্যিটাকেই কিঞ্চিৎ মেনে নিয়েছে। বয়ানটা দেখুন—

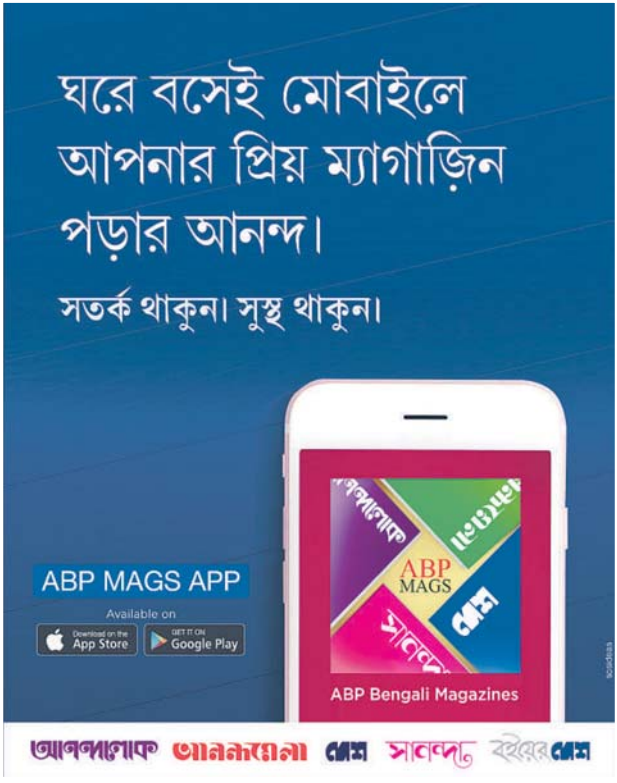

খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন বিক্রির যে সরু-সরু ছোটো একফালি দোকান বা ফুটপাথের কাঠের পাটা পেতে বসা হকাররা—কাউকেই এখন আর দেখতে পাচ্ছি না। কেউই পাচ্ছেন না। অবশ্য কেনার লোকেরা তো আর বাড়ির বাইরে যাচ্ছেন না, ফলে বিক্রিবাট্টা নেই। দুই পক্ষেরই খুব অসুবিধা, তাই 'হাউস'গুলো 'অ্যাপ'-এ তাদের 'ম্যাগস্' এনেছে।

এই সঙ্কটজন সময়ে/শুধু একটাই অনুরোধ/ ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন/নিজে ভাল থাকুন/অন্যকেও ভাল থাকার পরামর্শ দিন।'—সব জন-স্বার্থে ...

এবার 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর প্রথম পাতার বিজ্ঞাপন দেখুন।

ব্যস। আজ-কের মতো বিজ্ঞাপন শেষ। এবার আপনারা ভাবুন। ইচ্ছে হলে ভাবুন। যাবার আগে 'আজকাল'-এর 'জনস্বার্থ'রক্ষা একবার দেখিয়ে যাই আপনাদের—

আজকাল

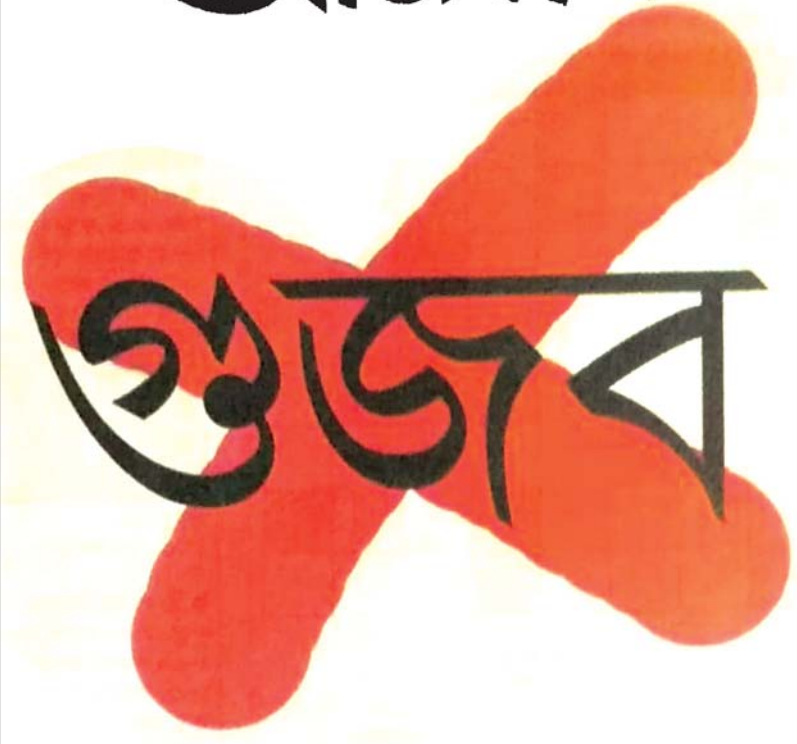

গুজব ছড়ালে
পুলিশকে জানান

জনস্বার্থে প্রচারিত

॥ ৯ এপ্রিল ২০২০ বৃহস্পতিবার ॥

৬টা কাগজ নিয়ে রোজ সকালে পড়তে বসি এটা সবাই জানেন এতদিনে। আজ সেই ৬টা কাগজের মধ্যে 'গণশক্তি' ছাড়া বাকি ৫টা কাগজের তিনের পাতায় বিরাট একটা রঙিন রাজ্য সরকারি বিজ্ঞাপন আছে। তা-তে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়সহ আরও ৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির ছবি আছে। বিজ্ঞাপনের হেডিং এইরকম—

করোনা মোকাবিলায়/ বিশ্বসেরাদের সাথে

এরপর রয়েছে বয়ান, "মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী/ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের/ অনুপ্রেরণায়/ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে এবং করোনা-পরবর্তী রাজ্যের অর্থনৈতিক/ সংকট মোকাবিলার উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিখ্যাত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠন করা হল/ বিশ্ব উপদেষ্টা পর্ষদ।" এই বয়ানের পর রয়েছে একটা সাবহেড—

বোর্ড-এর বিশিষ্ট মাননীয় সদস্যবৃন্দ

এই সাবহেডের পর ৮ জনের ছবি এবং তাঁদের পরিচিতি। এঁরা হলেন—

প্রফেসর অভিজিৎ বিনায়ক ব্যানার্জী, অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী; ড. স্বরূপ সরকার, সংক্রামক রোগ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের প্রাক্তন অধিকর্তা; ড. থমাস ফ্রাইডেন, আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন-এর প্রাক্তন প্রধান; প্রফেসর জিষ্ণু দাস, বিশ্বব্যাঙ্কের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ; জে ভি আর প্রসাদ রাও, ভারত সরকারের প্রাক্তন স্বাস্থ্য সচিব এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারেলের প্রাক্তন দূত; সিদ্ধার্থ দুবে, রাষ্ট্রপুঞ্জের

করোনা মোকাবিলায় বিশ্বসেরাদের সাথে

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অনুপ্রেরণায়

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে এবং করোনা-পরবর্তী রাজ্যের অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলার উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিখ্যাত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠন করা হল **বিশ্ব উপদেষ্টা পর্ষদ।**

গ্লোবাল এডভাইজরি বোর্ড

রাজ্যের সাথে, মানুষের পাশে

বোর্ড-এর বিশিষ্ট মাননীয় সদস্যবৃন্দ

প্রফেসর অভিজিৎ বিনায়ক ব্যানার্জী
অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী

ড. স্বরূপ সরকার
সংক্রামক রোগ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের প্রাক্তন অধিকর্তা

ড. থমাস ফ্রাইডেন
আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন-এর প্রাক্তন প্রধান

প্রফেসর ড. জিষ্ণু দাস
বিশ্ব ব্যাঙ্কের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ

জে ভি আর প্রসাদ রাও
ভারত সরকারের প্রাক্তন স্বাস্থ্য সচিব এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারেলের প্রাক্তন দূত

সিদ্ধার্থ দুবে
রাষ্ট্রপুঞ্জের এইচআইভি নিয়ন্ত্রণ শাখায় কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনস্বাস্থ্য বিষয়ের বিশেষজ্ঞ

প্রফেসর (ডা.) সুকুমার মুখার্জী
বিশিষ্ট মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

প্রফেসর (ডা.) অভিজিৎ চৌধুরী
বিশিষ্ট হেপাটোলজিস্ট ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ

Special Monitoring Unit
Health & FW Department
Government of West Bengal
Nabanna, Howrah
আপনার মতামত জানাতে ইমেল করুন
Email: smu.hfw.wb@gmail.com

ICA-710(13)/2020

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত

এইচ আই ভি নিয়ন্ত্রণ শাখায় কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনস্বাস্থ্য বিষয়ের বিশেষজ্ঞ; প্রফেসর (ডা.) সুকুমার মুখার্জী, বিশিষ্ট মেডিসিন বিশেষজ্ঞ; প্রফেসর (ডা.) অভিজিৎ চৌধুরী, বিশিষ্ট হেপাটোলজিস্ট ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ।

এই সচিত্র ৮ জনের পরিচয়ের পাশে বড়ো-বড়ো করে ছাপা রয়েছে, ‘গ্লোবাল এডভাইজরি বোর্ড/ রাজ্যের সাথে মানুষের পাশে’। বিজ্ঞাপনের নীচের দিকে রয়েছে, ‘পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত’। এর ঠিক ওপরে আছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ছবি।

WEST BENGAL POULTRY FEDERATION
Suggested Poultry Product rate for members

HOWRAH	98	102	108	175
24 PGS. (N)	98	102	108	175
24 PGS. (S)	99	102	108	175
PUR. MEDINIPUR	97	101	107	170
PAS. MEDINIPUR	95	100	105	170
BANKURA	91	95	101	160
PURULIA	92	96	102	165
HOOGHLY	92	96	102	168
BARDHAMAN	91	95	101	160
NADIA	98	102	105	175
BIRBHUM	86	90	96	155
MURSHIDABAD	88	92	98	155
MALDA	80	83	89	140
D. DINAJPUR	80	83	89	140
U. DINAJPUR	80	83	89	140
DARJEELING	69	73	89	140
SILIGURI	69	70	84	135
JALPAIGURI	69	73	79	125
ALIPURDUAR (Flk)	64	65	74	120
ALIPURDUAR	64	68	74	120
COOCH BEHAR	64	68	74	120

KOLKATA	3.75	51
SOUTH BENGAL	3.75	51
NADIA	3.78	51
NORTH BENGAL	3.95	53

Tel : 033 2288 5525, 4051 5700

বর্তমান

বিরাট বিজ্ঞাপন! অর্ধেক পাতার চেয়েও বড়ো। বেশ কয়েকদিন পর এত বড়ো সরকারি বিজ্ঞাপন পাওয়া গেল। ভালো।

আজ ‘আজকাল’ দৈনিকের শেষের পাতায় SAGUNA Chicken-এর যে বিজ্ঞাপনটি আছে, সেখানে দেখছি, ‘কলকাতা ও হাওড়ার গতকালের খামার মূল্য ১০১’। এছাড়াও তালিকায় রয়েছে,‘S24 PAGS 101, N24 PAGS 100, RANAGHAT 98, ARAMBAGH 82, BOLPUR 66, MIDNAPUR 71, BANKURA 56, SILIGURI

65, MALDA/BALURGHAT 77, FALAKATA 46, ALIPURDUAR 41'।

কলকাতায় ১০১ টাকা আলিপুরদুয়ারে ৪১ টাকা। দামের এই তারতম্যের হেতু কী? গবেষণার বিষয়। এই জন্য কি কোনো উদ্যোগ নিয়েছেন কেউ? যাই হোক এ বিষয়ে 'বর্তমান' পত্রিকায়ও একটা বিজ্ঞাপন আছে (আগের পৃষ্ঠায় বাঁ-দিকে নীচে দেখুন), রোজই থাকে। 'বর্তমান'-এর তিনের পাতায় এই বিজ্ঞাপনটি রয়েছে। এখানে দামটা একটু চড়া। দেখে নিন মিলিয়ে মিলিয়ে, আমি 'বর্তমান'-এর ৯-এর পাতায় প্রকাশিত একটা প্রাসঙ্গিক খবর দেখে নিই ততক্ষণে। মনে হচ্ছে এই খবরে 'হিস্ট্রি' আছে—

পোলট্রি মুরগির চাষ কমলেও ডিমের উৎপাদন স্বাভাবিক

বর্তমান

‘বর্তমান’-এই যখন আছি, তখন এই কাগজের প্রথম পাতায় প্রকাশিত একটা বিজ্ঞাপন দেখাই আপনাদের। এ-ও করোনামুখর জনস্বার্থেরই একটা নিদর্শন। এসব দেখেও দেখিয়ে সমান আনন্দ—

কামাল হোসেনের আবেদন:

ছাত্রছাত্রী ও পাঠক-পাঠিকারা/ ঘরে থাকুন, সাহস রাখুন এবং সামর্থ অনুযায়ী/ দুঃস্থদের পাশে থাকুন/ সব কঠিন পরিস্থিতি ও দুঃসময়ের দুর্যোগ/ উৎপাটিত হয়ে সুসময় আসবেই/ এটাই প্রকৃতির নিয়ম/স্কুল সার্ভিস, টেট, রেল, পি এসসি, কম্বাইড-এর/ জন্যে ঘরবন্দী হয়ে শিশু শিক্ষা, শটকার্ট ইংলিশ, বাংলা/ এবং জিকে জানতে ও শিখতে দেখুন/কামাল হোসেন কোচিং, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট,/ কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের পিছনে।

এই বিজ্ঞাপনে কামাল হোসেনের ছবি রয়েছে। এবং ‘জানতে ও শিখতে’ ফেসবুক আর ইউটিউব দেখতে বলা হয়েছে। এই ধরনের একটা বিজ্ঞাপন আজকের ‘আনন্দবাজার’-এর ‘আনন্দ প্লাস’-এ আছে (বি পি পোদ্দার ইনস্টিটিউট অভ ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজির-র অনলাইন ক্লাসের)।

এবার দেখাই 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর প্রথম পাতার বিজ্ঞাপন, যার জন্যে আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকি—

ইনিও বাড়িতে থাকতে বলছেন! এই 'অসময়' সময়ে এনার কিছু করার নেই? জ্যোতিষ দিয়ে হবে না? তন্ত্র দিয়ে? ভাবুন! সবাই কেমন আদাজল খেয়ে লেগে পড়েছে আমার মতো। ফাটাফাটি।

আজকের মতো দিনলিপি এখানেই শেষ হল। আবার কাল দেখা হবে।

॥ ১০ এপ্রিল ২০২০ শুক্রবার ॥

শুরুতেই আজকের 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা'র প্রথম পাতার একটা তথ্য দেখে নেওয়া যাক (পাশের ছবিতে)।

এই তথ্যটা একবার দেখে নিলাম কারণ, আমাদের বাঙাল বাড়িতে একটা চালু কথা ছিল, 'যার লক্ষ্যে রামের মা, তারেই তুমি চেনো না!' করোনাময় বিজ্ঞাপন দেখছি রোজদিন অথচ করোনার খবর-তথ্য দেখছি না— তাই কেমন লাগছিল। দেখে নিলাম। অবস্থা বুঝুন আপনারা। আমি, 'আনন্দবাজার'-এই আজ কী-কী বিজ্ঞাপন আছে, দেখি এই সুযোগে—

এই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ৫০ সফল ছাত্রছাত্রীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবি ছাপানো আছে। এবং সবার শেষে লেখা আছে,'and many more...'।

এরপর রয়েছে আরও একটা বিজ্ঞাপন। বলাবাহুল্য সবই করোনায়িত এবং ২-এর পাতায় অধিষ্ঠিত। দেখা যাক কেমন সেই বিজ্ঞাপন। আজ সবাই অনলাইনে। আগে শুনতাম, যেখানে যাই, লাইন লাগাও। এখন অনলাইন।

আরেকটা নমুনা। হাজির করছি 'বর্তমান'-এর শেষ পাতার বিজ্ঞাপন দেখালাম।

বর্তমান

এবার ৭-এর পাতার একটা বিজ্ঞাপন দেখুন। এসব নিছক বিজ্ঞাপন নয়। 'ঐতিহাসিক

দলিল'। তবে 'বর্তমান' ছাড়া অন্য যে কাগজগুলো নিয়ে আমার কারবার, তারা কেউ এই বিজ্ঞাপনটা পায়নি। পায়নি মানে, অন্য কোনো কাগজে নেই এটা। 'বর্তমান'-এই শুধু আছে। কেন? কে জানে? বাদ দিন। আসুন এটা দেখি—

বর্তমান

এখন থেকে সবাই সকলে সুরক্ষিত! এ দেশে করোনাও সুরক্ষিত।

এবার ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এর প্রথম পাতার বিজ্ঞাপন। এই করোনার টাইমে সুপার হিট ‘প্রতিদিন’-এর প্রথম পাতা। আজকেও ফাটাফাটি। দুর্গাপুজোর মতো যদি কোনো পুরস্কার থাকত, তাহলে তার সব এর দখলে যেত। ধারাবাহিকভাবে দুর্দান্ত প্রথম পাতার এই বিজ্ঞাপনগুলো—

দেখুন। পড়ুন। ভাবুন। বুঝুন। আমি আর কিছু বলছি না। আমিও ভাবছি। এ কী দেখলাম!

দেখা যাক, কাল আবার কী দেখায় ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এর প্রথম পাতায়।

করোনার টাইমে সবাই সতর্ক থাকুন। এটা জনস্বার্থে বললাম।

সংবাদ প্রতিদিন

॥ ১১ এপ্রিল ২০২০ শনিবার ॥

‘আনন্দবাজার’ ছাড়া আর কোনো কাগজে শনিবারের চারপাতার দেখা নেই। আজকের কাগজের খবর অনুযায়ী বৃহস্পতিবার থেকে শুক্রবার ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্তের মৃত্যু সংখ্যা ৩৭, আর বিশ্বে এই সংখ্যা ১ লক্ষ ছাড়িয়ে গেল। আশার খবর,

লকডাউনের মধ্যে খবরের কাগজ প্রকাশের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারির আর্জি জানিয়ে দায়ের করা মামলা খারিজ করে দিল মাদ্রাজ হাইকোর্ট। অতএব সংবাদপত্রে ভয় নেই। সংবাদপত্র করোনা ভাইরাস ছড়ায় না। জনস্বার্থে চেতনা ছড়ায়—

আজকাল

করোনা একটা বিরাট ইভেন্ট। অলিম্পিক বা বিশ্বকাপ ফুটবলের চেয়েও বড়ো। নিখাদ গণতান্ত্রিক পরিবেশে এমন ইভেন্ট মানব সভ্যতায় ক-বার এসেছে? ফলে এই ইভেন্টকে সবাই নিজের মতো করে কাজে লাগাতে চাইছেন। আর্ট এবং ইন্ডাস্ট্রি—দু-রকমের শিল্পই এ ব্যাপারে তৎপর। বিজ্ঞাপনগুলোর মধ্যে আমি এই তৎপরতাই খুঁজে পাচ্ছি। যাই হোক, এই আতঙ্কের মাঝে এইসব করোনাময় বিজ্ঞাপন মনে বেশ খুশির সঞ্চার করছে। সবই মানবতাবাদী প্রয়াস—

‘আমি যদি খেতে পাই, আপনারাও নিশ্চয়ই খেতে পাবেন’—এমন কথা বলতে দম লাগে। যিনি এভাবে বলতে পারেন, তিনি কিছু করে দেখাতেও পারেন। করোনকালে এ-ও এক প্রাপ্তি। অনেক অনেক বছর পরেও এঁর কথা মানুষ মনে রাখবে। এ-ও একরকমের বিজ্ঞাপন। কিন্তু বলার মতো কথা আছে এতে। এই বিপদের দিনে যিনি যেভাবে পারছেন, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। খুবই ভালো ব্যাপার।

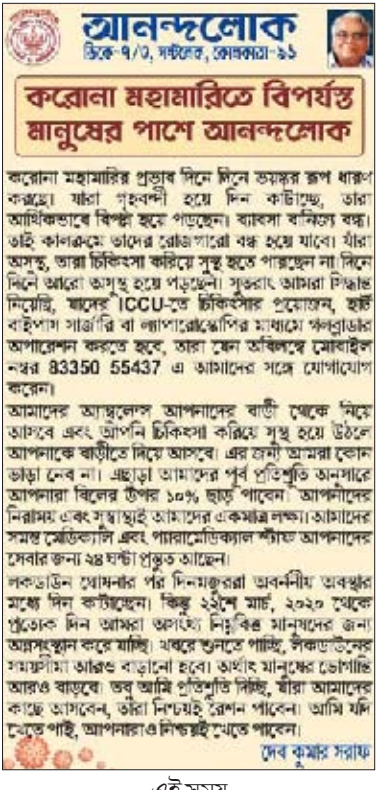

আনন্দলোক
ডিকে-৭/৩, সল্টলেক, কোলকাতা-৯১

করোনা মহামারিতে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে আনন্দলোক

করোনা মহামারির প্রভাব দিনে দিনে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে। যাঁরা গৃহবন্দী হয়ে দিন কাটাচ্ছে, তারা আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছেন। ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ। তাই কালক্রমে তাদের রোজগারও বন্ধ হয়ে যাবে। যাঁরা অসুস্থ, তারা চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হতে পারছেন না দিনে দিনে আরো অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যাদের ICCU-তে চিকিৎসার প্রয়োজন, হার্ট বাইপাস সার্জারি বা ল্যাপারোস্কোপির মাধ্যমে গলব্লাডার অপারেশন করতে হবে, তারা যেন অবিলম্বে মোবাইল নম্বর 83350 55437 এ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

আমাদের অ্যাম্বুলেন্স আপনাদের বাড়ী থেকে নিয়ে আসবে এবং আপনি চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হয়ে উঠলে আপনাকে বাড়ীতে দিয়ে আসবে। এর জন্য আমরা কোন ভাড়া নেব না। এছাড়া আমাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে আপনারা বিলের উপর ১০% ছাড় পাবেন। আপনাদের নিরাময় এবং সুস্বাস্থ্যই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। আমাদের সমস্ত মেডিক্যাল এবং প্যারামেডিক্যাল স্টাফ আপনাদের সেবার জন্য ২৪ ঘণ্টা প্রস্তুত আছেন।

লকডাউন ঘোষণার পর দিনমজুররা অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। কিন্তু ২২শে মার্চ, ২০২০ থেকে প্রত্যেক দিন আমরা অসংখ্য নিম্নবিত্ত মানুষদের জন্য অন্নসংস্থান করে যাচ্ছি। খবরে শুনতে পাচ্ছি, লকডাউনের সময়সীমা আরও বাড়ানো হবে। অর্থাৎ মানুষের ভোগান্তি আরও বাড়বে। তবু আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যাঁরা আমাদের কাছে আসবেন, তাঁরা নিশ্চয়ই রেশন পাবেন। আমি যদি খেতে পাই, আপনারাও নিশ্চয়ই খেতে পাবেন।

দেব কুমার সরাফ

এই সময়

আজকের সব কাগজেই খবর হয়েছে যে, করোনা সংক্রমণের ক্ষেত্রে কয়েকটি জায়গায় ‘হটস্পট’ হিসেবে চিহ্নিত করে সেখানে ‘কমপ্লিট লকডাউন’ বলবৎ করতে চলেছে রাজ্য। এ ব্যাপারে রাজ্যের মুখ্যসচিব বলেছেন, ‘মানুষের অসুবিধে হবে। কিন্তু আমাদের আর কোনও উপায় নেই’। ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ প্রথম পাতায় জানিয়েছে’ ‘কমপ্লিট লকডাউন’ বিষয়টা কী—

সম্পূর্ণ লকডাউন

- ওই সব এলাকায় সব রাস্তা ও বাজার বন্ধ
- কাউকে বাইরে বেরোতে দেওয়া হবে না
- কাউকে এলাকায় ঢুকতেও দেওয়া হবে না

খুবই জটিল পরিস্থিতি। আপাতত ১৪ দিন এই ব্যবস্থা বহাল থাকবে বলে খবরে লিখেছে। বাড়ির বাইরে বেরতে দেওয়া হবে না কাউকে এইসব এলাকায়। সুতরাং দরজা বন্ধ। এই অবস্থায় মানুষ ‘দেশ’ পত্রিকা পড়বে কী করে? ছোটোরা ‘আনন্দমেলা’ পাবে কোথায়? ‘আনন্দলোক’-‘সানন্দা’-র অত-অত উপচার ভোগে লাগবে কীভাবে? চিন্তিত সব পক্ষ। সমাধানও সহজ—

॥ ১২ এপ্রিল ২০২০ রবিবার ॥

বেশ কয়েকদিন পর আজকের 'গণশক্তি'র প্রথম পাতার আবার সেই ছোটো দুটো করোনার বিজ্ঞাপন দেখছি। তবে, আজও 'গণশক্তি'তে রবিবারের চারপাতা নেই। 'আজকাল'-এর রবিবারের পাতা নেই। 'সংবাদ প্রতিদিন' পত্রিকার 'রোববার' নেই। বাকিদের আছে। কিন্তু সেই আগের মতো রমরমা নেই। যা আছে তা-তেও করোনায় মাখামাখি। পৃথিবীর শরীর মন সবটা জুড়েই এখন করোনা। বঙ্গবাসীও বাদ যায়নি।

আজ ২৯ চৈত্র। এখন গাজন-সঙ-এর সময়। দু-দিন গেলে হালখাতা। সব চৌপাট হয়ে গেল। কেমন বিবর্ণ এই সংক্রান্তি! হঠাৎ আজ যেন একটু মন কেমন করে উঠল। ছাতুবাবু-লাটুবাবুর বাড়ির কাছে এখনও গাজন হয়। কালীঘাটে নকুলেশ্বর তলায় ঝাঁপ হয়। শিবের মন্দিরের সামনে ধুনি জ্বালানো হয়। বাজারে নতুন পঞ্জিকায় ডালা সাজানো হয়। লক্ষ্মী-গণেশ আর কালীঘাটের কালীর মাটির মূর্তি বিক্রি হয়। কিন্তু এবার সেসবের বালাই নেই। দোকানে-দোকানে নতুন ক্যালেন্ডার আর মিষ্টির

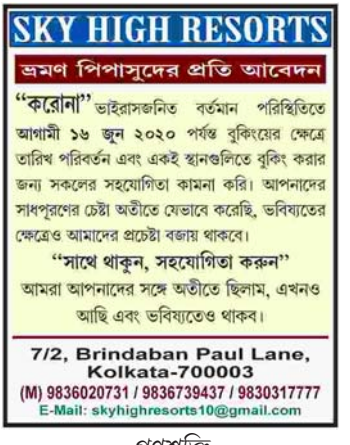

গণশক্তি

প্যাকেট আনতে যাওয়ার তাড়া নেই। কিছু না-করে গঙ্গার পাড়ে গিয়ে চুপ করে বসে থাকারও উপায় নেই। চতুর্দিকে 'লকডাউন'। মানুষ এখন ঘরবন্দি। তালাবন্দি। একা একা।

অসহায়।

যাই হোক। মন খারাপ করে কী হবে, যা হচ্ছে দেখছি। সাক্ষী থাকছি। বর্তমান পরিস্থিতি করোনা ভাইরাস সংক্রামিত। ফলে, এই ভাইরাসজনিত সময়ে দিকে দিকে খালি হাহাকার আর হতাশা। তবে সঙ্গে অঙ্গীকারও টের পাওয়া যাচ্ছে। একটা প্রত্যয় খেয়াল করছি।

করোনা মুক্ত পৃথিবীতে আবার মানুষ গাইবে, আমরা করব জয়। সমবেতভাবে, সকলে এখন করোনা ভাইরাসের সঙ্গে মারামারি করছে। এই লড়াইয়ে দেখছি, ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। অবশ্যই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে টের পাচ্ছি এ জিনিস। বিপদের সময় 'ছাত্রসমাজ' সদাই মাথায় আসে আমাদের। তবে, ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব অভাব-অভিযোগ-আন্দোলন-প্রতিবাদ আমরা কিন্তু খোলা মনে নিতে পারি না। দেশে এমন উদাহরণ অনেক। অনেক। সে যাই হোক, আপাতত করোনায় মন দিতে হবে। আজকের বাকি কাগজগুলোয় করোনামুখর কী-কী বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে দেখা যাক। দেখছি সংবাদ প্রতিদিন। ছাত্রসমাজ এবং আমরা করব জয়। যা বলছিলাম আর কী। ছাত্রছাত্রীদের 'আর্জি' বিজ্ঞাপন মারফত 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর প্রথম পাতায় হাজির করেছে 'বহরমপুর প্যারামেডিকেল ইনস্টিটিউট'। আসল কথা রয়েছে শেষে 'ভর্তি চলছে'। সবই করোনার ইচ্ছা। যা চলছে চলুক। কী

সংবাদ প্রতিদিন

চলছে জানেন কী? ‘প্রতিদিন’ পত্রিকায় করোনায়িত বিজ্ঞাপন আর নেই। কিন্তু একটা সাংঘাতিক খবর আছে, যা না-দেখলে বা দেখালে দিনলিপি ঠিক জমবে না। খানিকটা পড়ি সেই খবর—

“দেশজুড়ে ক্ষণে-ক্ষণেই প্রতিবাদ ডাক্তার ও চিকিৎসা কর্মীদের। প্রতিবাদের কারণ, যথাযথ পার্সোনাল প্রোটেকশন ইকুইপমেন্ট বা ‘পিপিই’ তাঁদের সরবরাহ করা হয়নি। আত্মরক্ষার্থে কেউ পড়েছিলেন হেলমেট, কোথাও বা কারও ‘পিপিই’ ছিল ঢালতলোয়ারবিহীন রেনকোট। সম্প্রতি স্বাস্থ্য মন্ত্রকের একটা নথি হাতে পেয়েছে এনডিটিভি। তা-তে জানা গিয়েছে, পিপিই বা পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্টের আর্জি ছিল ৭০ লাখের। শনিবার পর্যন্ত সরবরাহ করা হয়েছে ৫৫,৯৯০টির মতো পিপিই। যা প্রয়োজনের এক শতাংশেরও কম, মাত্র দশমিক আট শতাংশ। এন-৯৫ মাস্ক সরবরাহের সংখ্যা ২১ লাখের সামান্য বেশি, যেখানে কেন্দ্রের নির্দেশ ছিল ১.০১ কোটি মাস্ক সরবরাহ করার।”

এই হল অবস্থা! এভাবেই চলছে করোনার সঙ্গে লড়াই। এভাবেই, ‘আমরা করব জয়’। তবে, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা চলছে। ‘বর্তমান’-এর প্রথম পাতায় তেমন বিজ্ঞাপন আছে। দেখুন। বর্তমানের প্রথম পাতায় এই বিজ্ঞাপন দিয়েছে—

আজকের ‘আনন্দবাজার’ বিরাট বড়ো পয়েন্টে প্রথম পাতায়, যে সুপার লিড করেছে, তা খুব আশার কথা নয়—

পুরো এপ্রিলই ঘরে থাকুন

এবং তা-তে যদি আর্থিকভাবে সমস্যার সম্মুখীন হন, পরোয়া নেই। ব্যবস্থা আছে। 'আনন্দবাজার'-এর 'ইত্যাদি'র প্রথম পাতায় সমাধান খুঁজে পেয়েছি। করোনার কৃপায় সব ঠিক হয়ে গেছে। কোনো চিন্তা নেই। সব ব্যবস্থা আছে। দুটো বিজ্ঞাপন দেখব পরপর। পুরো এপ্রিল ঘরে থেকেই ১-৯০ লাখ পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যাবে। তারপর ঘরে বসেই মৃত্যু সংবাদ, শোকজ্ঞাপন ইত্যাদি জানানো যাবে। হ্যাঁ। সবই হবে লকডাউনকে উপেক্ষা না-করেই। এবং ওই ঘরে বসেই সুচিত্রা সেনের অন্তরালে

এই সময়

থাকার সময়ের গল্প জানতে পারবেন। কোন তারকার বিয়ে পিছিয়ে গেল কিংবা তারকাদের লকডাউন কেমন কাটছে— সবই জানতে পারবেন। ব্যবস্থা আছে। করোনাময় সেই বিজ্ঞাপন দেখুন 'আনন্দবাজার'-এ—

অতসব চিন্তা করবেন না। সুস্থ থাকুন। 'আনন্দলোক' পড়ুন। টাটা।

আবার কাল দেখা যাবে দিনলিপিতে কী থাকে।

॥ ১৩ এপ্রিল ২০২০ সোমবার ॥

আজকের দিনলিপি ও দিয়েই শুরু করছি। বঙ্গে করোনায় মৃত আরও দুই। দেশে করোনা আক্রান্ত ৮৪৪৭ জন। মৃত ২৭৩ জন। সুস্থ ৭৬৪ জন। রাজ্যে অ্যাক্টিভ করোনা পজিটিভ রোগী ৯৫ জন। মৃত ৭ জন। 'আনন্দবাজার' প্রথম পাতায় এই তথ্য জানিয়ে বলেছে, "লকডাউন পর্বে রাস্তায় বেরোতে হলে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করল রাজ্য সরকার। প্রশাসন জানিয়েছে, রাস্তায় মাস্ক ছাড়া কাউকে দেখলেই বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে"।

এদিকে, লকডাউন উঠে গেলে নাকি 'মদের ৩০ শতাংশ দামবৃদ্ধি হচ্ছে'—'সংবাদ প্রতিদিন'-এর প্রথম পাতার খবর।

'গণশক্তি'র প্রথম পাতা বলছে,

পূর্বাভাস বিশ্ব ব্যাঙ্কের
চার দশক পিছিয়ে যাবে ভারত

এই আবহেই দিনলিপি শুরু করছি।

আজকের বর্তমান আর 'আনন্দবাজার'-এ বিজ্ঞাপন দিয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'করোনা হারেগা ভারত জিতেগা'। হে মধুসূদন! তাই যেন হয় ঠাকুর। দেখুন সেই বিজ্ঞাপন।

বিরাট বড়ো বিজ্ঞাপন। মন দিয়ে পড়ুন। সময় নিয়ে পড়ন। পড়তে-পড়তে ভাবুন এবং ভেবে-ভেবে পড়ুন।

‘বর্তমান’-এর প্রথম পাতার একটা বড়ো বিজ্ঞাপন দেখুন এবার। করোনার কৃপায় কেমন বাণিজ্য হচ্ছে মালুম হবে।

শত্রু যখন অদৃশ্য থাকে, তখন নিজেকে লুকিয়ে/ রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ/ নিজে সচেতন থেকে অন্যকে সচেতন করুন/ অযথা বাইরে ঘুরে আপনার পরিবারের/ ও সমাজের বিপদ ডেকে আনবেন না।/ সর্বদা সরকারী নিয়ম মেনে চলুন।

একেবারে দিশি কারবার। এত সব কর্পোরেশনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ‘জেলাভিত্তিক ডিলারশিপের জন্য’ বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। দেখলেও ভালো লাগে। করোনার সময়ে সব স্তব্ধ হয়ে যায়নি। আশা আছে। ঘুরে দাঁড়াবার ইচ্ছে আছে। প্রাণপণ চেষ্টা আছে। এই tumma’s-এর মতো Super Power-এর একটা অর্ধেক পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন আছে আজকের ‘বর্তমান’-এই তিনের পাতায়। চাকুলিয়ায় আছে এই ডিটারজেন্ট পাউডারের সংস্থা কী বিরাট বিজ্ঞাপন! পড়ুন—“আপনার প্রতিদিনকার ব্যবহৃত জামাকাপড় রোগ সৃষ্টিকারী/ জীবাণু বহন করতে পারে।/

প্রতিদিনের ব্যবহার করা কাপড়জামা প্রতিদিন কেচে/ ফেলুন। কাপড়জামা জীবাণুমুক্ত রাখুন।/ পরস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখুন/ সুরক্ষিত থাকুন।/• বাড়ীতে থাকুন, সুস্থ থাকুন/ • নিয়মিতভাবে সাবান দিয়ে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে নিন।/ • মাস্ক ব্যবহার করুন।/ • সরকারী নির্দেশিকা মেনে চলুন।/ হিন্দুস্থান চাকুলিয়া"

খুব ভালো লাগছে এই দুটো বিজ্ঞাপন দেখে। কিন্তু সব ভালো হচ্ছে না। করোনা যেমন সরাসরি প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে, তেমনই করোনা আত্মহত্যারও কারণ হচ্ছে। এই ঘরবন্দি দশা, এই করোনাভীতি অনেকে সহ্য করতে পারছে না। তাই বিজ্ঞাপন দিয়ে কেউ কেউ এইরকম মানুষজনের পাশে থাকার আশ্বাস দিচ্ছেন। বাড়িয়ে দিচ্ছেন সাহায্যের হাত। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এমনি একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম—

খুবই ভালো উদ্যোগ। খুব ভালো বিজ্ঞাপন। এখন তো সময়টাই এমন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা। বাঁচার জন্যই বন্দি আমরা। কিন্তু যেন নিঃসঙ্গতায় আক্রান্ত না হই। তাই ...

কথা বলুন। কথা শোনার লোক আছে।

এবার, আবার 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর প্রথম পাতা। আবার ছাত্রসমাজ। আবার করোনা ইভেন্ট সেল—

এই বিজ্ঞাপন দিয়েছে Global Group of Institutions।

॥ ১৪ এপ্রিল ২০২০ মঙ্গলবার ॥

আজ পয়লা বৈশাখ। বাঙালির বড়ো আদুরে দিন। নিজের দিন। খুশির দিন। আজ সকাল দশটায় জাতির উদ্দেশে ফের ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২১ দিনের লকডাউন শেষ হওয়ার আগেই এই ভাষণে হয়তো লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধির

কথা বলবেন তিনি। আমাদের রাজ্য ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউন ঘোষণা করেছে ইতিমধ্যেই। দেখা যাক কী হয়। তবে, সকালের কাগজে 'আনন্দবাজার' অবন ঠাকুরের আঁকা ভারতমাতার মুখে মাস্ক পরিয়ে এই পরিস্থিতির একটা হদিশ দিতে চেয়েছে। সেই ছবি দিয়েই করোনায়িত শুভ নববর্ষ জানিয়ে শুরু করছি আজকের বিজ্ঞাপনের দিনলিপি।

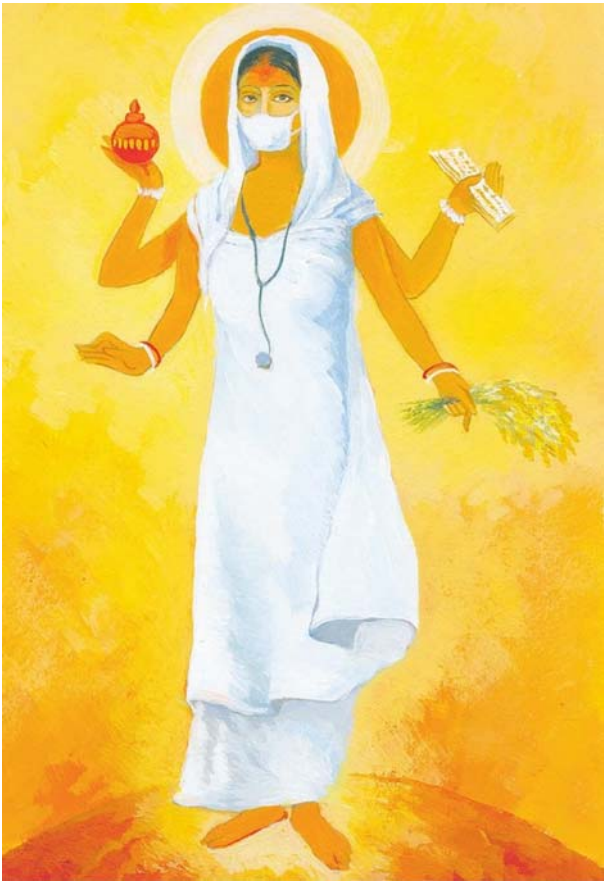

আজ সব কাগজ, আমাদের পাঠকদের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। কিন্তু এ বছরের শুভেচ্ছার বয়ান একেবারে করোনায় মাখামাখি। এবং সবকাগজেই নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে দেওয়া বিজ্ঞাপনগুলোও বিশুদ্ধ করোনাময়। একেই বোধহয় বলা হচ্ছে NEW NORMAL। দেখতে থাকুন।

শুভ নববর্ষ

এই কঠিন পরিস্থিতিতে
আপনারা সবাই বাড়িতে
থাকুন, সুস্থ থাকুন। নববর্ষের
শুভক্ষণে পাঠক,
বিজ্ঞাপনদাতা ও
শুভানুধ্যায়ীদের
জানাই শুভেচ্ছা।

সংবাদ প্রতিদিন

বিদায় ১৪২৬
স্বাগত ১৪২৭

নববর্ষে পাঠক-পাঠিকা,
বিজ্ঞাপনদাতা ও সংবাদ
বিক্রেতা-সহ সকলকে
আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।
বিশ্বব্যাপী এক অস্বাভাবিক
দুর্যোগের মধ্যে নতুন
বছর সমাগত। যে দিনটি
সবার মিলনের শুভক্ষণ,
এ বার সেই দিনটিতে
সবাই গৃহবন্দি। এই
আত্মনিয়ন্ত্রণ আমাদের
সকলের নিরাপত্তার স্বার্থেই
জরুরি। শৃঙ্খল নয়,
শৃঙ্খলা হিসেবেই তাকে
মেনে চলা দরকার।
আতঙ্ক নয়, প্রত্যয়ের সঙ্গে
সতর্কতার সমস্ত বিধান
অনুসরণ করা দরকার।
এই পথেই অবিচল থেকে
আমরা প্রত্যেকে নিজের
মঙ্গল এবং সকলের মঙ্গল
সাধন করতে পারব।
এই সঙ্কট অতিক্রম করে
স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে
পারব। সবাই নিরাপদে
থাকুন, সুস্থ থাকুন।

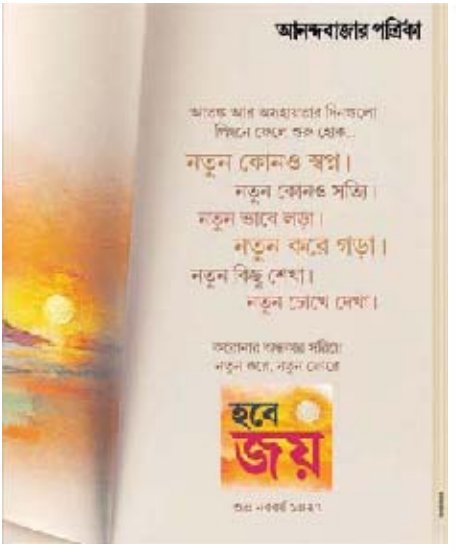

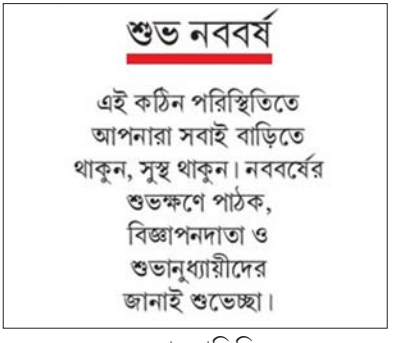

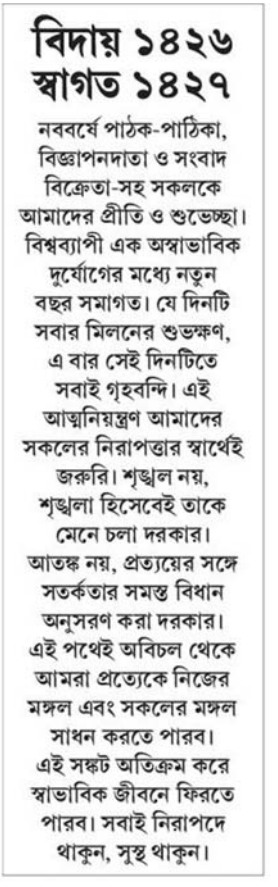

আনন্দবাজার

১ লা বৈশাখ

১৪২৭-এর প্রথম দিন আমরা সকলেই ঘরবন্দি। কিন্তু আমরা একলা নই।
দূরে থেকেও কাছে আছি একে-অপরের, প্রতিদিন।
বিশ্বাস রাখি এই কোয়ারেন্টাইন দিন কেটে যাবে খুব তাড়াতাড়ি।

শুভ নববর্ষ

একলা একলা— একসাথে

Genesis BNY

সত্যিই NEW NORMAL দিনকাল। এমন এক যুদ্ধ হচ্ছে এখন, যেখানে শত্রু অদৃশ্য এবং আমরা যোদ্ধারা ঘরবন্দি। অস্ত্র বলতে কঠোর শৃঙ্খলা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। এভাবেই আমরা জয় করে আনব নতুন ভোর! ভয়ংকর কঠিন লড়াই চলছে এখন। তবে, 'আজকাল' পত্রিকা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে যা বলেছে, তা-তে আমার খানিক বিস্ময় জেগেছে। 'আজকাল' লিখেছে, 'পৃথিবীর গভীর অসুখ'! ব্যাপারটা কি সত্যিই তাই?

পৃথিবীটা কি কেবল মানুষের একারই সম্পত্তি? গাছপালা ফুল লতাপাতা ঝরণা নদী সাগরের নয়? আকাশ বাতাস পাহাড় জঙ্গল মরুভূমির নয়? পাখি পশু প্রজাপতি মাছ শামুক ঝিনুকের নয়? এরা তো সবাই খুব ভালো আছে এখন শুনতে পাচ্ছি। তবে? পৃথিবীর গভীর অসুখ কেবল মানুষ ঘরবন্দি আর আতঙ্কে থরহরি কম্পমান বলেই? ওই যে, যারা ভালো আছে, তাদের ভালো থাকাও পৃথিবীর গভীর অসুখ?

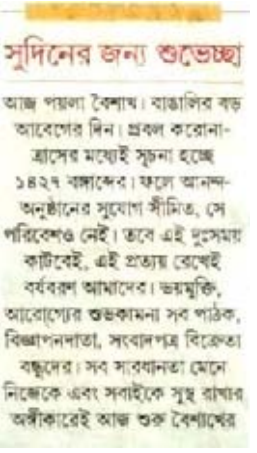
সুদিনের জন্য শুভেচ্ছা

আজ পয়লা বৈশাখ। বাঙালির বড় আবেগের দিন। প্রবল করোনা-ত্রাসের মধ্যেই সূচনা হচ্ছে ১৪২৭ বঙ্গাব্দের। ফলে আনন্দ-অনুষ্ঠানের সুযোগ সীমিত, সে পরিবেশও নেই। তবে এই দুঃসময় কাটবেই, এই প্রত্যয় রেখেই বর্ষবরণ আমাদের। ভয়মুক্তি, আরোগ্যের শুভকামনা সব পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, সংবাদপত্র বিক্রেতা বন্ধুদের। সব সাবধানতা মেনে নিজেকে এবং সবাইকে সুস্থ রাখার অঙ্গীকারেই আজ শুরু বৈশাখের

এই সময়

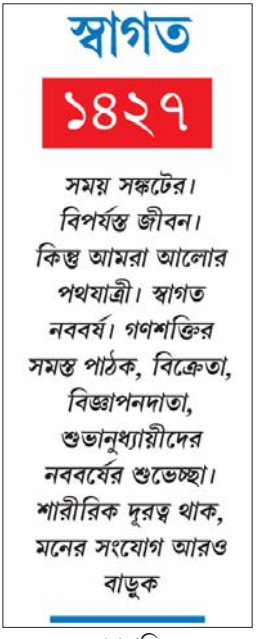
স্বাগত

১৪২৭

সময় সঙ্কটের। বিপর্যস্ত জীবন। কিন্তু আমরা আলোর পথযাত্রী। স্বাগত নববর্ষ। গণশক্তির সমস্ত পাঠক, বিক্রেতা, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ীদের নববর্ষের শুভেচ্ছা। শারীরিক দূরত্ব থাক, মনের সংযোগ আরও বাড়ুক

গণশক্তি

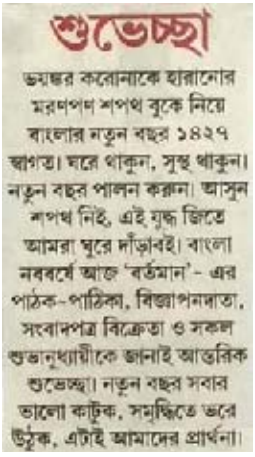

বর্তমান

অবশ্য মানুষ ছাড়া আর কেই-বা বাংলা পড়তে পারে, তাই লিখে দিলেও ক্ষতি নেই। সবই তো আমাদের তৈরি এবং আমাদের জন্য। বলে দিতে আসছি নেই।

তবে কি, পৃথিবীর এতে কিছু যায় আসে না। তাই না?

যাক। বাজে কথা না-বলে বিজ্ঞাপনে মন দিই। আজ নববর্ষ। শুভ করোনামুখর নববর্ষ। শুভেচ্ছা নেবেন—

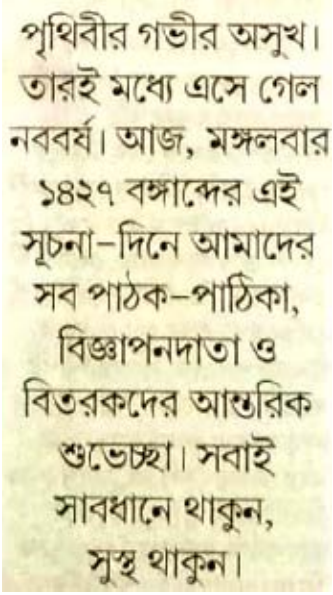

আজকাল

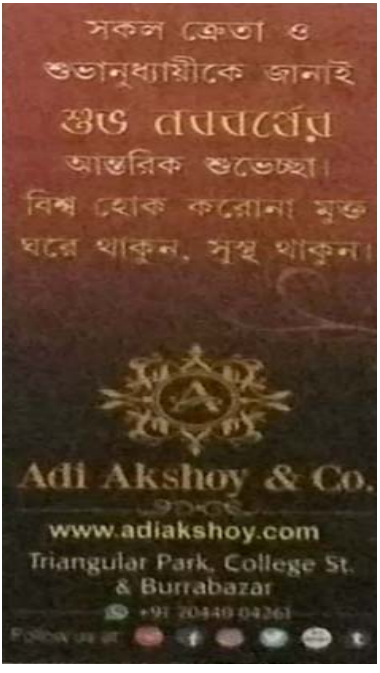

আজকাল

আজকাল

আজকাল

বর্তমান

বর্তমান

মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয়

#করোনা হারবে ভারত জিতবে

বর্তমানে এই দুর্যোগপূর্ণ অতিমারী পরিস্থিতির মধ্যে বাংলা নববর্ষের শুভারম্ভে সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করি। করোনা ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করা সমস্ত বীর সেনানীদের
বি. সি. রায় গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশন-এর তরফে সশ্রদ্ধ প্রণাম।

শুভ নববর্ষ ১৪২৭

সুস্থ থাকুন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন।

- ইঞ্জিনীয়ারিং
- ম্যানেজমেন্ট
- ফার্মেসী
- পলিটেকনিক

দুর্গাপুর ক্যাম্পাস এবং ইংল্যান্ডে ভ্যালু অ্যাডেড প্রশিক্ষণের ক্র্যাশ কোর্স

নতুন

ZEE ২৪ ঘণ্টা ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ২০১৯ সালে অ্যাকাডেমিক এক্সেলেন্স পুরস্কার

২০১৯ ও ২০২০ সালে সমস্ত গ্রুপে প্লেসমেন্টে অসাধারণ সাফল্য

চলতি শিক্ষাবর্ষে আকর্ষণীয় নতুন কোর্স

সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য-সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কলেজ ক্যাম্পাসে দ্য মিশন হসপিটাল, দুর্গাপুরের সহযোগিতায় একটি চিকিৎসা পরিষেবা বিভাগ চালু করা হয়েছে।

অন-লাইন পাঠক্রম চালু

অনুমোদিত পাঠ্যক্রম ঃ

এমটেক/এমবিএ/এমসিএ/এমফার্ম/
বিটেক/বিফার্ম/পলিটেকনিক ডিপ্লোমা/
বিবিএ/বিসিএ/বিবিএ (হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট)

চলতি শিক্ষাবর্ষে ম্যাকাউট অনুমোদন সাপেক্ষে নতুন প্রফেশনাল কোর্স চালু হবে-

ব্যাচেলর অফ অপ্টোমেট্রি/বিএসসি ইন মেডিকেল ল্যাব টেকনোলজি/ বিবিএ (সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট) এবং ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসি (এআইসিটিই, পিসিআই এবং ডব্লুবিএসসিটিভিইএসডি) এবং ভিইএইউ এসভি-র অনুমোদন সাপেক্ষে।

ডাঃ বি.সি. রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	ডাঃ বি.সি. রায় কলেজ অফ ফার্মাসী অ্যান্ড এএইচএস	ডাঃ বি.সি. রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অ্যাকাডেমি অফ প্রফেশনাল কোর্সেস	ডাঃ বি.সি. রায় পলিটেকনিক
www.bcrec.net.in | www.bcrec.ac.in	www.bcrcp.net.in	www.bcrecapc.ac.in	www.bcrp.net.in
0343-2504106 / 1353 / 9333928874 9932245570 / 9832131164 / 9434250472	8972107793	9832131164	7586023555 / 7477788551

ডাঃ বি. সি. রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দুর্গাপুর

কলেজ ক্যাম্পাস ঃ জেমুয়া রোড, ফুলঝোড়, দুর্গাপুর-৭১৩২০৬ (পঃবঃ), ফোন ঃ (0343) 2501363 / 4106 / 4245, 09932245570, 09609640415, ইমেল: info@bcrec.ac.in
ফার্মেসী কলেজ ক্যাম্পাস ঃ ডঃ মেঘনাদ সাহা সরণী, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২০৬ (পঃবঃ), ফোন: (0343) 2532679, 8972107793, 7477788556, ইমেল: bcrp_dgp@yahoo.co.in
পলিটেকনিক ক্যাম্পাস ঃ ডঃ মেঘনাদ সাহা সরণী, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২০৬ (পঃবঃ), ফোন: 7477788551, 07586023555, ইমেল: bcrp@bcrec.ac.in
এপিসি ক্যাম্পাস ঃ জেমুয়া রোড, ফুলঝোড়, দুর্গাপুর-৭১৩২০৬ (পঃবঃ), ফোন ঃ 9475732942, 9832131164
কলকাতা অফিস ঃ ২২/২৬, বিধাননগর মেইন রোড, কলকাতা-৭০০০৬৭, ফোন ঃ (033) 2355 4412 / 8703, ইমেল: tpo.kol@bcrec.ac.in

পৃথিবীর আর কোন দেশ বলেছে যে, তারা হারবে! করোনা তো হারবেই। কিন্তু তা-তে কি শুধু ভারত জিতবে, নাকি মানুষ জিতবে? কে? বিষয় তো 'চলতি শিক্ষাবর্ষে আকর্ষণীয় নতুন কোর্স' সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন। অন্যান্য বছর কেবল 'নববর্ষ'-এর মোড়কেই চলে যেত। এবার বোনাস 'করোনা'। কাজেই নানাবিধ প্রত্যয়-প্রতিজ্ঞা হাজির হচ্ছে। এবং তা ছাত্রছাত্রীদের ওপর ভর করেই ছড়াচ্ছে কখনও, 'আমরা করব জয়' আবার কখনও, 'নিজেরে করো জয়'!

ফাটাফাটি ব্যাপার কিন্তু। করোনা-নববর্ষ এবং বাণিজ্য মাখামাখি হয়ে ডাক গিয়েছে—মুক্ত করো ভয়,/ আপনা মাঝে শক্তি ধরো ...। ধরেছি। এবার সেই শক্তিতে বলীয়ান হয়ে 'আনন্দবাজার'-এ প্রকাশিত কুকমি-র বিজ্ঞাপন দেখছি।

দিন যতই কঠিন হোক, বিজ্ঞাপন কিন্তু স্কুলের বইয়ের ইতিহাসের মতোই সুখপাঠ্য! পড়তে-পড়তে এগিয়ে চলেছি। বিজ্ঞাপন বলেছে, বছর শুরু বাড়ির স্বাদে। বাড়ি বসে, আপনজনের সঙ্গে দেদার আড্ডা এবং বাড়িতে তৈরি সুস্বাদু রান্নায় বর্ষবরণ হবে এবার। আহ্বান জানিয়েছে 'গণেশ'।

Ganesh
বছর শুরু বাড়ির স্বাদে
এবারের বর্ষবরণ হোক একটু অন্যরকম।
বাড়ি বসে, আপনজনদের সঙ্গে দেদার আড্ডা এবং
বাড়ির তৈরী সুস্বাদু রান্নায় উদযাপিত হোক ১৪২৭।
সকলকে জানাই নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা।
#StaySafeEatSafe
Sooji
Maida
খাও ফ্রেশ! জিও ফ্রেশ!
Certified Company
Also Available at:
Shop online at:
Visit us at:

আনন্দবাজার

বাংলা কাগজ-গুলোও খুঁজে-খুঁজে দেখেছে এই ‘বাংলা বছরের প্রথম দিনে কীভাবে স্বাদবদল করছেন সেলেবরা?’ আসুন আমরা সবাই মিলে দেখি সেই অনুসন্ধান। ‘টলিউডের সেলেব’ পাওলি দাম, অর্পিতা চট্টোপাধ্যায় ও জয়া আহসানের সঙ্গে কথা বলেছে ‘আনন্দবাজার’—

ঘরবন্দি পয়লা বৈশাখ

শপিং নেই। নেই বাইরে খানাপিনাও। বাংলা বছরের প্রথম দিনে কী ভাবে স্বাদবদল করছেন সেলেবরা?

আনন্দবাজার

> [...] জয়া বললেন, “পান্তা হবে। তবে নিয়মরক্ষার খাতিরে। কোনও আতিশয্য থাকবে না।” মা-বাবার জন্য ভাইয়ের সঙ্গে রান্না করবেন পাওলি, “খিচুড়ি, বেগুনভাজা, ডিম ভাজার মতো ছিমছাম মেনুই থাকবে। লকডাউনের প্রথম দিন থেকেই ফুড রেশনিংয়ের কথা মাথায় রেখে চলছি।” নিত্যনতুন পদ রান্নার জন্য সুনাম রয়েছে অর্পিতার। বললেন “পরশুই চিকেন ভুনা খিচুড়ি বানালাম। তবে নববর্ষের জন্য আলাদা করে কিছু ভাবিনি।”

সত্যিই এবারের নববর্ষটা একেবারে মাঠে মারা গেল। সকলের গলায়ই আক্ষেপ। কিন্তু বিজ্ঞাপনে প্রচুর আশার আলো দেখছি—

yono SBI

SBI

শুভ নববর্ষ ১৪২৭

নববর্ষের এই পুণ্য লগ্নে
এসবিআই সমস্ত মানুষের
আরোগ্য কামনা করে

করোনা-কে ভয় পাবেন না

ডিজিট্যাল্ করুন, করোনার সাথে লড়ুন

করোনা মুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে আমরা আপনাদের পাশে আছি সর্বদা

সেভিংস অ্যাকাউন্ট • কর্পোরেট অ্যাকাউন্ট • ইনভেস্টমেন্ট • বিল পেমেন্ট • ফিক্সড ডিপোজিট
গোল্ড লোন • হাউসিং লোন • কার লোন • বিজনেস লোন • এমএসএমই লোন • অ্যাগ্রিকাল্চার লোন

যেকোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এই নম্বরে 1800 425 3800

রাজনৈতিক দলের স্লোগানে দুর্নীতিমুক্ত সমাজের কথা শোনা যায় খুব। কিংবা শোষণমুক্ত সমাজ। SBI ডাক দিয়েছে, 'করোনা মুক্ত সমাজ' গড়ে তোলার। তবে এখনও কেউ 'করোনা হঠাও দেশ বাঁচাও' বলেছেন বলে শুনিনি। করোনা আমাদের একা করেছে—

আনন্দবাজার

নববর্ষের দিনলিপি শুরু করেছিলাম ‘আনন্দবাজার’ প্রথম পাতায় ছাপা একটা ছবি দিয়ে। শেষ করছি ‘সংবাদ প্রতিদিন’ কাগজের প্রথম পাতায় ছাপা একটা ছবি দিয়ে। এই ছবিতেও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা হবে। কেউই আজ সুরক্ষিত নয়—

পয়লা বৈশাখের আগে জীবাণুমুক্ত করার কাজ চলছে কালীঘাটের মন্দিরে। — গোপাল চন্দ্র

কালীঘাটের কালীমন্দিরকে জীবাণুমুক্ত করার ছবি দেখালাম আপনাদের। ভারতমাতা থেকে কালীমাতা পর্যন্ত সর্বত্রই করোনার চাপা আতঙ্ক গুঞ্জন তুলেছে। এভাবেই বাঙালির নতুন বছর হাজির হল।

দিনলিপি আজ এ পর্যন্তই।

॥১৫ এপ্রিল ২০২০, বুধবার॥

এখন তো আর আগের মতো নেই সব কিছু। দেশ এখন ঘরে বন্দি। প্রধানমন্ত্রী কাল তাঁর ভাষণে ৩ মে পর্যন্ত লকডাউন বাড়িয়ে দিয়েছেন। ‘এ রাজ্যে করোনা আক্রান্ত আরও ১০’—‘বর্তমান’ বলছে। ‘এতটা ভয় পাইনি নকশাল আন্দোলনের সেই সময়ে’—বক্তা রাজ্যের মন্ত্রী তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়। খবর রয়েছে ‘এই সময়’ কাগজের প্রথম পাতায়। ‘গণশক্তি’ বলেছে,

রাজ্যে মৃত্যু বেড়ে ৩০

‘সংবাদ প্রতিদিন’-এর প্রথম পাতায় প্রথম খবর,

জলেও বেঁচে থাকে কোভিড

আজকাল’-এ ছবি—

দেবস্থানে লকডাউন

‘আনন্দবাজার’ লিখেছে,

ঘরমুখী শ্রমিকের ভিড়ে লাঠি পুলিশের

দুঃসহ অবস্থা।

কাগজের বিজ্ঞাপন দেখতে-দেখতে আমি করোনার দিনগুলোকে দেখছি। জানছি জীবনের নানাদিকের নানান স্তর। কেমন অপার্থিব লাগছে মাঝে মাঝে। যেন কত মায়াবী! মনে হয় যেন কেমন গল্প কথা। দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে। এ সময়টা করোনার গ্রাসে আচ্ছন্ন। আচ্ছন্ন আমার দিনলিপির বিজ্ঞাপনগুলোও। দেখছি তাদেরই—

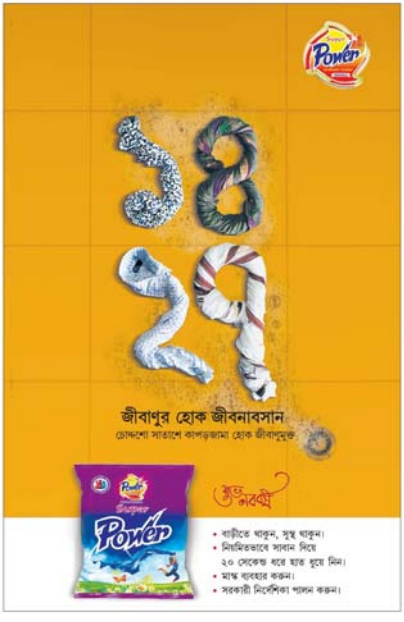

আনন্দবাজার

আনন্দবাজার

যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা বাতিল ০৩.০৫.২০২০ তারিখ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হল

কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে, ভারতীয় রেলওয়ের সকল যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা, অর্থাৎ সকল মেল/এক্সপ্রেস ট্রেন (প্রিমিয়াম ট্রেন সহ), প্যাসেঞ্জার ট্রেন, শহরতলির ট্রেন এবং মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ট্রেনগুলি ০৩.০৫.২০২০ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। বাতিল থাকা ট্রেনগুলির জন্য, যাত্রীদের ভাড়ার পুরো টাকা ফেরত দেওয়া হবে। জরুরিকালীন উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে, জনসুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করে, পুনরায় কবে ট্রেন চালানো শুরু হবে, পরবর্তী সময়ে ঘোষণা করা হবে। পুনরায় বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত অগ্রিম আসন সংরক্ষণ করা হবে না। ফ্রেট এবং পার্সেল ট্রেনগুলি এখনকার মতোই চলবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

সংবাদ প্রতিদিন

আজকের কাগজের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে আক্রান্ত ১৯,৮৩,২১৯। মৃত ১,২৫,৪৮৯। চিকিৎসাধীন ১৩,৯১,৪৬৮। সুস্থ ৪,৬৬,৬০৬। ভারতে আক্রান্ত ১০,৮১৫। মৃত ৩৫৩। চিকিৎসাধীন ৯২৭২। সুস্থ ১১৯০। তবে, কোনো কাগজেই রাজ্যের এই হিসেব তালিকা করে দেওয়া নেই। এমনটা দেওয়া হয় না। বিশ্ব আর ভারতের হিসেব থাকে শুধু। তাই বাংলা কাগজ যেদিন জানায় রাজ্যের তথ্য, সেদিনই কেবল জানতে পারি। আজ যেমন 'বর্তমান' প্রথম পাতায় 'আরও ১০ জন আক্রান্ত' ছেপেছে। তবে 'বর্তমান'-এর এই খবরে করোনায় মৃত্যুর কোনো তথ্য পরিসংখ্যান নেই। অথচ 'গণশক্তি' বলছে, 'মৃত বেড়ে ৩০'। খুবই অদ্ভুত ব্যাপার। থাক এসব। বিজ্ঞাপন দেখি—

টিকিটের মূল্য ফেরত ব্যবস্থায় ছাড়

কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে, ০৩.০৫.২০২০ তারিখ পর্যন্ত সকল যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা বন্ধ থাকবে। ইন্টারনেট বুকিং সহ সংরক্ষিত এবং অসংরক্ষিত টিকিটে যাত্রার জন্য টিকিট কাটা পুনরায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া পর্যন্ত বাতিল থাকবে। রেলওয়ের দ্বারা বাতিল করা সকল ট্রেনের জন্য যাত্রার তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে পুরো ভাড়া ফেরতের জন্য দাবি জানানো যাবে। ই-টিকিটের ক্ষেত্রে, অটো রিফান্ড ব্যবস্থার মাধ্যমে ফেরত দেওয়া হবে। এছাড়াও ১৩৯ নম্বরে কল করে ট্রেসিফোনের মাধ্যমেও টিকিট বাতিল করা যাবে। এরূপ ক্ষেত্রে, যাত্রার তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে মূল টিকিট জমা করে যে কোনও পিআরএস কাউন্টার থেকে টিকিটের মূল্য সংগ্রহ করা যাবে। ট্রেন বাতিল করা হয়নি কিন্তু যাত্রী যাত্রা করতে আগ্রহী নন, এরূপ ক্ষেত্রে ৯০ দিনের মধ্যে স্টেশন থেকে টিডিআর বা টিকিট ডিপোজিট রিসিপ্ট পাওয়া যাবে এবং আরও ৬০ দিনের মধ্যে সিসিএম ক্লেইমস অফিসে ফেরতের জন্য জমা করা যাবে। ই-টিকিটের ক্ষেত্রে, অনলাইন টিডিআর জমা করা যাবে। ২৭.০৩.২০২০ তারিখে ঘোষণার আগে যে সকল যাত্রী তাঁদের টিকিট বাতিল করেছেন এবং পুরো টাকা ফেরত পাননি, পূর্বে উল্লিখিতপদ্ধতিতে টিডিআর জমা করে বাদবাকি টাকা ফেরতের জন্য দাবি জানানো যাবে।

চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার/পিএম

পূর্ব রেলওয়ে

সংবাদ প্রতিদিন

আজকাল
লকডাউন
লকডাউন মানে তালা নয়,
চাবি, বাঁচার চাবি
জনস্বার্থে প্রচারিত

॥ ১৬ এপ্রিল ২০২০ বৃহস্পতিবার ॥

प्रदेश के बाहर रुके श्रमिकों व अन्य लोगों से

श्री भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ की

अपील

प्रिय साथियों,

कोरोना की महामारी पर नियंत्रण के लिए , लॉक डाउन में छत्तीसगढ़ के श्रमिक, अन्य किसी कारण से दूसरे प्रदेशों में रुके छत्तीसगढ़वासी भाई-बहन, तथा इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में रुके दूसरे प्रदेशों के लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप धैर्य व विश्वास बनाए रखिए।हमें आपकी पूरी फिक्र है। आपकी देख-रेख, ठहरने, भोजन, अन्य मदद के लिए हमने यथा-आवश्यकता सारे इंतजाम किए हैं। ऐसे सभी लोगों के परिजनों से निवेदन है कि वे निश्चिंत रहें। जो जहां है, वहां सुरक्षित, स्वस्थ रहें, यही हमारी प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ के बाहर रुके हमारे श्रमिकों और बाहर से आकर हमारे राज्य में रुके श्रमिकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। ऐसे कुछ शिविरों का मैंने अवलोकन भी किया है वह टेलीफोन पर उनसे बात भी किया हूं। हमारे अधिकारियों ने अन्य राज्यों से समन्वय बनाकर रखा है और हर संभव मदद कर रहे हैं।यदि आपको जरुरत लगे तो निम्नलिखित हेल्प लाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

आपका

शुभकामनाओं सहित

(भूपेश बघेल)

श्रमिकों के अंतरराज्यीय समन्वय के लिए सचिव स्तरीय नोडल अधिकारी

9993563532, 9424220161

कोरोना संकट : जन सेवा में समर्पित राज्य स्तरीय हेल्प-लाइनें

स्वास्थ्य विभाग
104

श्रम विभाग
0771-2443809, 9109849992
7587822800

नगरीय प्रशासन विभाग
1100

पुलिस कंट्रोल रुम
112, 100, 101

खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण एवं परिवहन विभाग
0771-2882113

जनसम्पर्क

छत्तीसगढ़ है तैयार कोरोना की होगी हार

বর্তমান

‘বর্তমান’-এর ৭-এর পাতার বিজ্ঞাপন দেখিয়ে আজকের দিনলিপি শুরু করলাম। এই কাগজেই ক-দিন আগে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দিয়ে এরকম বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল। আমরা আগেই তা দেখেছি। তবে, আজকের কোনো কাগজেই

সংবাদ প্রতিদিন

দুটো-একটার বেশি বিজ্ঞাপন নেই। যেমন, ‘আনন্দবাজার’-এ একটা মাত্র করোনা-য়িত বিজ্ঞাপন আছে, ‘ঘড়ী ডিটার্জেন্ট’-এর। আমরা এই বিজ্ঞাপন দেখেছি। ‘এই সময়’-এ কোনো বিজ্ঞাপন নেই। ‘গণশক্তি’তে তো এমনি দিনেও তেমন থাকে না। আজও নেই। ‘বর্তমান’-এর বিজ্ঞাপন আপনাদের দেখালাম। আরও একটা আছে, ৩-এর পাতার তলায়। একফালি ‘সুথল’। এই বিজ্ঞাপন-ও আমাদের দেখা। তবে, যেমন থাকে, ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এর প্রথম পাতার বিজ্ঞাপন, আছে আজও (‘পৃথিবীটা হঠাৎ করে কেমন যেন বদলে গেল...’)।

বাকি রইল ‘আজকাল’। সেখানেও কোনো বিজ্ঞাপন দেখছি না। এই তো—একটা ছোট্ট পাওয়া গেছে—

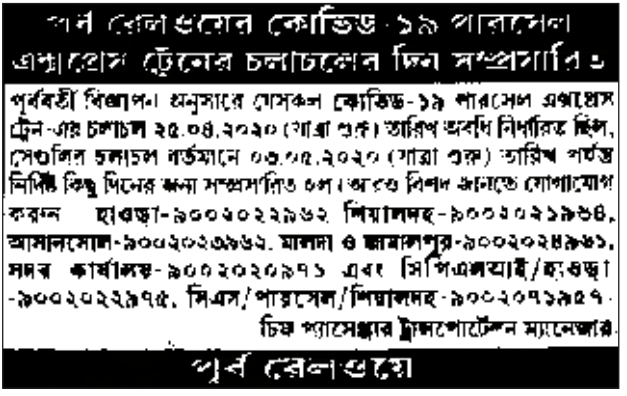
পূর্ব রেলওয়ের কোভিড-১৯ পারসেল এক্সপ্রেস ট্রেনের চলাচলের দিন সম্প্রসারিত

পূর্ববর্তী বিজ্ঞাপন অনুসারে যেসকল কোভিড-১৯ পারসেল এক্সপ্রেস ট্রেন-এর চলাচল ২৫.০৪.২০২০ (শুক্রবার) তারিখ অবধি নির্ধারিত ছিল, সেগুলির চলাচল বর্তমানে ০৩.০৫.২০২০ (রবিবার) তারিখ পর্যন্ত নির্দিষ্ট কিছু দিনের জন্য সম্প্রসারিত করা হয়েছে। আরও বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন হাওড়া-৯০০৩০২২৯৬২, শিয়ালদহ-৯০০৩০২১৯৬৪, আসানসোল-৯০০২৩০৩৯৬২, মালদা ও জামালপুর-৯০০২০২৪৯৬১, সদর কার্যালয়-৯০০২০২০৯৭১ এবং সিপিএলআই/হাওড়া-৯০০২০২২৯৭৫, সিএস/পারসেল/শিয়ালদহ-৯০০২০৭১৯৫৭।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার,

পূর্ব রেলওয়ে

আজকাল

করোনা যেন সর্বঘটে কাঁঠালি কলা। সবেতেই তাকে ঠাঁই দিয়েছি আমরা। বিজ্ঞাপনে করোনা এখন মূল আকর্ষণ। দেখতে থাকুন। আবার কাল।

॥ ১৭ এপ্রিল ২০২০ শুক্রবার ॥

আজকের ‘আনন্দবাজার’-এর করোনায়িত বিজ্ঞাপন এবং বিজ্ঞপ্তি বলতে এটিই। লাইনে নয় অনলাইনে—এই হল এখনকার স্লোগান, বা বলা ভালো করোনাকালীন স্লোগান। তবে এছাড়া আর কিছু করারও নেই। উপায় নেই। এভাবেই চলবে এখনকার দিনগুলো।

B.P. PODDAR HOSPITAL

NEW ALIPORE, KOLKATA

4 ইঞ্চি কেটে হার্ট বাইপাস

LOCK DOWN -এ

24x7 Emergency Service

B.P. Poddar আছে আপনার পাশে।

OPD ও IPD তে

সবধরনের Specialist Doctor পাবেন।

OPD সকাল 10 টা থেকে 6 টা পর্যন্ত খোলা।

এখানে CGHS & ECHS Scheme,

WBHS Cashless-এ Patient ভর্তি নেওয়া হয়।

যেকোন Emergency তে যোগাযোগ করুন ঃ

NABH

85850 35846

আনন্দবাজার

WBSEDCL-এর গ্রাহকদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বিশ্বমহামারী সংক্রমণ প্রতিহত করা এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সকল লো এবং মিডিয়াম ভোল্টেজ গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের তারিখ (ডিউ ডেট) **৩০.০৪.২০২০** পর্যন্ত, সেই বিলগুলির পরিশোধের সময়সীমা **১৫.০৫.২০২০** পর্যন্ত করা হয়েছে। এই সুবিধা কেবলমাত্র লো এবং মিডিয়াম ভোল্টেজ গ্রাহকদের জন্যই প্রযোজ্য, বাল্ক কনজিউমারদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়।

'লাইনে নয়, বিদ্যুৎ বিল দিন অনলাইনে'

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি উদ্যোগ)
রেজিস্টার্ড অফিস : বিদ্যুৎ ভবন, ব্লক-ডি, সেক্টর II, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১
CIN : U40109WB2007SGC113473, cecorpmont@gmail.com, www.wbsedcl.in

WBSEDCL

সংবাদ প্রতিদিন

সংবাদ প্রতিদিন

করোনা বিশ্বজুড়ে যে বিপর্যয় এনেছে তার বিরুদ্ধে লড়ছে ছাত্রযৌবন। এই ছাত্রযৌবনকে কোনো বিপর্যয়ই দমিয়ে রাখতে পারেনি। পৃথিবীতে যতবার দুর্যোগ এসেছে ততবারই ছাত্রযৌবন এগিয়ে এসেছে। ছাত্রসমাজই মানবজাতির অগ্রগতির দিশা। এবং ডারউইনের মতবাদ অনুযায়ী মানুষের সমগ্র জীবনেই চলে অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম। মানুষের জীবনধারা আধুনিক হলেও, জীবনে চলার পথে দুর্যোগ, বিপর্যয়ের আগমন যে অনিবার্য তা আরও একবার মনে করিয়ে দিল বিশ্বজুড়ে চলা মহামারি। আর এই মহামারির বিরুদ্ধেই লড়ছে ছাত্রযৌবন। একেই বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, 'অস্তিত্বের সংগ্রাম'।

মালদা ডিভিশনের অধিক্ষেত্রে রেলওয়ে হাসপাতাল/ হেলথ ইউনিটগুলিতে চুক্তির ভিত্তিতে প্যারামেডিক্যাল কর্মী নিয়োগের জন্য ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ

নম্বর ঃ ই/মেড/কন্ট্র্যাকচুয়াল/এমএলডিটি/পিটি-III তারিখ ঃ ১৬.০৪.২০২০

করোনা মহামারীর (কোভিড-১৯) প্রেক্ষিতে, পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিশন চুক্তির ভিত্তিতে সাময়িকভাবে প্যারামেডিক্যাল কর্মী নিয়োগ করবেন। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং বয়সসীমা আছে এরূপ প্রার্থীদের সকল শংসাপত্র নিয়ে ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউয়ে হাজির হতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ৬৫ **বছর** বয়স পর্যন্ত রেলওয়ে হাসপাতাল/রাজ্য সরকারি হাসপাতালের অবসরপ্রাপ্ত প্যারামেডিক্যাল কর্মীরাও আবেদন করতে পারবেন। ডিভিশনাল **রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিস, পূর্ব রেলওয়ে, মালদাতে সিনিয়র ডিভিশনাল পার্সোনেল অফিসার, মালদার চেম্বারে ২১.০৪.২০২০ তারিখে বেলা ১১টায় ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ অনুষ্ঠিত হবে।** নির্ধারিত যোগ্যতা ও বয়সসীমা আছে এরূপ আগ্রহী প্রার্থীদের নির্ধারিত তারিখে ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউয়ের জন্য সকল শংসাপত্রের মূল কপি ও সেগুলির স্বপ্রত্যয়িত জেরক্স কপি এবং তিনটি পাসপোর্ট মাপের ফটোগ্রাফ নিয়ে হাজির হতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যথাযথভাবে পূরণ করা প্রোফর্মা আবেদন নিয়ে নির্ধারিত তারিখে **সকাল ১০টায়** রিপোর্ট করতে প্রার্থীদের বলা হচ্ছে। আবেদনপত্রের বয়ান পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট এবং ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউয়ের দিনে সিনিয়র ডিপিও/মালদার অফিসে পাওয়া যাবে।

ক্র.নং.	নিয়োগের ক্যাটাগরি	পদের সংখ্যা
১.	নার্সিং স্টাফ	১০
২.	ফার্মাসিস্ট	০৩
৩.	ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট	০৫

বিবরণ যথা বয়সসীমা, যোগ্যতা, পারিশ্রমিক এবং বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে ঃ **www.er.indianrailways.gov.in** (go to Division >> Malda >> recruitment page)

• **নিয়ম ও শর্তাবলী ঃ ১. নিয়োগের ধরন ঃ** নিয়োগের তারিখ থেকে তিন মাসের জন্য পুরোপুরি চুক্তির ভিত্তিতে। ২. **পারিশ্রমিক ঃ** নতুন প্রার্থীদের পিসিপিও/ইআর-এর ক্রম নং ৭৩/২০১৮ এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের ক্ষেত্রে পিসিপিও/ইআর-এর ক্রম নং ১৪৫/২০১৭ অনুসারে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

আজকাল

এই 'সংবাদ প্রতিদিন' ধারাবাহিকভাবেই ছাত্র-সমাজ সংপৃক্ত এইরকম করোনাময় বিজ্ঞাপন ছাপছে। এইরকম বিজ্ঞাপন আসলে 'মানবজাতির অগ্রগতির দিশা'।

ধৈর্য রেখে লকডাউনের নিয়মবিধি মেনে কোভিড-১৯-কে প্রতিহত করার আবেদন জানিয়েছে 'সংবাদ প্রতিদিন'-এ প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপন।

॥ ১৮ এপ্রিল শনিবার ॥

আজকের ‘এই সময়’ বলেছে:

কলকাতা–হাওড়ায় রেড অ্যালার্ট

আজকের ‘বর্তমান’ বলেছে:

কলকাতা, হাওড়ার কিছু ওয়ার্ড রেড জোন: মমতা

আজকের ‘আজকাল’ বলেছে:

৩ জেলায় কড়া নজর

আজকের ‘সংবাদ প্রতিদিন’ বলেছে:

রেড জোনের বাজারে এবার সশস্ত্র পুলিশ

আজকের ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ বলেছে:

অনেক হয়েছে আর নয়: কড়া দাওয়াই দিলেন মমতা

আজকের ‘গণশক্তি’ বলেছে:

বিপদ বেড়ে গেছে মানলেন মুখ্যমন্ত্রী

...

‘বর্তমান’ বলেছে:

সর্বকালের রেকর্ড, লকডাউন পর্বেও সোনা ৫০ হাজারে

‘সংবাদ প্রতিদিন’ বলেছে:

কলকাতার নামি দুর্গাপুজোগুলির খরচ অর্ধেক, বিজ্ঞাপন পাওয়া নিয়েও সংশয়

‘আজকাল’ বলেছে:

ভারতে জ্বালানি এবং রান্নার গ্যাসের চাহিদা চলতি এপ্রিল মাসে ৫০ শতাংশ কমে গেল

‘এই সময়’ বলেছে:

পরিবারের বন্ধন খুঁজে পাচ্ছেন তারকা দম্পতিরা

‘আনন্দবাজার’ বলেছে:

রান্নার আগে রেশনিং জরুরি

‘গণশক্তি’ বলেছে:

পরিযায়ী শ্রমিকদের ৯৬ শতাংশই পাননি রেশন

এত কাগজ এত কথা বলেছে, কিন্তু করোনামুখর কোনো বিজ্ঞাপন নেই এত কাগজে। একমাত্র ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এর প্রথম পাতায় রয়েছে একটা বিজ্ঞাপন। আমার দিনলিপির তা-তে মুখরক্ষা হল। দেখুন—

১৮ এপ্রিল আজ। দিনলিপি শুরু করেছিলাম ১৮ মার্চ। আজ একমাস হল দিনলিপির। ধন্যবাদ।

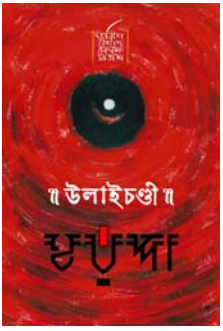

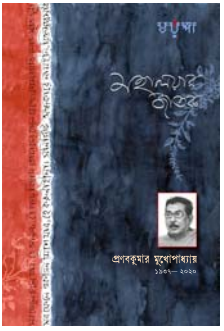

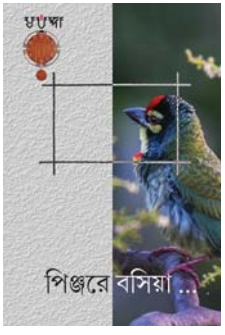

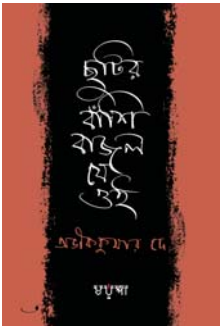

ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন

http://harappa.co.in/harappa_booklet.html